

ବୈଷ୍ଣବ ଗଦ୍ୟସଙ୍କଳ୍ପ

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন

ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY	
Acc. No.	11,539
Dated	4.11.2004
Call No	808.81/7
Price / Page	RS. 11/-

পশ্চিমবঙ্গ স্নাতক পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

© West Bengal State Book Board

MARCH, 1977

Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, Arya Mansion (Eighth floor), 6/A, Raja Subodh Mullick Square, Cal-700 012, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture). New Delhi and printed by Sri Doorga Prasad Mitra, at the Elm Press, 68, Beadon Street. Cal-700006.

রাধাকৃষ্ণমুখ্যত্ব কপালিকাভূরজিতো ।

গৌরকৃষ্ণাৎ গ্রহোহরাং অক্ষরা বিনিবেশতে ॥

সঙ্কলকের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের উদ্যোগে বৈকব পদসঙ্কলন গ্রন্থানি প্রকাশিত হইল। সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হইল বৈকব রসপার্য অনুযায়ী বধ্যবৃণের উৎকৃষ্ট বৈকবপদগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে বৈকব পদাবলী উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার অন্তর্গত হওয়ার ব্যাপকভাবে বৈকব পদসঙ্কলনের চেষ্টা এখানে লক্ষ করা যায়। একালে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বৈকব পদসঙ্কলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সঙ্কলন হল সাহিত্যসংসদ থেকে প্রকাশিত শ্রীহরেকৃষ্ণ বুধোপাধ্যায় সাহিত্যরস সঙ্কলিত 'বৈকব পদাবলী' এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সঙ্কলন হল সাহিত্য অকাদেমী থেকে প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন সঙ্কলিত 'বৈকব পদাবলী'। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রথমাটি অতিবৃহৎ এবং দ্বিতীয়াটি অতিকুদ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বৈকব-পদাবলী সঙ্কলনটি রসপার্য ভিত্তিক ভালো সঙ্কলন হলেও অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ ও মাঝে মাঝেই অদৃশ্য। 'জিজ্ঞাসা' থেকে প্রকাশিত পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' সুযোগ্য সম্পাদক বিমান বিহারী মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত হলেও শতাব্দীভিত্তিক সঙ্কলন হওয়ার নানাবিধে আপত্তিজনক। এই সব নানা কারণে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক একটি বৈকব পদসঙ্কলন প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার বধ্যোপাধ্য প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থের প্রকাশ।

বর্তমান সঙ্কলকের চেষ্টা হল বৈকব ভক্তিরগের ক্রমানুযায়ী পদগুলিকে সজ্জিত করে বৈকব রসপার্যের পরিচয় দান করা। সুতরাং এটিকে রসপার্যমুখ্য সঙ্কলন বলা যায়। কিন্তু এ ধরনের প্রচলিত সঙ্কলনগুলির তুলনায় এর বিশেষত্ব এই যে রসপার্যকে মুখ্য করা হলেও প্রত্যেক পার্যের পদগুলিকে একেত্রে বধ্যোপাধ্য কবিদের কালপারম্পর্য অনুযায়ী সজ্জিত করে প্রত্যেকটি পালার রচনাধারার মধ্যে একই সঙ্গে কালগত ও ভাবগত ক্রমবিকাশ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সঙ্কলনটির প্রথমে একটি নাতিলীর্থ ভূমিকা বৈকবপদাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপক্রমণিকা। গ্রন্থের বৃহত্তম অংশে টীকা ও পাঠান্তরসহ বিভিন্ন পদ্যের পদসম্ভার। গ্রন্থের পরিমিটে পঞ্চাশটির বৈকব পদকারদের বৎকিক্রিঃ পরিচিতি।

বর্তমান সঙ্কলনের মূল সম্পাদক একজন হলেনও গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বৈকুণ্ঠস্বামী শ্রীযুক্ত জমদর্শন চক্রবর্তী, ড: কুদিরাম দাস, ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড: অমিতকুমার ঘোষ, ড: জীবেন্দ্র সিংহরায় ড: নীলরতন সেন, কবি শম্ভু ঘোষ, ড: আলোকব্রহ্মন দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অর্ধেক। উৎসাহদাতাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ড: শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ড: ক্ষেত্র গুপ্ত, ড: বীরেন্দ্র দেবনাথ, ড: রবীন্দ্র গুপ্ত, ড: অরুণকুমার বসু, ড: নির্মল দাস, ড: বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়। রাজ্যপুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক শ্রীঅবনী নিম্নের তত্ত্বাবধানে বইটি বখাসম্ভব সুলভভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এঁদের সকলের কাছেই সঙ্কলক আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গৌরাজদেবের আবির্ভাবের সমাসন্নপ্রায় পাঁচশত বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রেখে গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যচরণে উৎসর্গ করা হল। উৎসর্গ শ্লোকের রচনা ব্যাপারে সঙ্কলক ড: ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে ধন্য।

বিনীত

দেবনাথ বসু

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Preface and Synopsis

This book (Vaisnava Pada Sankalan) is an anthology of Vaisnava Padavali consisting of three hundred padas written by more than fifty Vaisnava poets of mediaeval Bengal. This collection has been prepared mainly for the students who intend to take up Bengali for higher studies.

Bengal was a witness of a great revolution of the Bhakti-cult both before and after the advent of Sri-Chaitanya, and of a spontaneous overflow of powerful feelings in the shape of music and poetry comprising of thousands of padas written by more than hundred Vaisnava lyrieists. The main theme of Vaisnava Padas is the love episode of Radha and Krishna based on the allegory about the spiritual relation of God with His power of delighting himself as well as His worshippers. Jayadeva, the court-poet of Laksman Sena, was the pioneer poet of Vaisnava Padavali in Bengal. From Joyadeva of 12th century to Radhamohon Thakur of 18th century, about four thousand padas written by Vaisnava poets have been preserved in anthologies of late mediaeval Bengal. The Padakalpataru, prepared in the early 18th century is the largest anthology. This collection, with a short introduction and notes is mainly prepared on the basis of the Padakalpataru. In the appendix, short notes on all the Vaisnava poets in this collection have been given. The principle underlying the selection of Padas is based on the system of Vaisnava Rasa-Shastra, and all the chapters are arranged according to the form of Pala-kirtana, ie, the established divisions of Lila-kirtana. In the selection of Padas the chronological order has also been maintained as far as practicable.

Inside the text there are sixteen chapters as follows :—

1. Bandana ; Adoration to Lord and Saints.
2. Prarthana ; Prayer to God.
3. Gouranga Padavali ; Padas written on Lord Gouranga
(Sri-Chaitanya).
4. Gostha-Lila ; Sports of Krishna with cow-boys and
return to his mother.

5. Boyoswandhi and Rugarati ; Beauty and emotional aspects of the adolescent period of Radha and Krishna.
6. Purvaraga ; The blossoming love before meeting proper.
7. Anuraga ; Matured aspects of love after Union.
8. Abhisara ; Secret journey towards the lover's destination.
9. Basaksajika
Utkanthita
Vipralabdha } ; States of Nayika remaining in wait for lover.
10. Khandita
Manini
Kalahantarita } ; Nayika offended and the state of repentant.
11. Danalila and Naukalila ; The sports of Krishna as a tax-collector and ferry-man in disguise with Radha.
12. Rasalila ; The famous dance of Krishna with gopies and Radha.
13. Sambhoga and Rosodgar ; Union of Radha with Krishna and reminiscences of such Union.
14. Prembaichitya ; Feelings of separation even in Union.
15. Prabasa ; Agonies of real separation.
16. Bhabollas and Nibedana ; Ecstasy of imaginary re-union and self-offering.

The editor of this humble work will deem it a success, if this collection prove fruitful to the readers in creating any interest in the rich tradition of Vaisnava lyrics of mediaeval Bengal.

সূচীপত্র

ভূমিকা	xv
বঙ্গনা	1
প্রার্থনা	10
গৌরীজ-পদাবলী	17
গোষ্ঠলীলা	36
বয়ঃসন্ধি ও রূপায়তি	45
পূর্বরাগ	57
অনুরাগ	88
অভিগার	122
বাসকসজ্জিকা-উৎকৃষ্টিতা-বিপ্রলক্ষা	134
ঋণিতা-মান-কনহাস্তরিতা	143
দানলীলা ও নৌকালীলা	162
রাসলীলা	173
সন্তোষ ও রসোদ্গার	184
ধেমবৈচিত্র্য	194
প্রবাস	201
ভাবোন্মাদ ও নিবেদন	220
পরিশিষ্ট	230

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন

শ্রীকৃষ্ণের অপর দুই শক্তি বহিরঙ্গ। মায়ীশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি মূলতঃ স্বরূপশক্তি থেকে ভিন্ন। মায়ীশক্তির কাজ হল বাহ্যিক বা মায়িক জগতের মায়ার দ্বারা জীবকে মুক্ত করে কৃষ্ণবিশুদ্ধ করে রাখা। আর স্বরূপশক্তি ও মায়ীশক্তির তটে বা মধ্যসীমায় অবস্থিত তটস্থাশক্তি হল জীব। ‘অনাদি-বহিমুখ’ জীব মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হলেও চিদংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অনুপরিবাণ সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ, যার কলে মায়ামুক্ত হয়ে কৃষ্ণমুখী হতে সে সমর্থ। স্তম্ভরাং জীবের একমাত্র প্রাণিত প্রমাণ মায়ীশক্তির অধিকারমুক্ত হয়ে কৃষ্ণের স্বরূপলীলার সঙ্গী-হওয়ার অনুকূল সিদ্ধি সেহ লাভ করা। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ও জীবশক্তি বেহেতু ভিন্ন তাই তত্ত্ব জীবের পক্ষে রাখা, বশোদা, কৃষ্ণাখ্যা ও ব্রহ্মগোপীদেব মতো অন্তরঙ্গ পরিকর হয়ে কৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ অংশভাক্ হওয়া সম্ভব নয়, তবে সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে এই লীলা দর্শনের, আশ্বাদনের ও কৃষ্ণ সেবাদেশনান্তের অধিকার আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মপরিকরদের রাগান্বিত সাধনায় জীবের অধিকার নেই; তাদের আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তি সাধনাই জীবের ইষ্টসিদ্ধিলাভের উপায়। শ্রবণ কীর্তনাদি নবধা ভক্তিলক্ষণকে আশ্রয় করে অন্তরে চিদংশস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের উদ্বোধনই তত্ত্ব জীবের সাধন ও সিদ্ধি।

দেবতাকে প্রিয় থেকে প্রিয়তর করে ভজনা করার ক্রমানুসারে কৃষ্ণ ভক্তিকে পঞ্চরসে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে শান্তভক্তি। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ইষ্টনিষ্ঠাই এক্ষেত্রে ভক্তের একমাত্র অবলম্বন। দেবতার ঐশ্বর্য ভাবের প্রাধান্য হেতু এবং ভক্তের ভক্তির মধ্যে ভয় ও মুক্তিকামনা মিশ্রিত থাকায় শান্তভক্তির স্থান কৃষ্ণভক্তির পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। পরবর্তী দাস্যভক্তিস্তরে শান্তভক্তির ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তের অতিরিক্ত গুণ—সেবার মনোভাব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে সেব্য-সেবকের প্রিয়তা সম্পর্ক। এর পরের স্তরে সখ্যরস। শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবাগুণের সঙ্গে যুক্ত হল সখ্যতা। কৃষ্ণকে সখ্যরূপে অন্তরে স্থান দিয়ে ব্রহ্মবালকদের যে গোষ্ঠলীলা সেক্ষেত্রে এই সমপ্রাপ্ততা এই স্তরের অতিরিক্ত গুণ। সখ্যতাবিত বৈষ্ণবভক্তও এই গোষ্ঠলীলার সেবক-সঙ্গী। পরবর্তী সাধনার স্তরে আছে বাৎসল্য রস। কৃষ্ণকে পুত্ররূপে করুণা করে ভক্তের মনঃ এর অতিরিক্ত গুণ। এর সঙ্গে থাকে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যের সখ্যতা। নন্দ-বশোদার আনুগত্যে নরতা-বেদন্য হৃদয়ে গোপাল সেবাই বাৎসল্য ভাবুক বৈষ্ণবভক্তের সাধনা। সর্বশেষ স্তরে মধুর রস। শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম জানে আশ্বাসপিতৃপ্রাণী শ্রীরাধা

ও ব্রজগোপীদের যে রাগাঙ্কুরা ভক্তি সেখানে শাস্ত্রের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সমতা, বাৎসল্যের মমতা প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমগ্র। রত্নির নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের মাধুর্য গুণ। এই গুণা ভক্তি রাগাঙ্কুরা রত্নির আনুগত্যময়ী সাধনা হল বৈষ্ণবভক্ত সাধারণের। রাগানুগা ভক্তির ক্ষেত্রে মঞ্জরী-ভাবনা হল ভক্তজীবের সাধনা। সেবিকার নায় সখীদের অনুগতভাবে মঞ্জরীরূপে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবাই হল বৈষ্ণবভক্তের চূড়ান্ত সিদ্ধি। মুক্তি নয়, কৃষ্ণ সেবানন্দ লাভই ভক্ত বৈষ্ণবের পরম পুরুষার্থ। ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

সালোক্যস্যাষ্টি সাক্ষ্যস্যামৌপ্যাক্ষমপ্যুত ।

দীপমানং ন গৃহস্তু বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

বৈষ্ণব ভক্তের মানবিক প্রেমসম্পর্ক সাধনার স্তরগুলিতে দেবতা কৃষ্ণ যেমন মানব সম্পর্কে প্রিয় থেকে প্রিয়তম হয়ে দেখা দিয়েছেন, তেমনি বাঙ্গালীর হৃদয় মগ্ন করে আবির্ভূত একান্ত প্রিয় মূর্তি নিমাই বা শ্রীচৈতন্য ভক্ত দৃষ্টিতে ‘অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর’ রূপে দেবতায় রূপান্তরিত। হেমকান্তি সমুদ্ভুল দেহ, অশ্রুসিক্ত নয়ন, পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রথমে কৃষ্ণ ভাবাবেশ ও পরে রাধাভাব প্রত্যক্ষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তগণ তাঁকে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণরূপ বলে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করেছেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপে রাধাকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের কারণরূপে একটি বিশেষ তত্ত্বের উপলব্ধি করে শ্রীমদ্ভাগবতের গর্গোক্ত শ্লোকের সাহায্যে চৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈষ্ণব ভক্ত কবিগণও শ্রীচৈতন্যের নবদীপলীলা ও নীলাচলনীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করে অজস্র পদ রচনা করেছেন যেগুলিকে সুনির্বাচিতভাবে পরবর্তীকালে কীর্তনের গীতসভায় গৌরচন্দ্রিকারূপে পালা-গানের প্রারম্ভে গান করার রীতি খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসব (১৫৮১-৮২) থেকে প্রচলিত হয়। কেবল শ্রীচৈতন্যই যে ভক্তদৃষ্টিতে দেবতায় পরিণত হয়েছেন তাই নয়, চৈতন্য পরিকর প্রধানগণও বিশেষ বিশেষ দেবতার অবতারে রূপান্তরিত হয়ে ‘পঞ্চতত্ত্বের’ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

॥ ২ ॥

লৌকিক নায়ক নায়িকার মধ্যে যে রতিভাব তারই রসরূপের নাম হল শৃঙ্গার। লৌকিকে যাকে শৃঙ্গাররস বলা হয়, বৈষ্ণব ভক্তিভেদে তারই দিব্যরূপ হ’ল উচ্ছলমধুরস। এই মধুর বা উচ্ছল রসই বৈষ্ণব রস-

শায়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিরস। দিব্য কৃষ্ণরক্তিকে বৈকুণ্ঠ রসশায়ে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।—যথা, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কৃষ্ণ-প্রেমের মূল যেখানে নারিকার আশ্বসুখ-সন্তোষেচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থময়, সেক্ষেত্রে তা সাধারণী রতি। যথা কুব্জার কৃষ্ণপ্রেম। কুব্জা কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন আসক্তলিপ্সার বশবর্তী হয়ে। স্বকীয়া-প্রেমে যেখানে কৃষ্ণ ও মহিষীদের পারস্পরিক স্নেহ-সন্তোষের আকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক সেক্ষেত্রে তা হল সমঞ্জসা রতি। যথা ক্লান্তিণী প্রমুখের কৃষ্ণপ্রেম। পরকীয়া প্রেমে ব্রজগোপীদের নিঃশেষে আশ্বসুখসম্পর্কহীন কৃষ্ণোদ্ভিগ্ন-প্রীতি-ইচ্ছা-সর্বস্ব প্রেমই সমর্থা রতি। ক্রমোৎকর্ষ অনুযায়ী সমর্থা রতির ক্রমবিকাশের পথায় আছে। এগুলি হল যথাক্রমে :—

প্রেম—বিনষ্ট হবার বাহ্য ও অন্তরঙ্গ বহু কারণ থাকে। সত্বেও নায়ক নারিকার যে ভাববন্ধন কখনও বিনষ্ট হয় না।

স্নেহ—ক্রমবধিত যে প্রেম চিত্তপ্রকাশক হয়ে হৃদয়কে দ্রবীভূত করে।

মান—স্নেহের গাঢ়তম অবস্থায় নূতন বৈচিত্র্যের জন্য নায়ক নারিকার মধ্যে যে ক্ষণিক প্রতিকূলতা।

প্রণয়—প্রেমগর্ভময় ঘনীভূত মানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিতান্ত বিশৃঙ্খলতা-যুক্ত যে অবস্থা।

রাগ—প্রণয়ের উৎকর্ষ ঘটলে কুলত্যাগ, পথক্লেশ, লোকগণ্ডনা প্রভৃতি প্রবল দুঃখও যখন চিন্তে স্নেহ বলে প্রতিভাত হয় সেই অবস্থা।

অনুরাগ—যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সদানুভূত প্রিয়তমকে নব নব ভাবে অনুভব করায়।

ভাব—অনুরাগ আশ্বগত অবস্থা লাভ করে সাত্ত্বিকভাবে দ্বারা প্রকৃষ্ট হয়ে বাইরে যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লাভ করে।

মহাভাব—কল্পনার যতদূর যাওয়া যায় ভাবের তেমন পরাকাষ্ঠা। যে ভাব চিত্তকে ভাবৈকরসময় করে তুলে হলাদিনীর সার নির্যাসে স্পষ্টায়িত হয়।

মহাভাব অবস্থাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তবু মহাভাবেরও দুটি স্তর বর্তমান। স্নেহ এবং অধিস্নেহ। মহাভাবের প্রথম অবস্থায় স্নেহ, পরিণত অবস্থায় অধিস্নেহ। অধিস্নেহ মহাভাবেরও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় ; অধিস্নেহ মহাভাব মিলনাবস্থায় 'বোধন', বিরহাবস্থায় 'বোহন', আর মিলন-বিরহময়

অনৌকিক দিব্যাবস্থার 'মাদন' আখ্যা পায়। মাদনাখ্য মহাভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধায় এবং রাধাভাবদ্যুতিস্বলিত কঙ্কররূপ শ্রীচৈতন্যে। এই অবস্থা নিত্য কঙ্করপ্রেমোন্মাদের।

পদাবলীতে কঙ্করতির আশ্বাদময় রসরূপে শব্দারের নামই উজ্জ্বল বা মধুর—এ পূর্বেই বলা হয়েছে। শব্দার রসের প্রধান দুটি ভাগ : বিপ্রলভ বা বিরহ ; সন্তোগ বা মিলন। বিপ্রলভের আবার চার অবস্থা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস। সন্তোগ শব্দারও চতুর্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমন্ধিমান্ সন্তোগ। বিপ্রলভ শব্দার সন্তোগ শব্দারের পুষ্টিসাধন করে। এই কারণে বিপ্রলভ শব্দারের এক একটি রসাবস্থা অনুযায়ী সন্তোগ শব্দারের এক একটি অবস্থা যথাক্রমে সজ্জিত। যথা—

(ক) পূর্বরাগ+সংক্ষিপ্ত সন্তোগ।

(খ) মান+সংকীর্ণ সন্তোগ।

(গ) প্রেমবৈচিত্র্য+সম্পন্ন সন্তোগ।

(ঘ) প্রবাস+সমন্ধিমান্ সন্তোগ।

বিরহ-মিলনপূর্ণ এই প্রেমগর্ভারের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নারিকার আটপ্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অবস্থার ক্ষেত্রে আবার অষ্টবিভাগ আছে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে নারিকার চৌষটি কলার দৃষ্টান্ত—

(১) অভিসারিকা—জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা, কৃষ্ণাটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, গঙ্গরা।

(২) বাসকসজ্জিকা—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোজ্জিকা, স্তুপ্তিকা, প্রগল্ভা, সুরসা, উদ্দেশা।

(৩) উৎকণ্ঠিতা—দূর্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্ছ্বিতা, অচেতনা, স্তম্ভোৎকণ্ঠিতা, মুখরা, নির্বন্ধা।

(৪) বিপ্রলভা—বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রথরা, দুত্যাদরা, ভীতা।

(৫) ষণ্ডিতা—নিপুকা, ক্রুদ্ধা, ভয়ানকা, প্রগল্ভা, মধ্যা, মঙ্গা, কল্পিতা, সন্তপ্তা।

(৬) কলহাস্তরিতা—আগ্রহা, স্কুকা, ধীরা, অধীরা, কুণ্ঠিতা, সন্না, মদুলা, বিধুরা।

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা—ভাবী, ভবন্, ভূত, দশদশা, দূতসংবাদ, বিলাপা, সখ্যাজিকা, ভাবোন্মাদা।

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা—কোপনা, মানিনী, বন্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাস, অনুকূলা, অভিষেকা ।

বৈষ্ণব কবিবৃন্দ পদরচনাকালে সর্বদা যে এই সমস্ত সুন্দর বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন তা নয়, আবার এতদতিরিক্ত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি আধ্যাত্মবিষয় এবং আত্মপানুরাগ, রসোদ্গার প্রভৃতি মলঙ্কার শাস্ত্রে সূনির্দিষ্ট নয় এমন ভাব নিয়েও উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন । তবে একথা ঠিক যে রূপ গোস্বামী যে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রবর্তন করলেন তার দ্বারা পরবর্তীকালের প্রধান-অপ্রধান বৈষ্ণব কবিগণ নিঃসন্দেহে প্রাণিত হয়েছিলেন ।

॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যভাগে রেখে বৈষ্ণব পদকর্তাদের কালানুযায়ী মূলতঃ প্রধান তিনশ্রেণী—

(ক) চৈতন্যপূর্বযুগের পদকারদের মধ্যে আছেন দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পদকার চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ।

(খ) চৈতন্য সমসাময়িক পদকারদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবি নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীদাস, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ আচার্য, মুকুল দত্ত, বাসুদেব দত্ত, ষড়নাথ কবিচন্দ্র, ও রামানন্দ বসু প্রমুখ কবিগণ, যাঁরা ছিলেন মূলতঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্বের পূর্বকালের গৌরাঙ্গ ভক্ত ।

এ ছাড়া রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ গোস্বামী, ষড়নাথ দাস গোস্বামী, নয়নানন্দ, কানুরাম দাস প্রমুখ সন্ন্যাস পরবর্তীকালীন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত কবি গোষ্ঠীর নামও উল্লেখ করা চলে ।

(গ) চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন গুরুর শিষ্য সম্প্রদায় । এঁদের মধ্যে কালানুযায়ী প্রথম স্তরে আছেন চৈতন্য পরিকর-দের শিষ্য বৈষ্ণব কবিগণ যাঁরা মূলতঃ ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন । নিত্যানন্দ-ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, পরবেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুল্লার দাস ও জগন্নাথ দাস ।

অষ্টম শিষ্যদের মধ্যে প্রধান দুজন কবি অনন্ত আচার্য ও অনন্ত দাস ।

গদাধর-শিষ্য শিবানন্দ আচার্য, যদুনন্দন চক্রবর্তী এবং নরনাথ দাস ।
শ্রীধরের নরহরি সরকার ও যদুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে বৈষ্ণব কবি রূপে
বিখ্যাত হলেন লোচন দাস, কবিরঞ্জন ও কবিশেখর ।

বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভাবিত বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপাল
ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস
কবিরাজ, বীর হাথীর এবং লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম দাস ও তাঁর
শিষ্য বসন্ত রায় ঘোড়শ শতকের শেষ ভাগের পদকর্তারূপে বিখ্যাত ।

সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীনিবাস
আচার্যের শিষ্যবৃন্দ কুমুদানন্দ, নরসিংহ দাস, শ্যামদাস কবিরাজ, রাধাবল্লভ
ও প্রসাদ দাস । এ ছাড়া আছেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা
দেবীর শিষ্য যদুনন্দন দাস ; গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ, ভাগিনের
বলরাম কবিরাজ এবং পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ । তা ছাড়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-
রসকল্পবতীর সংকলনকর্তা রামগোপালদাস বা গোপাল দাসের নাম এই
সূত্রে উল্লেখ করা যায় ।

অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদকর্তাই ছিলেন মূলতঃ পদ
সংকলক । এঁদের মধ্যে হরিবল্লভ ভগিতায় বিশুনাথ চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম ভগিতায়
নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস ভগিতায় গোকুলানন্দ সেন,
গৌরসুন্দর দাস, দীনবন্ধু দাস, নিবানন্দ দাস, নটবর দাস, শশিশেখর ও চন্দ্র-
শেখর উল্লেখযোগ্য । সংকলনকর্তা নন এমন বৈষ্ণব পদকারীদের মধ্যে
অগদানন্দ, যাদবেন্দ্র, বিপ্রদাস, প্রেমদাস, সৈরদ মর্ত্তুজা, নসীর মামুদ প্রমুখ
কবিগণ বিখ্যাত ।

॥ ৪ ॥

রাধাকৃষ্ণের আদর্শায়িত মিলন-বিরহ লীলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান
কাব্যবিষয় । তৎসংগতভাবে বা আধ্যাত্মিক প্রেম তাকেই নিম্নলিখিত পর্যায়-
গুলির মধ্যে লৌকিক প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তরকে আশ্রয় করে মানবিক
রূপাবরণে প্রকাশ করা হয়েছে ।

বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে রাধার দেহ মনের মুকুলিত অবস্থার বর্ণনা ।

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের দর্শন-প্রবণাদিত্যাত পারম্পরিক পরিচয়
এবং উভয়ের চিত্তে প্রথম প্রেমের উন্মীলন । পূর্বরাগের সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত
সঙ্কোচে—সলজ্জ সংকুচিত্ত প্রথম মিলনের সংক্ষিপ্ত অবসরে । এর পর
অনুরাগের পর্ব । নামরাজ্য মিলনের পর এই সমানুভূত প্রেমাবস্থা

প্রিয়তমকে প্রতি মুহূর্তে নব নব ভাবে অনুভব করার । বিশেষভাবে রূপলীলায় যে প্রেমাত্মি তা রূপানুরাগ । প্রেমাসক্তির জন্য সামাজিক বাধা জনিত আক্ষেপ সত্ত্বেও যে অনুরাগের প্রকাশ তা হল আক্ষেপানুরাগ । অত্যধিক আসক্তি বশতঃ প্রিয়মিলনের জন্য গোপনে অভিযানের বে আকাঙ্ক্ষা তা হল অভিযানানুরাগ ।

এরপর অভিগার । প্রিয়তমের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতস্থানে নায়িকার গোপন পথচারণা । অতঃপর বাসকসজ্জিকা ও উৎকণ্ঠিতা পর্যায়ে কুণ্ডলসজ্জা ও দেহসজ্জা শেষে প্রিয়তমের জন্য উৎকণ্ঠিতা হৃদয়ে নায়িকার নিশি-
যাপন । পরবর্তী বিপ্রলঙ্কা পর্যায়ে শূন্যকুণ্ডে বক্সিতাবিলাপ । খণ্ডিতা পর্যায়ে পরদিন প্রভাতে অন্য নায়িকার মিলন-চিহ্নিত নায়ককে দেখে বক্সিতা নায়িকার ক্রোধ ও ক্ষোভ । পরবর্তী মান পর্যায়ে নায়কের প্রসাদন চেষ্টা সত্ত্বেও নায়িকার অভিমান । কলহান্তরিতায় পদানত নায়ককে বিভাড়িত করার জন্য নায়িকার অনুশোচনা এবং সখীসহায়তায় নায়কের সঙ্গে পুনর্মিলন । অতঃপর সঙ্গীর্ণ সন্তোগ পর্যায়ে দানচ্ছলে মিলন ও নৌকাবিলাস । দান আদায় ও খেয়াপারের অছিলায় স্থলপথে ও জলপথে নায়ক কর্তৃক নায়িকা সন্তোগ । এরপর মহারাস । শারদ পূর্ণিমা রাত্রে যমুনা-পুলিনে বংশীমুখা গোপীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যলীলা । রাস-পর্বে কৃষ্ণের অন্তর্দ্বান, ও পুনরাবির্ভাবের পর নৃত্যশেষে রাধাকৃষ্ণের একত্র যাপন ।

এর পরের পর্যায় প্রেমবৈচিত্র্য । নিবিড় আলিঙ্গনের মুহূর্তেও কম্পিত বিচ্ছেদাশঙ্কায় নায়ক-নায়িকার চিত্তে এক কাল্পনিক বিরহানুভূতি ! এ যেন স্পর্শকাতর চিত্তে পরবর্তী মধুর বিরহের পূর্বাভাস । প্রেমবৈচিত্র্যের পর সম্পন্ন-সন্তোগ এবং সন্তোগসমুত্তি রোমন্থন-বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় যার নাম 'রসোদগার' ।

অতঃপর রাধাকৃষ্ণের রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে নেমে আসে স্মৃতির-বিচ্ছেদের যবনিকা । শ্রীকৃষ্ণের মধুরা যাত্রা উপলক্ষে রাধার ভাবী, ভবন ও ভূত বিরহ ।

ভূত বিরহের তীব্র আতি ও উন্মাদনা থেকে শ্রীরাধা উপনীত হন দিব্যোন্মাদের মরমীয় চেতনার দিব্যালোকে,—যেখানে মাদনাখ্য মহাভাবাবস্থায়

● জল্পন সেনের সভাকবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে শ্রীম্ ভাগবত বর্ণিত শারদ-রাসের পরিবর্তে বসন্ত-রাসের কল্পনা করেছেন ।

বিরহ ও মিলনের বোধ একাকার। এই বিশেষ দিব্যানুভূতির অবস্থার রাধার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার ভাব-সম্মিলনের আনন্দ-উন্মাদ। এই নিত্যমিলনের আনন্দলগ্নে কৃষ্ণের পদতলে রাধার যে প্রণত আত্মদান তারই নাম আত্মনিবেদন।

মিলনবিরহ লীলাশ্রিত প্রেমের পরিণত স্তরে যে মরসী ভাবনার অনুভব, বৈষ্ণব পদাবলী সেখানে সমাপ্ত। সেখানে 'এক'-এর মধ্যে বিচিত্রের অবসান। রাধাকৃষ্ণের লীলাপারম্পর্য অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীকে এভাবে সাজালে মানবিক প্রেমের ক্রমবিকাশের শেষে এমন এক স্থানে উপনীত হওয়া যায় যেখানে ভক্ত ভগবানের যাবতীয় ভেদের মধ্যেও এক অচিন্তনীয় অভেদের অনুভব হয়। বৈষ্ণব পদাবলী গোড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদের কাব্যময় রসরূপ।

॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব পদাবলী প্রকৃতিমুখ্য কবিতা নয়, প্রেমমুখ্য কাব্য। কিন্তু রোমান্টিক প্রেম্যানুভূতির সঙ্গে নিসর্গের অতি নিবিড় সম্পর্ক। পদাবলীতে প্রকৃতিজগৎ প্রাধান্য না পেনেও প্রেমের পটভূমি ও পরিবেশ স্রষ্টতে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ঘড় ঋতুর মধ্যে পদাবলীতে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুরই প্রাধান্য। গ্রীষ্মাভিসার ও হিমাভিসার পর্যায়ে গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন ও শীত-রাত্রির বর্ণনা থাকলেও শীত বা গ্রীষ্ম ঋতু পদাবলীর রোমান্টিক পরিবেশের প্রতিকূল। বসন্ত, শরৎ এবং বর্ষাই সেক্ষেত্রে পদাবলীর মিলন-বিরহের অনুকূল ঋতু। এর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঋতু বর্ষা, অভিসার ও বিরহ পর্যায়ের মুখ্য উদ্দীপন বিভাব। অভিসারের প্রতিকূল এবং বিরহের অনুকূল ঋতুরূপে বর্ষা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিচিত্র নিসর্গ সৌন্দর্যে অপরূপ। বসন্ত ঋতু এসেছে রোদনভরা বিরহ এবং উন্মাদিত মিলনের দিনে মদনসংস্কারে স্তম্ভিত হয়ে। জয়দেবের বসন্তরাসের পদে বসন্তের রাজকীয় সজ্জা, এবং বিদ্যাপতির পদে তার রাজন্য-রূপ।

'শারদোৎকল্লমল্লিকা' নিয়ে শরৎ ঋতু দেখা দিয়েছে পদাবলীর রাস পর্যায়ে। শ্রীমদভাগবতকে অনুসরণ করেও এর মধ্যে রয়ে গেছে বাংলা-দেশের শেকালী-মালতী-কাশ কুসুমের বিশিষ্ট সৌন্দর্যের উদ্দীপন।

উদ্দীপন বিভাবরূপে পটভূমি স্রষ্ট ছাড়াও পদাবলীতে উপমা রূপকল্পের চানে ভেসে এসেছে নিসর্গের বিচিত্র ছবি। চণ্ডীদাসের পদে দেখা দিয়েছে গ্রাম-বাংলার বিশিষ্ট নিসর্গদৃশ্য এবং জ্ঞানদাসের পদে আছে প্রকৃতির দেশ-

কালাতীত রোমান্টিক রূপ । জয়দেব-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদে রূপ-রচনার মধ্যে এসে গেছে নিসর্গ প্রকৃতির আলঙ্কারিক চিত্র । কিন্তু সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড প্রাণময় সত্তারূপে নিসর্গের সঙ্গে কবিচিন্তের সংযোগ বা আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিতায় প্রাণা, তার প্রকাশ বৈষ্ণব-পদাবলীতে ঘটে নি, মধ্যযুগের কাব্যে তা সম্ভবও ছিল না ।

॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানত তিন প্রকার ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে ।

এক, সংস্কৃত ভাষারীতি ; দুই, লৌকিক বাংলা ভাষারীতি ; তিন, ব্রজবুলি রীতি । এ ছাড়া আছে সংস্কৃত বাংলা ব্রজবুলি ভাষা মিশিয়ে আরেক প্রকার মিশ্রভঙ্গী । পদাবলীতে অনুসৃত প্রধান তিন ধরনের ভাষা-রীতির মধ্যে প্রথমটির জনক জয়দেব, দ্বিতীয়টির স্রষ্টা চণ্ডীদাস এবং তৃতীয়টির উদ্ভবমূলে আছেন বিদ্যাপতি ।

সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন জয়দেবের আগে লক্ষ করা যায় শঙ্করাচার্যের স্তোত্রে এবং ক্ষেমেজের দশাবতারচরিতের গীতের মধ্যে । বৈষ্ণব পদাবলীতে জয়দেবই প্রথম । জয়দেব ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে যে চব্বিশটি গীত রচনা করেছেন তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও অভিনব । সম্ভবতঃ জয়দেব তাঁর গীত রচনায় প্রাকৃত-অপভ্রংশ রীতির সাহায্যও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর গীত রচনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়—

(১) বিভক্তিবাহুল্য বর্জিত তৎসম শব্দগুলি সন্ধি সমাসের বন্ধনে আলগাভাবে জোড়া ।

(২) মধ্য ও অন্ত্যানুপ্রাস স্পন্দিত সঙ্গীত মুর্ছনার শব্দগুলি ললিত-কোমল ।

(৩) অনেকক্ষেত্রে স্বর যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট পদগুলি কেবল স্বরধ্বনির হৃদয়দীর্ঘ উচ্চারণের দোলায় গীতধ্বনিময় ।

জয়দেবের এই অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে প্রধান দু-জন বৈষ্ণব কবি পদরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । দুজনেই চৈতন্যভক্ত কবি । একজন চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ নীলাচলবাসী রায় রামানন্দ এবং অপরজন চৈতন্য পদাশ্রিত বৃন্দাবনবাসী রূপ গোস্বামী । রায় রামানন্দের ‘অগ্ন্যধ্ব-বল্লভ-নাটক’-এর গীতগুলি জয়দেবীয় রীতিতে রচিত । সনাতন ভণিতার রচিত রূপ গোস্বামীর ‘গীতাবলী’ গ্রন্থের গীতগুলিও

জয়দেবীর সংস্কৃতে লেখা। এ ছাড়া রূপ গোস্বামীর সমকালীন বৈষ্ণব কবি মাধবাচার্যের অনেকগুলি পদও জয়দেবানুসারী সংস্কৃত রীতিতে রচিত। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে গোবিন্দদাস কবিরাজও জয়দেবের এই সংস্কৃত পদরীতি অনুসরণ করে ‘ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্’ প্রভৃতি পদ রচনা করেছেন। আরও পরে অষ্টাদশ শতকে জয়দেবের এই সংস্কৃত পদভঙ্গীকে অনুসরণ করে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন ‘পদামৃতসমুদ্র’ সংকলনকর্তা রাধামোহন ঠাকুর।

বৈষ্ণব পদাবলীতে খাঁটি বাংলাভাষা প্রয়োগের আদি নিদর্শন চণ্ডীদাসের পদে। পদাবলীর চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীতে খাঁটি বাংলাভাষার যে বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়েছেন তা কবির নিজস্বতা গুণে চণ্ডীদাসীয় রীতি বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। যদিও বর্তমানে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদে সে যুগের ভাষাকে অবিকল পাওয়া যায় না, এবং সব চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদই চণ্ডীদাসের পদ নয়, কিন্তু এ সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলিতে পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের বিশিষ্টতা বার সম্পর্কে বলা হয়েছে—‘সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।’ চণ্ডীদাসের কবিতাভাষার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের বাংলাভাষায় পদরচনার ক্ষেত্রে ‘সামান্য লক্ষণ’ হয়ে দেখা দিয়েছে—

- (১) পদাবলীর বাণীভঙ্গিতে বিরুদ্ধরীতি—কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
- (২) পরোক্ষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষের ব্যঞ্জনা—আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।
- (৩) সাধারণ উপমার মধ্যে অসাধারণ ভাবপ্রকাশ—কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়।
- (৪) লৌকিক প্রবাদ প্রবচনের অব্যর্থ প্রয়োগ নৈপুণ্য—শব্দবণিকের করাত যেমন আগিতে বাইতে কাটে।
- (৫) কিছু কিছু নিজস্ব শব্দগুচ্ছ—অবলা অখলা, রসের সাগর, পরাণ পুতলী ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের সহজ সরল প্রত্যক্ষ অথচ ব্যঙ্গনাথর্ষী বাংলা ভাবারীভিত্তিক ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করেছেন নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ বোধ, মাধব বোধ, বাসুদেব বোধ প্রমুখ চৈতন্য-সমকালীন বৈষ্ণব পদকারীগণ যারা ছিলেন মূলতঃ চৈতন্য-ভাবাবেগ-প্লাবিত বিস্কন্ধ বাংলা ভাষার কবি।

এ ছাড়া চণ্ডীদাসের ঐতিহ্য বরণ করেছেন লোচনদাস, বলরামদাস, নরেন্দ্র দাস, জ্ঞানদাস, জগন্নাথ দাস প্রমুখ চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিরা যাঁরা মূলতঃ হৃদয়বোধপ্রধান মনমগী কবি এবং সেই কারণে রচনারীতিতেও অনেকাংশে চণ্ডীদাস গোত্রের ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে সবচেয়ে শিল্পিত ভাষারীতি হল ব্রজবুলি । ব্রজবুলি ব্রজের বুলি বা বৃন্দাবনের ভাষা নয়, ব্রজলীলা কীর্তনের জন্য এক অভিনব ভাষা । ব্রজবুলি কোনো জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষা নয়, বিস্তৃত পদ বা গীত রচনার উপযোগী এক শ্রুতিস্মৃতিগত মিশ্রভাষা । বিদ্যাপতিকেই এই মিশ্র ভাষার স্রষ্টারূপে ধরা হয় । পূর্বভারতের সর্বজনবোধ্য সাহিত্যিক ভাষা অবহট্টের ঠাঁটে এবং বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্নতর শব্দের মিশ্রণে ও বর্ষণ মার্জনে সুন্দর প্রেম ভাবুকতা প্রকাশের সঙ্গীতোপযোগী ভাষারূপে ব্রজবুলির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে উড়িষ্যার রায় রামানন্দের ‘পহিলি রাগ’ পদে, এবং বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এর প্রথম আবির্ভাব হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) নামাঙ্কিত যশোরাজধানের পদে । পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখা দিল কবিরঞ্জন, কবিশেখর, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় ।

ব্রজবুলি ভাষার প্রধান গুণ হল এর স্বনিগৌরব । প্রাকৃত-অপভ্রংশের মতো লঘু গুরু উচ্চারণে উপচিত স্বর ব্যঞ্জন স্বনির সঙ্গীতসুধমায় সমন্বিত হয়ে অনুপ্রাণে ঝঙ্কত হয়েছে ব্রজবুলির স্মৃতি পদবিন্যাস । চৈতন্যসম-কালীন পদকর্তাদের তুলনায় চৈতন্যপরবর্তীকালের পদকর্তাগণই ব্রজবুলি পদ রচনায় বেশী উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । এঁদের মধ্যে ব্রজবুলি পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ শিল্পসিদ্ধি গোবিন্দদাসের । জয়দেবের সংস্কৃত পদের স্বনিগুণ ও বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের চিত্তগুণ সূক্ষ্মমন্বিত হয়ে গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি স্বতন্ত্র শিল্পসামর্থ্য লাভ করেছে । গোবিন্দদাসের পূর্বে ও পরে ব্রজবুলি পদ রচনায় যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবিরঞ্জন, রায়শেখর, কবিরামভ, রায় বসন্ত, প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য । আরও পরে গোবিন্দদাসের প্রভাবে যাঁরা ব্রজবুলি ভাষার পদ-রচনা করে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে সপ্তদশ শতকে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস এবং ভাগিনেয় বলে কথিত বলরাম কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য । অষ্টাদশ শতকেও গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি ভাষাকে যাঁরা বহন করেছেন তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তা জগদানন্দ, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর ও তাঁর ভ্রাতা শশিশেখরের নাম স্মরণীয় । উনবিংশ শতকের

শেষ পাদে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে এই ধারার শেষচিহ্ন।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রণে মিশ্র ভাষাভঙ্গীতে পদ রচনার নিদর্শন লক্ষ করা যায় সপ্তদশ শতকের কবি যদুনন্দন দাসের পদে, এবং অষ্টাদশ শতকে শনিশেখর, রাখামোহন এবং বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ দাসের রচনায়। 'ধৈর্য্যং রহ ধৈর্য্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে' পদটি এর দৃষ্টান্ত।

॥ ৭ ॥

বাংলা ছন্দের তিনটি ধারাই বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্তমান।

জয়দেবের পদে প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দোরীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ছন্দে কোমল অনুপ্রাসের রম্যতা সহজে সঞ্চারিত হয়। ব্রজবুলিতে নিমিত পদে এই মাত্রাছন্দ রীতিরই বহুবিচিত্র পর্বসমন্বিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। জয়দেবের পদে এবং বিদ্যাপতির পদে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে বিভিন্ন ভঙ্গীর প্রয়োগ আছে তদনুসারে পরবর্তীকালের ব্রজবুলি পদেও এরকম বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। এ ছাড়া ব্রজবুলি পদে দেখা যায় ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিজস্ব সংযোজন বা পরবর্তীকালে 'তিন মাত্রার চাল' নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। গোবিন্দদাসের রাসের সুবিখ্যাত পদ এই জাতীয় ছন্দেরই নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রজবুলি পদে মাত্রাগণনা পদ্ধতি সংস্কৃত পদ এবং আধুনিক বাংলা কবিতার মাত্রাগণনা-রীতির ন্যায় এতখানি সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ গানের সীতিতে ব্রজবুলি পদে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা-পরিমাণ অনেকক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট; একই স্বরধ্বনি কোথাও একমাত্রার, কোথাও দুমাত্রার। এমন কি যৌগিক স্বর ও যুক্ত-বাক্যের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট দু' মাত্রার মূল্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দোরীতিরও বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায় বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে। একাবলী, পয়ার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ত্রিপদীর বিভিন্ন নমুনা পাওয়া যায় চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাসানুসারী পদকারদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র কাব্যবিতানে। এই ছন্দের পৌষপ শক্তির বিশেষ পরিচয় আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্তর্গত পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী রূপের পদগুলিতে।

বাংলা ভাষার একেবারে নিজস্ব ছন্দ হল লৌকিক ছন্দ বা হুড়ার ছন্দ

বা মধ্যযুগে কখনও কখনও ‘লাচাড়ি’ নামে অভিহিত। এই জাতীয় কৃত-
লয়ের ছন্দেরও চমৎকার নিদর্শন লক্ষ করা যায় লোচনদাসের ধামালী
জাতীয় গৌরনাগর ভাবের পদগুলির মধ্যে। এ ছাড়া সংস্কৃত ও প্রাকৃতে
প্রচলিত পুরানো মাত্রাছন্দের মধ্যে তোটক ও পঞ্চাটিকা ছন্দেরও কিঞ্চিৎ
অনুসরণ লক্ষ করা যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বৈষ্ণব কবিতা সংস্কৃত কবিতার মতো আবৃত্তিযোগ্য শ্লোকনিবদ্ধ
রচনা নয়, গীতোপযোগী ভাষার গ্রন্থন। মহাজন গীতগুলির পদাবলী
আখ্যা নিঃসঙ্গেহে জয়দেবের ‘মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীম্’ উল্লেখ
থেকেই গৃহীত। যদিও জয়দেব ‘পদাবলী’ শব্দে সম্ভবতঃ পদসমুচ্চয়
অর্থাৎ বাক্যকেই নির্দেশ করেছেন। ‘পদ’ অর্থে পূর্ণগীত বা কবিতার
নূতন নাম পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সমাজের। বৈষ্ণব জীবনী ও শাস্ত্রগ্রন্থে
বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতির পূর্বে মহাজনেরা প্রায়শঃই লিখেছেন—‘তথাহি
পদম্’। জয়দেবের গীতগুলিকে যদি পদ নাম দেওয়া হয় তবে সেই
অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ধ্রুবপদবিশিষ্ট ও ভণিতাচিহ্নিত গানগুলিই পরবর্তীকালের
বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীন আদর্শ। বৈষ্ণব পদের আঙ্গিক রীতিতেও অন্ত্য-
বিল, ধ্রুবা এবং ভণিতা পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। পদা-
বলীর পংক্তিসংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ পদই
বারো থেকে অঠারো চরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে নূনতম অবস্থায়
অষ্ট পংক্তির পদ যেমন আছে তেমনি বত্রিশ পংক্তির পদও পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর শিরগত প্রধান পরিচয় হল, এগুলি মূলতঃ গান
এবং কীর্তন নামক এক বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গীত। পদগুলি পৃথকভাবে
যেমন আব্বাদন করা যায়, তেমনি পালাবদ্ধভাবেও এগুলি কীর্তনের আসরে
গীত হয়। খেতুরীর বৈষ্ণবমহোৎসবে পালাবদ্ধ রসকীর্তনের প্রথম
প্রচলন করেন ঠাকুর নরোত্তম দাস। অতঃপর কীর্তনাজের বিশিষ্টতা
অনুযায়ী অঞ্চল বিশেষে দেখা যায় মান্দারিপী, রেণেটি, মনোহরশাহী ও
গরাপহাটি কীর্তনগানের বিভিন্ন ধরাণা। কীর্তনগানের বিশিষ্টতা হল
‘আধরে’—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কথার তান বিস্তার। বৈষ্ণব পদাবলী
কীর্তনের সময় কীর্তনীয়া কেবল গায়ক নয়, পদের রসব্যাখ্যাকারও।
উৎকৃষ্ট রসভাষ্য সহযোগে বৈষ্ণব পদাবলীকে পালাবদ্ধভাবে সুসজ্জিত করে
কীর্তনের বিশিষ্ট আঙ্গিকে গান করাই পালাকীর্তনের সৌন্দর্য।

পালাকীর্তনরীতিতে প্রযুক্ত পদসজ্জাপদ্ধতিকে অনুসরণ করেই অষ্টাদশ
শতকে রসপর্দায়মুখ্য পদসংকলনের নীতিনিয়ম নির্ধারিত হয়। কিন্তু

সংকলনে ধৃত হওয়ার আগে রসকীর্তনের শ্রৌত রূপাধারেই বৈক্য পদগুলি সংরক্ষিত হত। এর কলে কীর্তনীয়াদের নানাধনের কণ্ঠে একই পদের ভাষাভঙ্গীতে বিভিন্ন রূপান্তর ঘটেছে। এগুলি পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন পদসংকলনে অল্পবিস্তর স্বভঙ্গ পাঠ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া ঘটেছে পদাবলীতে ভণিতা বিব্রাট। বৈক্য পদাবলীতে পদের শেষে কবির যে নাম ও পরিচয় স্বাক্ষরিত নিজস্ব মন্তব্য-চিহ্নিত অংশ থাকে তাকে বলে ভণিতা। কীর্তনীয়াগণ অনেকক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তনের সময় একজন কবির পদ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্য পদকর্তার নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কেবল কীর্তনীয়া নয়, পুঁথিলেখক ও পদসংকলকও অনুলেখন ও সংকলন কালে এই ভণিতা বিব্রাট ঘটিয়েছেন। কদাচিৎ অখ্যাত কবি নিজেও বিখ্যাত কবির নামে নিজের রচনাকে অমরত্ব দানের দুরাশায় স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছেন। এ ছাড়া মধ্যযুগে একই নামের বহু কবি থাকায় চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, যশদাস দাস প্রমুখ কবির পদ নিয়েও এই ধরনের ভণিতা বিব্রাট দেখা দিয়েছে। একই গোত্রের ভিন্ন কবির ক্ষেত্রেও এই বিব্রাট ঘটায় চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাসের নামে অথবা জ্ঞানদাসের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে গেছে। বিদ্যাপতির ভণিতায় চলছে পরবর্তীকালের বাঙালী অ-বিদ্যাপতিদের পদ, বিদ্যাপতির পদও আবার পরিবর্তিত আকারে চলে যাচ্ছে ছোট বিদ্যাপতি, রামশেখর কবিরাজের ভণিতায়। ষোড়শ শতকের বাংলাপদের রচয়িতা বলরাম দাস এবং সপ্তদশ শতকের গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনের ব্রজবুলি পদের রচয়িতা বলরাম দাস একই ভণিতায় পদ রচনার কলে পদকর্তৃক নির্ণয়ে অনেকক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

এই সমস্ত পদপার্থস্যের ও ভণিতা বিব্রাটের ফলে সঠিকভাবে পদের রূপ ও পদকারের পরিচয় এতকাল পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য প্রায় বলা চলে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য পদসংকলনগুলি অবলম্বন করে এবং পদের আভ্যন্তরীণ ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে সঠিক পদ পাঠ ও ভণিতা নির্ণয় করা উচিত। প্রধানতঃ প্রামাণিক পদ সংকলনগুলির সাহায্যে বর্তমান সংকলনের পাঠ ও ভণিতা নির্ণয় করা হল।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি যে সমস্ত প্রাচীন পদসংকলনগুলির সাহায্যে রচিত তার মধ্যে প্রাচীনতম সংকলন হল 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'। সংকলনকর্তা রামগোপাল দাস। ১৫৯৫ শকাল বা ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি সংকলিত হয়। রূপগোস্বামীর উজ্জলনীলমণির রসব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বাদশ

কোরকে বা ষারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। ঠিক সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রথিত না হলেও এই গ্রন্থটিকে প্রাথমিক অবলম্বন রূপে এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। গোপালদাসের তনিতাবৃত্ত পদগুলি প্রধানতঃ এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

সংকলনের উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচিত অষ্টাদশ শতকের প্রথম বৈষ্ণব পদ সংকলন ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’ ত্রিংশ ক্ষণদায় বিভক্ত পঁয়তাল্লিশ জন পদকর্তার তিন শতাধিক পদের সমষ্টি। সংকলনকর্তা বিশুনাথ চক্রবর্তী এখানে হরি-বল্লভ ভণিতায় স্বরচিত পদও সংযোজন করেছেন। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণির প্রকরণভেদে অনুযায়ী সংকলনটি বিন্যস্ত। এই সংকলনটিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ না থাকলেও অষ্টাদশ শতকের প্রথম প্রামাণিক সংকলন বলে গ্রন্থটির সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী সংকলন নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ের অষ্টভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের অংশবিশেষ নিয়ে ‘পূর্বরাগ’ শীর্ষক ১১৭০টি পদ বর্তমানে পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামীর আলাংকারিক রীতি অনুযায়ী সংকলিত গৌরচন্দ্রিকাসহ রাগচিহ্নিত এই পদসংকলনের কিছু পদও বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়েছে। বিশেষতঃ নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি এখান থেকে সংগৃহীত।

অষ্টাদশ শতকে অপর দুটি বহুমান্য সংকলনের একটি রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং অপরটি বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতরু। পদামৃতসমুদ্রে আছে ৭৪৬টি পদ। তার মধ্যে ২২৮টি সংকলকের স্বরচিত। পদগুলি রাগতালচিহ্নিত। পদের টীকা সংস্কৃতে রচিত। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির আলাংকারিক পর্যায় প্রকরণ অনুযায়ী এটি সংকলিত। পদকল্পতরু সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম পদসংকলন। ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারের বেশী পদ এখানে বর্তমান। গ্রন্থটি চারটি শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি শাখায় আছে অনেকগুলি পল্লব বা পরিচ্ছেদ। এই সংকলনটিতে রূপগোস্বামীর আলাংকারিক রসক্রম অনুসরণ করা হলেও নতুন আছে। পদকল্পতরুই বর্তমান পদসংকলনের মূল উৎস ও প্রধান আদর্শ। পদকল্পতরু থেকেই বর্তমান সংকলনে অধিকাংশ পদ সংকলিত হয়েছে। অবশ্য পাঠান্তর বিচার ও ভণিতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পদামৃতসমুদ্রের নির্দেশকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পদকল্পতরুতে নেই এরকম পদ নেওয়া হয়েছে কদাচিৎ পদামৃতসমুদ্র থেকে।

এ ছাড়া বর্তমান সংকলনের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য যে সমস্ত

সংকলনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল গৌরপদ্মের দাসের সংকীর্তনানন্দ বা কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সঙ্কীর্তনামৃত ইত্যাদি। সঙ্কীর্তনানন্দে আছে ৬০ জন পদকর্তার ৬৫১টি পদ। দুই খণ্ডে কুড়িটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত সংকীর্তনামৃতে আছে চল্লিশ জন পদকর্তার ৪৯১টি পদ। বর্তমান সংকলনে দীনবন্ধু দাসের পদগুলি প্রধানতঃ সংকীর্তনামৃত থেকে গৃহীত। টাকায় সংস্কৃত শ্লোকের কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ভিও এখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তিনটি রসপর্যায়মুখ্য আনুকারিক পদ-সংকলন হল যথাক্রমে কমলাকান্ত দাসের পদরসাকর, নিমানন্দ দাসের পদ-রসসার এবং গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা। প্রথমটি সংকলিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এবং শেষেরটি সংকলিত হয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। এদের মধ্যে ১৩৫৮টি পদ বিশিষ্ট পদরসাকর এবং ১৭০০টি পদ বিশিষ্ট পদরসসার থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিমুখ্য পদসংকলনগুলির মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পৃথক পৃথক যে পদসংকলন হয়েছিল বর্তমান সংকলনের ক্ষেত্রে তাদেরও ব্যবহার হয়েছে। এ ছাড়া উনবিংশ শতকের শেষদিকে সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী, রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদরসাবলীর কাছেও বর্তমান সংকলনের ঋণ অবশ্য স্বীকার্য।

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে ১৩১০ বঙ্গাব্দ বা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক গৌরপদতরঙ্গিণী নামে যে সুবৃহৎ গৌরপদসংকলন প্রকাশিত হয় (যার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় মৃণালকান্তি বোমের সম্পাদনায়) বর্তমান সংকলনে সেখান থেকে গৌরপদ নির্বাচন ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই শতকের সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব পদ সংকলন সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরস সঙ্কলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে, ক্ষুদ্রতম সংকলন সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ও অধ্যাপক সুকুমার সেন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও জিজ্ঞাসা প্রকাশিত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' থেকে। তাছাড়া আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীকুমার বল্লভোপাধ্যায় ও

হরেরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলী, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাসের পদাবলী, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁর যুগ, অমরচৈতন্য ব্রহ্মচারী সম্পাদিত বলরাম দাসের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রায়-শেখরের পদাবলী, মালবিকা চাকী সম্পাদিত বাসু ঘোষের পদাবলী ইত্যাদি বহুবিধ পদ সংকলন গ্রন্থ বর্তমান সংকলনের পদ নির্বাচন ও টীকা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য করেছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদের সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় সাধনই বর্তমান সংকলনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হলেই বর্তমান সংকলনের সার্থকতা।

বন্দনা

১

প্রলয়পরোধিজলে ধৃতবানসি বেদং ।
বিহিতবহিঃচরিত্রমখ্যেদম্ ॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় অগদীশ হরে ॥
ক্ৰিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ।
ধরগিধরগকিণচক্রগরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় অগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না ।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় অগদীশ হরে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্বুতশৃঙ্গং ।
দলিতহিরণ্যকশিপুতমুভূজম্ ॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় অগদীশ হরে ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্বুতবামন ।
পদনখনীরজনিভজনপাবন ॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় অগদীশ হরে ॥
কৃত্রিয়কথিরময়ে অগদগগতপাপং ।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় অগদীশ হরে ॥
বিতরসি দিগ্ধু রণে দিক্গতিকম্বীজং ।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃতরামশরীর জয় অগদীশ হরে ॥

বহসি বগুবি বিশদে বসনং জলদাতং ।
 হলহতিভীতিমিলিতবমুনাতম্ ॥
 কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥
 নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহু ঐতিজাতং ।
 সদয়হৃদয়দর্শিতপণ্ডিতাতম্ ॥
 কেশব ধৃতবৃক্ষরীর জয় জগদীশ হরে ॥
 স্নেহনিবহমিথনে কলয়সি করবালাং ।
 ধূমকেতুমিব কিমপি কল্লালম্ ॥
 কেশব ধৃতকঙ্কিরীর জয় জগদীশ হরে ॥
 ত্রিজয়দেবকবেদিনমুদিতমুদারং ।
 শৃণু সুখদং শুভদং ভবকারম্ ॥
 কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

—গীতগোবিন্দ

টীকা—গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম গীত । জয়দেবের এই দশাবতার
 বন্দনাগীতটি চৈতন্যপূর্ববর্ণনের ঐশ্বর্যরূপস্বক হরিশন্দনা রূপে বিশেষ
 প্রসিদ্ধ । বন্দনাটিতে শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কির, অরুণাক্ষের কথা, কলা হলেও কেশবকে
 কিন্তু অবতারা বলা হয়েছে । এদিক থেকে অরুণের ভাগবতানুগারী হলেও
 অবতারের রূপকল্পনার ভিত্তি কেবলমাত্র প্রভুতির অনুগামী ।

২

অগবনঃ সখিকঃ কুহলঃ কনকায়ঃ ১
 গিহঃ খটিকঃ কুমিতঃ কলঃ প্রসাদঃ ২
 জয়ঃ কলঃ কনকায়ঃ কুমিতঃ ৩

রাধা-প্রতিহরঃ কুমিতঃ কলঃ ৪
 নন্দনঃ কলঃ কনকায়ঃ কুমিতঃ ৫

রঙ্গ-রাজিৎ-রাধা-পরিবার ।

কলিত-সনাতন-চিহ্ন-বিহার ॥

—গীতাবলী

অনুবাদ—কুসুমকপূররঞ্জিত দেহ, মমুরপুচ্ছশোভিত কুঞ্চিত কুন্ডল, রাধা-বকের ইন্দ্রনীলবর্ণিহারস্বরূপ হে গোপরাজকন্যার কৃষ্ণ, তোমার অন্ন হোক । রাধার ধৈর্যহরণকারী তোমার বংশীধ্বনি । রাধার মদনবিকাশের উৎস তোমার কটাকভঙ্গী । তোমার প্রেমরসে রঞ্জিত রাধাপরিকর গোদীঘূষ । তুমি সনাতন চিহ্নবিহারকারী, তোমার অন্ন হোক ।

মন্তব্য—সনাতন নামচিহ্নিত পদটি রূপ গোপবীর রাধাদায়ক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরূপ বন্দনামূলক পদ ।

৩

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ

রাধা-নারক নাগর শ্যাম ।

সো' শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর

সুর-মুনিগণ'-মনমোহন-ধাম ॥

অন্ন নিজ কান্তা কান্তি-কলবর

অন্ন অন্ন প্রেমসী-ভাষা বিনোদ ।

অন্ন অন্ন সচরী-লোভসম্ভল

অন্ন-নদীয়া-বধু-নয়ন-আমোদ ।

অন্ন অন্ন ত্রিধাম সুখাধি-সুখলাভূন

প্রেম-প্রবর্তন-নবকল্লপ ।

অন্ন-রাধাদি-সুন্দর প্রিয়সহচর

অন্ন অন্ন মোহন গোপ-অনুপম

অন্ন-অভিষেক-মল-রাম-প্রিয়সুখ

অন্ন অন্ন নিত্যসঙ্গ-আনন্দ ।

জয় জয় সঙ্কলন-

গণ-ভয়-ভঞ্জন

গোবিন্দদাস আশ-অনুবন্ধ ॥

প.ক.—৫

১ জয় ।

২ সুর নরগণ ।

৩ বিবর্ধন ।

টিকা—পুরাণ-ইন্দ্র ; শ্রেষ্ঠ ।

নিজ কান্তা-কান্তি-কলবর—নিজের প্রেমসী রাধার দেহকান্তি বিশিষ্ট

গৌর দেহ । তু° রাধাভাবদ্যুতিস্ববনিতম্ ।

প্রেমসীভাব-বিনোদ—প্রেমসী রাধার ভাব গ্রহণে যাঁর আনন্দ ।

নদীয়া-বধু-নয়ন-আমোদ—নদীয়া নাগরীদের নয়নানন্দ ।

শ্রীদাম-সুদাম-সুবলার্জুন—কৃষ্ণসখা ।

রামাদি—রামানন্দ প্রভৃতি ।

গোবিন্দদাস আশ-অনুবন্ধ—পদকর্তা গোবিন্দদাসের আশার অনুবন্ধ ।

পদটিতে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলার সমীকরণ হয়েছে । বলরাম নিভ্যানন্দও সমীকৃত ।

8

জয় জয় অভিশর

দীন দয়াময়

অরূপ রামানন্দ রায় ।

সুমধুর নিগূঢ়

গৌর-রস জগজ্জন

জানকী ধীর কুশার ॥

জয় নরহরি গদাধর জিনিবাস ।

জয় বাক্যেশ্বর

দাস গদাধর

মুকুন্দ সুরারি হরিন্দাস ॥

বসু রামানন্দ

সেন শিবানন্দ

গোবিন্দ মাধব বাসু যোষ ।

জয় বৃন্দাবন দাস গৌররসে
 জগজনে করল সন্তোষ ॥
 জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ
 জ্ঞানদাস যত্নাথ ।
 ত্রিরূপ সনাতন^১ জয় জয় ত্রীজীব
 ভক্ত-মুগল রথুনাথ ॥
 জয় জয় কৃষ্ণ- দাস কবি-ভূপতি
 গৌর ভকতগণ আর ।
 বৈকবদাস আশ পরিপূরহ^২
 দেহ চরণ-রজ-সার ॥

প. ক—৯

১ শ্রীমদ্রূপ সনাতন জয় জয় ।

২ পরিপূরহ ।

টাকা—স্বরূপ রামানন্দ—দুজনেই নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যালিয়ার
 অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ।

নরহরি গদাধর—নরহরি সরকার ও গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপ-
 নীলার পরিকর ।

শ্রীনিবাস—শ্রীবাস ।

বজ্রেশ্বর—গৌরাজের নৃত্যসঙ্গী ।

মুকুন্দ মুরারি—মুকুন্দ দত্ত ও মুরারি গুপ্ত । প্রথমে সতীর্থ
 পরে ভক্ত গৌরাজ পার্শ্বদ ।

হরিদাস—ববন হরিদাস । চৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল
 নীলার বিনয় সঙ্গী ।

বসু রামানন্দ—মালাধর বসুর পুত্র । গৌরাজভক্ত বৈকব
 কবি ।

সেন শিবানন্দ—গৌরাজ-পার্শ্বদ । এঁরই পুত্র পরমানন্দ সেন,
 ‘কবিকর্ণপুর’ ।

গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ—তিন ভাই ; মুখ্য কীর্তনীয়া ও
 গৌরাজের নবদ্বীপনীলার প্রত্যক্ষদর্শী পদকার ।

বৃন্দাবন হাস—নিভ্যানলের স্নিগ্ধ । চৈতন্যভাগবতের
রচয়িতা ।

জনভদ্রাস নরনাম জ্ঞানদাস বদুনাথ—চৈতন্যোত্তর বৈকুণ্ঠ
পদকার ।

শ্রীমৎ.....বদুনাথ—কৃষ্ণ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, বদুনাথ
ভট্ট, বদুনাথ হাস—বৃন্দাবনের ছয় গোঁস্বামী ।

কৃষ্ণদাস কবি-ভূপতি—চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস
কবিরাজ গোঁস্বামী ।

বৈকুণ্ঠদাস পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কর্তা গোঁকুলানন্দ সেন ।

৫

বিশ্বাপতি-পদ- যুগল সরোরুহ-
নিস্তন্দিড-মকরন্দে^১ ।

তছু মবু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে কর অমুবক্ষে^২ ॥

হরি হরি আর কিরে মজল হোয় ।

রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা ফুরব কি মোয় ॥

জহু বাঙন করে মরম সুধাকর
পদু চড়ব কিরে^৩ শিখরে ।

অন্ধ ধাই কিরে দশ দিশ^৪ খোঁজব
মিলব কলপতরু-নিকরে ॥

সো নহ অন্ধ করত অমুবন্ধি^৫
ভকত-বধর-মণি-ইন্দু ।

কিরণ-ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু ॥

সোই বিন্দু হাম বৈধানে পায়ব
কৈধানে উদিত নন্দান ।

গৌবিন্দদাস অত্রে আবদার

ভকত-রূপা বলবাম ॥

প.ক.—১২

১ মকরন্দ ।

২ অনুবন্ধ ।

৩ গিরি ।

৪ দিগে ।

৫ অনুবন্ধ ।

টীকা—সরোরুহ—পদ্ম । নিগালিত—করিত । মকরন্দে—মধুতে ।

অনুবন্ধ—প্রয়াস । অনু—বেন । ষাণ্ডন—ধামন । শিখরে—

পর্বতশীর্ষে । মিকরে—সদুহে ।

সো লহ.....ইন্দু—ভক্তের পদনখমণিচক্রেয় অনুসরণ যে করে সে অহ নর ।

অর্থাৎ বিদ্যাপতির মতো ভক্তের পদানুসরণ করলে অহতা

থাকে না ।

বিদ্যাপতি-বন্দনার এই পদটি ভাবশিষ্য গৌবিন্দদাসের মানস গুরুকৃত্য ।

৬

জয় জয় চণ্ডী-

দাস দয়াময়

মণ্ডিত সকলগুণে ।

অনুপম যার

বধ রসায়ন

গাওত জগতজনে ॥

বিপ্রকুল-ভূপ

ভুবনে পুজিত

অতুল আনন্দ-দাতা ।

যার তনু মন

রঞ্জন না জানি

কি দিয়া করিল খাতা ॥

মত্তত সে রসে

উগমম নব

চরিত বৃষ্টিবে কে ।

বাহার চরিতে বুঝে গন্ত পাখী
পিরিতে মজিল যে ॥

ঐরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ^১মতে ।

কবির চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল বাহার গীতে ॥

ঐনন্দনন্দন নবদীপ-পতি
ঐগৌর^২ আনন্দ হৈয়া ।

যার গীতামৃত আশ্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া ॥

পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গঙ্কর
জিনিয়া বাহার গান ।

অনুখন কীর্তন আনন্দে মগন
পরম করুণাবান ॥

বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ
সতত সে মুখে ভোর ।

রসিক জনের প্রাণ-খন গুণ
বর্ণিতে নাহিক ওর ॥

চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে ।

পিরিতি-বিহীন জনে যিক রহ
দাস নরহরি ভণে ॥

প. ক.—১৪

১ বিভেদ ।

২ গোরাঙ্গ ।

টীকা—বিপ্রকুল ভূপ—ব্রাহ্মপবংশ শ্রেষ্ঠ । ওর—সীমা । বর্ণিলা বিবিধ
মতে—ঐক্যকীর্তন বিষয়ে ইঙ্গিত । পিরিতে মজিল যে—
রানী-চণ্ডীদাস বৃত্তান্তের ইঙ্গিত ।

শ্রীনিবাস নন্দন.....নৈরা—কল্প দানোদর সহ চৈতন্যের চণ্ডী-
দাসের পদ আশ্বাদনের প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতের পাণ্ডুরা বার ।
চণ্ডীদাস-বন্দনার পদটি ভক্তিরসাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা ।

৭

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের ধনি ।

বাগদেবী বাঁহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি ॥

ব্রজের মাধুরী লীলা বা শুনি দরবে শিলা
গাহিলেন কবি বিজ্ঞাপতি ।

তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিজ্ঞাপতি ॥

অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিজ্ঞাপতি পছঁ
পরলোকে করিলা গমন ।

গুরুর আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ ॥

গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে ।

যত্ন শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকূলে যেন রবি
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে ॥

গৌ. প.—৩২১ পৃঃ
(২য় সং)

টীকা—বাগদেবী—সরস্বতী । দরবে—দ্রবীভূত হয় । গুরুর আদেশ—
শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশে । বল্লভ—গোবিন্দদাসের কবিত্ব ।

প্রার্থনা

১

বতনে বডেক ধন পাশে বটোরল

মেলি পরিজনে খায় ।

মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত

করম সঙ্গে চলি যায় ॥

এ হরি বন্দে^১। তুয়া পদ-নায় ।

তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি

পার হব কোন উপায় ॥

যাবত জনম হাম তুয়া পদ ন সেবিল

যুবতি মতি মোএ মেলি^২ ।

অমৃত ভেজি কিরে হলাহল পীয়ল

সম্পদে বিপদ হি ভেলি ॥

ভনহ^৩ বিভাপতি লেহ^৪ মনে গনি^৩

কহিলে কি জানি হয় কাজে ।

সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই^৪

হেরইতে তুয়া পদ লাজে ॥

প. ক.—৩০১৮

১ রহিল যুবতি মতি মেলি ।

২ যেন ।

৩ গনি ।

৪ মাগই ।

টীকা—বটোরল—গকিত করনান । বটোরনা (হিন্দী) । বেরি—

বেলা । যুবতি মতি মোএ বেলি—যুবতী বিষয়ে আচ্ছন্নচিত্ত ।

পীয়ল—পান করনান । কোই—কেউ । লেহ—স্নেহ, কৃপা ।

কহিলে ইত্যাদি—প্রার্থনা করলে কাজ হইবে বা (এ অর্থে) ।

সাঁঝক বেরি.....লাজে—

যৌবনে সংসার আগতিতে ডুবে থেকে জীবন-সত্যায় কি কেউ

সেবা-কৃপা প্রার্থনা করে ? তোনায় চরণ-সর্ষনেই তো লজ্জা ।

২

ভাতল সৈকত^১ বারি-বিন্দু-সম
 স্নত-মিত-রমণি-সমাজে ।
 তোহে বিসরি মন তাহে সমাপন^২
 অব মঝু হব কোন কাজে ॥
 মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা ।
 তুহ^৩ অগতারণ দীন-দয়াময়
 অন্তরে তোহারি বিশোয়াসা ॥
 আধ জনম হাম নিন্দে গোড়ায়ল
 জরা শিশু কতদিন^৪ গেলা ।
 নিধুবনে রমণী-রঙ্গরসে^৫ মাতল
 তোহে ভজব কোন বেলা ॥
 কত চতুরানন মরি মরি যাওত
 ন তুয়া আদি অবসানা ।
 তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
 সাগর লহর^৬ সমানা ॥
 অনয়ে বিছাপতি শেব শমন-ভয়
 তুয়া বিহু গতি নাহি আরা ।
 আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
 ভব^৭-তারণ-ভার তোহারা ॥

প. ক. ৩০১৬

১ সৈকতে ।

২ সমাপির্ন ।

৩ কতদিনে ।

৪ রঙ্গরসে ।

৫ লহরী ।

৬ অব ।

টাকা—ভাতল—উত্তপ্ত। তপ্ত+(অন্ত্যর্থে) ন। স্তম্ভ-বিত্ত—পুত্র ও
 নিত্য। বিগরি—ভুলে। তাহে—তাতে। সমাপন—সমর্পণ
 করান। অব সবু—এখন আমার। তোহারি—তোবারি
 (তব+স্য+হি)। বিশোঁরাঙ্গা—বিশ্রাঙ্গ। গোঁড়ায়ল—
 কাটালায়। নিলে—নিজায়। হাম—আমি<অহম্। নিধুবনে
 —শূদ্রারে। চতুরানন—চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সমাওত—প্রবীষ্ট
 হয়। লহর—লহরী বা চেউ। আরা—অপরা।
 কবি বিদ্যাপতির স্মৃষ্টি আশ্চর্যখন লক্ষণীয়। যৌবনে তিনি
 লৌকিক শূদ্রাদি রসের কবি ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্তির
 আরও লক্ষণীয় তাঁর ভক্তি ঐশ্বর্যভাব-বিমিশ্রিত।

৩

মাধব বহুত মিনতি করেঁ^১ ভোয় ।
 দেহে তুলসি ভিল দেহ সমর্পিল
 দয়া জনি^২ ছোড়বি মোয় ॥
 গগইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
 যব তুহঁ করবি বিচার ।
 তুহঁ জগন্নাথ জগতে কহায়নি
 জগ বাহির নহো যুঞি^৩ ছার ॥
 কিয়ে মানুষ পন্ত পাখিয়ে^৪ জনমিয়ে
 অথবা কীট পতঙ্গ ।
 করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন
 মতি রহ তুয়া পরসঙ্গ ॥
 ভগয়ে বিভাগতি অভিশয় কাতর
 ভরইতে ইহ ভব-সিন্ধু ।
 তুয়া পদ-পন্নব করি অবলম্বন
 ভিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

- ১ করি।
- ২ অনু।
- ৩ পাখী কিরে।

টাকা—অনি—বেন না। বোর—আনাকে। ভোর—ভোঁনাকে।
 জগ বাহির—জগৎ বহির্ভূত। নহো=নহোঁ=ন+অন্। মুক্তি
 —আনি। ছার—তুচ্ছ। মতি রহ—চিন্তা নিবিষ্ট হোকণা।
 পরসদ প্রসদ। পাখিএ—পাখীদের মধ্যে। তরইতে—ত্র
 লাভ করতে। তিল এক—এক কণা।

৪

পায়ে পরি হরি করুহো কাতরি প্রাণ রাখবি মোর।
 বিষয় বিষধর বিবে অর অর জীবন না রহে খোর।
 অধির ধন জন জীবন যৌবন অধির এই সংসার।
 পুত্র পরিবার সবহি আইসার করবো কাহেরি সার।
 কমল দল জল চিন্ত চঞ্চল থির মোহে তিল এক।
 নাহি ভয় ভব ভোগে হরি হরি পরম পদ পরতেক।
 কহতু শঙ্কর এ দুখ সাগর পার করা হুখীকেশ।
 তুংহ গতি মতি দেহু ত্রীপতি তব পদ উপদেশ।

—শঙ্করদেব (রাষ্ট্রীয় গ্রন্থালা সং)

টাকা—করুহো। কাতরি—বিনতি করি। খোর—অর। অধির—
 অধির। আইসার—অসার। কাহেরি—কাহাকে।
 প্রার্থনা পদটি আগানের বৈকব কবি শঙ্করদেবের (১৪৪৯ খৃঃ—
 ১৫৬৯ খৃঃ) রচনা।

৫

ভজহু রে মন নন্দ-নন্দন

অন্তর-চরণাবিন্দ রে।

ছলহ মাছুব- জনম^১ সতসঞে^৩

ভরহ এ ভবসিদ্ধি রে ॥

নীত আতপ বাত বরিধণ^৪

এ দিন বামিনী জাগি রে ।

বিকলে সেবিনু^৫ কৃপণ ছরছন

চপল সুখ-লব লাগি রে ॥

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন^৬

ইথে কি আছে পরভীত রে ।

কমল-দল-জল জীবন টলমল

ভজহ^৭ হরি-পদ নীত রে ॥

ঐবণ কীর্তন স্মরণ কখন

পাদসেবন দাশী রে ।

পূজন সখীজন আশ্রমিবেদন

গোবিন্দদাস অভিলষী রে ॥

প. ক.—৩০৩২

১ ব্রীন্দ ।

২ দেহ ।

৩ সতসঙ্গ ।

৪ বরিধত ।

৫ এ ঘর ধন জন ।

৬ সেবহ^৭ ।

টিকা—সুখ-লব—কুপণ । নীত—লৈল্য । আতপ—কোমল । বরিধন—

কর্ষণ । সুখ-লব—সুখ-কণিকা । ইথে—এত । পুত্র—

এবং ইচ্ছা । পরভীত—প্রতীতি । নীত—লৈল্য ।

কমল.....টলমল—তু^৮ নগিনী দলপত্ত জলবতিভরজ^৯ ।

ভজহ^{১০} জীবনভিষয় চপল^{১১} ॥ (শঙ্করাচার্য)

ঐবণ.....আশ্রমিবেদন—ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তিলাভ ।

ঐবণঃ কীর্তনঃ বিকোঃ স্মরণঃ পাদসেবন^{১২} ।

অটলঃ বন্দনঃ দাস্যঃ সখ্যাবাস্তবিকভবন^{১৩} ॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিকে ভক্তগণের প্রার্থনা করা হয়েছে ।

୬

ହରି ହରି ଆର କି ଏମନ ଦଶା ହବ ।
 ଏ ଡବ ସଂସାର ଡେଜି ପରମ ଆନନ୍ଦେ ମଜି
 ଆର କବେ ବ୍ରହ୍ମହୁମେ ବାବ ।
 ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧାବସର କବେ ପାବ କରନ୍ତୁ
 ସେ ହୁଳି ଲାଗିବ କବେ ଗାର ।^୧
 ଶ୍ରେୟେ ମନମନ ହେରା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ଲେଲା^୨
 କାନ୍ଦିଲା ବେଢ଼ାର ଉଚ୍ଚରାର ।
 ନିହତ ନିକୁଞ୍ଜେ ସାଞ୍ଜେ ଅଟ୍ଟମେ ପ୍ରଣାମ ହେଲା
 ଡାକିବ ହା ପ୍ରାଣନାଥ^୩ ବଳି ।
 କବେ ସମୁଦାର ଜିରେ ପରମ^୪ କରିବ ନୀରେ
 କବେ ଧାବ କରପୁଟେ ହୁଳି ।
 ଆର କି ଏମନ ହବ ଶ୍ରୀରାମମଣ୍ଡଳେ ବାବ
 କବେ ମଢ଼ାମଢ଼ି ଦିବ ତାର ।^୫
 ବଂଶୀବଟ-ହାରା ମାଞ୍ଜୁ^୬ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହେଲା
 ଧକ୍କିଲା ରହିବ କବେ ତାର ।
 କବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମିରି ଲେଖିବ ନରାନ ଭରି
 ରାଧା^୭କୁଣ୍ଡେ କବେ ହବ ବଳି ।
 ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କହେ ଏ ଦେହ ପତନ ହବେ
 ଆଶା କରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ।

ମ. କ.—୩୦୪୪

୧. କବେ ବ୍ରହ୍ମାମଣ୍ଡଳେ ଦିବ ତାର ।
୨. ଶ୍ରେୟ ମାଞ୍ଜୁ ।
୩. ରାଧାନାଥ ।
୪. ପରମ ।
୫. ସେ ହୁଳି ଲାଗିବ କବେ ଗାର ।
୬. ଶ୍ରୀ ।

টীকা—সার—রবে ।

পদটিতে নরোত্তম দাসের ব্রজবাসীর কাননা ব্যক্ত হয়েছে ।

৭

কণ্ঠ চাফুরী চিতে জন মন ভুলাইতে

লইয়ে তোমার নাম খানি ।

দাঁড়াইয়া সত্যপথে অসত্য যজিয়ে^১ তাথে

পরিণামে কি হবে না জানি ॥

ওহে নাথ মো বড় অধম ছুরাচার ।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য না মানিলু^২ মুক্তি দিক

অতএ সে না দেখি উদ্ধার ॥

লোকে করে সত্য-বুদ্ধি মোর নাহি নিজ শুদ্ধি

উদ্ধার হইয়া লোকে ভাঁড়ি ।

প্রেম-ভাব মোরে^৩ করে নিজ গুণে তারা তরে

আপনি হইলু^৪ হৌচ হাড়ি ॥

চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ

স্মার কি এমন দশা হব ।

গোরা-পারিষদ সঙ্গে সঙ্কীৰ্তন-রস-রঙ্গে

আনন্দে দিবস গোড়াইব ॥

প. ক.—৩০৩০

১ করিলু ।

২ মোকে ।

টীকা—যজিয়ে—√যজ্ অর্থাৎ পূজা করি । মো—আনি । মুক্তি—

আমাকে, ময়া+এন । তরে—ত্রাণ লাভ করে । হৌচ—

হৌয়াচ অর্থাৎ অস্পৃশ্য । গোড়াইব—কাটাও । পন্+আপ+

অয়+ভব্য ।

বর্নশর্মা বাংলা পদটি চৈতন্যভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্যের প্রাৰ্থনা পদ ।

গৌরাজ পদাবলী

১

গৌরাজ নহিত^১ কি মেনে হইত^২

কেমনে ধরিত^৩ দে ।

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা

জগতে জানাত কে ॥

মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী-

প্রবেশ-চাতুরী-সার ।

বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি

শকতি হইত কার ॥

গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাজের গুণ

সরল করিয়া^৪ মন ।

এ ভব সাগরে এমন দয়াল

না দেখি যে একজন ॥

গৌরাজ বলিয়া না গেছ গলিয়া

কেমনে ধরিলু দে ।

নরহরি হিয়া পাষণ দিয়া

কেমনে গড়িয়াছে ॥

গৌরপদতরঙ্গিনী (২য় সং)—৮ পৃঃ

১ যদি গৌর নহিত ।

২ তবে কি হইত ।

৩ ধরিতাম ।

৪ হইয়া ।

টীকা—নহিত—না হতেক । ন+অস্+ইত । দে—দেহ । মেনে—

সং বন্য ।

সরহরি সরকারের পদটির সঙ্গে স্বরূপ দানোদরের শ্লোকটির তাৎপৰ্যগত
সাদৃশ্য ভুলনীয়—

স্রীরাধারা: প্রণয়নহিনা কীদৃশো বানরৈব-

স্বাদ্যো বেনাকুত নধুহিরা কীদৃশো বা নদীর: ।

সৌখ্যং চাগ্যা নদনুভবত: কীদৃশং বেতি লোভাৎ

তত্ত্বাভ্যাস: সরজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীশু: ॥

পদটি বান্দ্রদেব ঘোষের ভণিতাতেও পাওয়া যায় ।

২

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে

গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি ।

মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি

আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥

বাক্যনথ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে

চাঁদযুখে হাসির বিজুলি ।

ধুলা মাথা সর্বগায় সহিতে কি পারে মায়

বুকের উপরে লয় তুলি ॥

কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে

পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি ।

হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে

সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ॥

গৌরপদতরঙ্গিনী (২য় সং)—৫৪ পৃঃ

টীকা—বিজুলি—বিদ্যুৎ ।

পদটি গৌরাজের বয়োষ্যেষ্ঠ সতীর্থ মুরারি গুপ্তের । চৈতন্যদেবের
সন্ন্যাস-পরবর্তী কালের রচনা বলে ধরা হয় ।

কাঁচা কাঞ্চন মণি গৌরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ ।

ও নব কুসুম দাম গলে দোলে অল্পপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ ॥

বিহরই পরম আনন্দে ।

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে জাহ্নবী পুলিন রঙ্গে
হরি হরি বোলে নিজ বৃন্দে ॥

তাঁবে অবশ তনু পুলক কদম্ব অনু
গরজই বৈছন সিংহে ।

নিজ প্রিয় গদাধর ধরিয়াছে বাম কর
নিজ গুণ গাওই গোবিন্দে ॥

ঈষত অধরে পছ হাসত লহ লহ
বোলত কত অভিলাষে ।

সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

গৌরপদতরঙ্গিনী—১৮০ পৃ

টীকা—হিলন—হেলান দিয়ে । বিহরই—বিহরতি ; বিহার করছেন ।
জাহ্নবী পুলিন—গঙ্গাতীর । পুলক কদম্ব অনু—কদম্ব কুলের ন্যায়
আনন্দ রোমাঞ্চ । লহ—লবু, বৃন্দ । পছ—প্রভু । বৃন্দাবন রসলীলা
—বৃন্দাবনধামের সখ্যলীলা ।

৪

বিমল হেম জিনি তনু অল্পপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম ।

কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে কিছু কিছু দাম ॥

চলিতে না পারে গোরঃ চান্দ^১ গোসাঞি রে
 বলিতে না পারে আধ বোল ।
 ভাবে অকণ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
 আরণ্যালে ধরি দেই কোল ।
 গমন মদন-গতি জিনি মদনভ^২ হাতী
 ভাবাবেশে ছলি ছলি^৩ যায় ।
 অকণ বসনহরি জিনি প্রভাতের রবি
 মোরা-সঙ্গে লহরী খেলায় ।
 এহেন সম্পদ কালে গোরা না ভঙ্কি^৪ হেনে
 তুরা^৫ পদে না করি^৬ আশ ।
 ব্রীকচৈতন্য^৭ ঠাকুর ঐনিত্যানন্দ
 গুণ গায়^৮ বৃন্দাবন দাস ।

প. ক.—৩২৫

- ১ কদম্ব কুমুম ।
- ২ মোর পৌর ।
- ৩ মদনভ ।
- ৪ ছলি ।
- ৫ ভজিলাম ।
- ৬ পোয়া ।
- ৭ ব্রীকচৈতন্যচন্দ্র ।
- ৮ গান ।

টাকা—কুনদাস—পুষ্পমালা । আধবোল—অর্ধোক্তি । জিনি মদনভ
 হাতী—মদনভ হস্তীকে পরাজিত করে । হেনে—অবহেলার ।
 এহেন সম্পদকালে—বৌবনে ।

ষষ্ঠি চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের ।

৪

আর ওড়াহ আলো সই

গোরাভাবের কথা ।

কোণের ভিতর কুলবধু

কান্দ্যা^১ আকুল ওথা ॥

হলদি বাঁটিতে গোরী

বলিল^২ বউমে ।

হলদি বরষ দেয়াটান

পড়্যা গেল মনে ॥

কিসের রাখিল কিসের খাড়ম^৩

কিসের হলদি বাঁটা ।

আখির জলে বুক ভিজিল^৪

ভাঙা মেল পাটা ॥

উঠিল গৌরীদি ভাষ

সহরিতে নারে ।

লোহেতে ভিজিল বাঁটন

গেল ছারে খারে ॥

লোচন বলে আলো সই

কি বলিব আর ।

হয় নাই হবার নয়

গোরা অবতার ॥

প. ক.—২১৭৪

১ ভনেহ ।

২ ফলর ।

৩ রসিয়া ।

৪ বাটন ।

৫ লোহেতে ভিজিল বাঁটন ।

টাকা—পাটা—বিল । লোহে—অশ্রুভরে ।

একটি গৌর-নাগর ভাবে। একটি ভক্তগোষ্ঠিতে শ্রীগৌরকে কৃষ্ণের
সহিত অভিন্নভাবে নাগর এবং নবদ্বীপ-পরিকরবৃত্তকে নাগরী করনা
করা হয়েছিল। ছড়ার ছন্দ। মোচন নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন।

৬

সহচর অঙ্গে গৌরা অঙ্গ হেলাইরা ।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মূরছিয়া ॥
অতি ছুরবল দেহ ধরণে না যায় ।
কিতিভলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে ।
পূরব বিরহ-অরে ধির নাহি বাড়ে ॥
কেনে হেন হৈল গৌরা কুহিতে না পারি ।
জানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি ॥

প. ক.—১৮৯৭

টীকা—খেনে—কণে। পূরব বিরহ অরে—বৃন্দাবনের বিরহিণী
রাধার অনুসারে। নিছনি—বালাই, প্রীতি।
পদটিতে গৌরাক্ষের রাধাভাব বর্ণিত। এটি 'ব্যাধি' অবস্থার গৌর-
চরিত্রিকা।

৭

পতিত হেরিয়া কান্দে ধির নাহি বাড়ে
কল্পন নরানে চায় ।
নিরুপম হেম জিনি' উজোর গৌরা তরু
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥
গৌরাক্ষের নিছনি লইয়া মরি ।

ও রূপ বাধুরী গিরীতি-চাতুরী
 ভিল আধ^১ পাসরিছে নারি ॥
 বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
 কার কোন দোষ নাহি মানে ।
 কমলা-শিব-বিধি^২ ছলহ প্রেমধন
 দান করল অগজনে ॥
 ঐছন সদর- ছাড়ল প্রেমমর^৩
 গৌর ভেল পরকাশ ।
 প্রেম-ধনে ধনী করল অবনী
 বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

প.ক.—২২১৩

১ অনু ।

২ গোরা পছ'র ।

৩ ভিলে ।

৪ বিধি ।

৫ দুর্ভাগ ।

৬ রসময়

টাকা—খির—হির । উজোর—উজ্জ্বল । নিছনি—নির্মল—শ্রীতি ।
 বরণ—বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ) । আশ্রম—ব্রহ্মচর্যাদি চতুর্মা-
 শ্রম । দোষ—অন্যগত ও বর্ণাশ্রম অপালন জনিত । কিঞ্চন
 অকিঞ্চন—ধনী দরিদ্র । ছলহ—দুর্ভাগ (শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মীর
 উপাসনায় রাগভক্তি পাওয়া যায় না ।)

পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা । গৌরাঙ্গের পতিতপাবন্য ওণ
 বর্ণনার পদ ।

৮

নীলদ-নয়ন- নীল-ধন-সিকনে'
 গুলক-মুকুল-অবলম্ব ।
 বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুরত
 বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥

কি লেখনু নটবর গৌর মিশোর ।

অতিক্রম হৈছে করতাল সফর

হুসুদী তীরে উজোর ।

চকল চরণ— কলসডলে বকর

ভক্ত-ভ্রমরগণ ভোর ।

পরিমলে লুপ্ত হুসুদর ধাবই

অহমিশি রহত অগোর^১ ।

অবিরত প্রেম- রতন-ফল বিতরণে

অখিল-মনোরথ-পুর ।

তাকর চরণে দীন-দীন-বঞ্চিত

গোবিন্দদাস রহু দূর ।

প.ক.—৬৭

১ সফর ।

২ আগোর ।

টাকা—নীরদ—জলবর্ষী মেঘ । নয়নের সঙ্গে রূপক । পরবর্তী অংশ
মিলিয়ে সাকরূপক । কদম্ব—সমূহ, কদম্ব পুষ্প । ভাব—
দিব্যভাব, প্রেম । বকরাল—মধু । চুরত—চুইয়ে পড়ছে ।
সফর—সফরগ করছে । ভোর—বিহ্বল । অগোর—অযোর
বা জ্ঞানহারী । অখিল—বিশ্ব । পুর—পূর্ণ করছে ।

২

নিরুপম হেম জ্যোতি জিনি^১ বরণা ।

সজীত-রজি-ভরজিত চরণা^২ ।

নাটত গৌর গুণমণিরা ।

চৌদিকে হরি হরি বনি ধনিয়া ।

নয়ন ইন্দু^৩ জিনি^৪ সুলসর বরনা ।

অহমিশি প্রেম-করে কর নরনা ।

বিপুল-পুলক-পরিপূরিত বেহা ।
 নিজরসে ভাসি না পারিই বেহা ॥
 অগভরি পুরল প্রেম-আনন্দা ।
 মহিমা বজিত দাস গোবিন্দা ॥

প. ক.—২০৭৫

- ১ জিতি ।
- ২ সঙ্গীত রসিত বসিত চরণ ।
- ৩ চল ।
- ৪ নিশি ।
- ৫ এ হেন ।

টাকা—বরণা—বর্ণবিশিষ্ট ।

সঙ্গীত.....চরণা—গীতরসে বীর পদযুগল দৃঢ়াঙ্গোলিত ।
 বরণা—বর্ণনা । বেহা—বৃত্তিকা, তল ।

১০

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাটল
 জ্বিতল গৌরতরু-লাবণি রে ।^১
 উন্নত গীম সীম নাহি^২ অজুতব
 অগমনমোহন^৩ ভাঙনি রে ॥
 জয় শচীনন্দন রে ।
 ত্রিভুবন-মণ্ডন^৪ কলিযুগকাল-
 ভূজগ-ভর-ধণন রে ॥
 বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর
 সরসর অন্তর প্রেম-ভরে ।
 লহ লহ হাসনি গদগদ ভাবণি
 কত মল্লিকিনী নয়নে বরে ॥
 নিজ-রসে^৫ নাচত নয়ন চুল্লারত
 পাওত কত কত^৬ ভকতহি^৭ মেলি ।

যো বসে ভাসি অকণ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তাঁহি পরশ না ছেলি ।

প. ক.—৩

- ১ কদম্বাদীভটিভামণিতে 'র' অনুগৃহীত ।
- ২ নহ—ভটিভামণিকর ।
- ৩ অগজজনমোহন ।
- ৪ গিছুবন বন্দন ।
- ৫ নিজভণে ।
- ৬ শত ।
- ৭ ভকত ।

টীকা—গীত—গ্রীবা । ভাঙনি—ভাব-ভঙ্গী । বঙন—অলঙ্কার । সোন
—শোণ, হলুদরঙের ফুল । লহ লহ—লঘু লঘু । গীত নাহি
অনুভব—গীতা অনুভব করা যায় না এমন ।

১১

নাচত ঘোর স্তনাগর মণিরা ।

খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন

রঞ্জনগি মঞ্জীর মঞ্জুল ধ্বনিয়া ।

সহজই কাঞ্চন কাঁতি কলেবর

হেরইতে জগজন মন-মোহনিয়া ।

তাঁহি কত কোটি মদন-মন যুরছল

অরুণ-কিরণ কিরে অম্বর বনিয়া ।

ভগ মগ্ন দেহ খেহ নাহি বাক্সই

ছহঁ মিঠি-মেহ সমনে বরিখনিয়া ।

প্রেমক নায়ের ফুবন মজাওই

লোচন কোণে করুণ নিরখনিয়া ।

ও বসে ভোর ওর নাহি পায়ই

পুড়িত কোরে ধরি ছুবন বিরাগি ।

কহ বলরাম লক্ষ ঘন ছক্কাতি

হেরি পাষণ্ড-হরয় অতি কাঁপি ।

প. ক.—২০৬৬

পদটির প্রতিভাংশ পদকল্পলতায় অন্য একটি পদে আছে । তার শেয়াংশ—

ও রসে ভোর ওর নাহি পারই

পতিত কোরে ধরি মোর সেচনিয়া ।

হরি হরি বোজি রোই কত বিজগই

বকিত বলরাম দিবস রজনীয়া ॥

প. ক.—২১৪৫

টাকা—মঞ্জীর—নুপুর । নগ্নুল—মনোহর । কাঁতি—কাতি । অধর
—ধন । বনিয়া—নিমিত । খেহ—স্বৈৰ । মেহ—মেঘ ।
ওর—সীমা । বিরাপি—ব্যাপ্ত করে । পাষণ্ড—বৈক্যবের
বিরুদ্ধাচারী ।

পদটি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় বলরাম কবিরাজের রচনা মনে হয় ।

১২

চম্পক হেম দলিত-নব-কুঙ্কুম

দামিনী-দাম-দমন তহু কাঁতি ।

চাঁচর চিকুর চারু কুসুমাকিত

চঞ্চল অলক ভূঙ্গ-কুল-ভাঁতি ।

পেখলু অপরাধ গৌরকিশোর ।

চন্দন তিলক ভাল ভুরুভঙ্গিম

হেরইতে অগত যুগতি-মতি ভোর ॥

বলকত বদন মদন-মদ-মরদন

মধুরিম অধরে মধুর যুহ হাস ।

নিম্বি কমলদল অমল বিলোচন

কোণে করই কত রস পরকাশ ॥

মিক্রপম কুঙ্কমুগ জাহ্নবিলসিত

সুবলিত কঠ কলিত বসমীল ।

নরহরি নিহনি রণিত মণি নৃপূর

পদতল তরুণ অরুণ হবিজাল ॥

গীতচন্দ্রোদয়-১

টাকা—দামিনী-দাম-দমন-তনুকাঁতি—বিদ্যাদামবিজয়ী বাঁর উজ্জ্বল দেহ-
দীপ্তি । চাঁচর—কুক্কিত । চিকুর—চুল । তাঁতি—তুল্য ।
মদন-মদ-মরদন—মদনের গর্বপীড়ক । কোণে—প্রান্তে । কলিত
যুক্ত । নিহনি—আগজি, প্রীতি ।

পদটি ভক্তিরসাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা ।

১৩

প্রোত্তর অরুণ- কিরণ জিনি তল্লুরুচি

তরুণারুণ জিনি বয়না ।

কাজর বরণ জিনি চাঁচর চিকুর হবি

বিমল-কমল^১ জিনি নয়না ।

বিহরই নব যুবরাজ ।

কেশরী জিনি থিনি মাঝ বলিত^২ মণি

কিঙ্কিনী আন্তরণ সাজ ।

নিরখিতে যুরছি চরণে পড়ু সীদতি

রতিপতি গতিমতি খোই ।

গৃহপতি হুরমতি নহত গতাগতি

কুলবতী ইতি উতি রোই ।

রস পরিহাসে করত কত কৌতুক

সমবর সহচর মেলি ।

জগদানন্দ হৃদয় নদীয়াপুরে

এছে করত কত^৩ কেলি ।

বৈ. প. (সাহিত্য সংসদ)

১ কনককোষর ।

২ বলিত ।

৩ নিতি ।

সীতা—বননা—বদন বা বুধ । সীততি—অবশ কল্পিত হয় । রতিপতি
পতিবতি খোই—মদন অন্যত্র গমনেচ্ছা হারায় । গৃহপতি
.....রোই—দুর্ভতি গৃহস্থানীর ভয়ে না যেতে পেরে নদীরা নাগরী-
গণ এখানে ওখানে গোপনে কাঁদে ।
পদটি করিত নদীরা-নাগর গৌরীদেবের রূপ বর্ণনা ।

১৪

মধুকর-রঞ্জিত-মালতি-মণ্ডিত-
জিত-ঘন-কুঞ্চিত কোশং ।
ভিলক-বিনিম্বিত-শশধর-রূপক
সুবতি-মনোহর-বেশং ॥
সখি কলয় কমলমুদারং ।
নিম্বিত-হাটক-কাঙ্ক্ষি-কলেবর-
গর্বিত-মারক-মারং ॥
মধু-মধুর-স্নিত-লোভিত-তনুভূত
মধুগম-ভাব-বিলাসং ।
নিজ-নব-রাগ-বিমোহিত-মানস
বিকথিত গদগদ ভাবং ॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন নরগণ
করুণা বিতরণ শীলং ।
কোভিত-হুমতি রাধামোহন-
নামক-নিরুপম শীলং ॥

প. ক. - ২১৬৬

মধুকররঞ্জিত মালতিমালাখণ্ডিত সেক্সরী তাঁর কুঞ্চিত বেশ-
দায় । তাঁর ললাটে চন্দ্রনিম্বিত ভিলক । তাঁর সুবতী-মনোহর

বেণবাস । হে সখি, উদার গৌরচন্দ্রকে দেখ । তাঁর কাক্ষননিপিত
সেহকান্তি মদনের গর্বেকে অর করে । যখুর চেয়েও যখুর তাঁর
স্নিতহাসিতে এবং তাঁর অনুপম ভাববিলাসে জীবজগৎ মুগ্ধ ।
তিনি নিজেই নবানুরাগ-মোহিত মনের সঙ্গে গুণগুণ ভাষার কথা
বলেন । পরম ধনবান ও নিতান্ত নির্ধন সকলের প্রতি তিনি
কল্পণা বিতরণ-রত । দুর্মতি রাখানোহনের চিত্ত বিক্লুব করেও তিনি
নিরুপম জীলা বিস্তার করছেন ।

১৫

জীউ জীউ রে মেরে মন-চোরা গোরা ।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া ।^১
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকি লিকিয়া ॥^২
পদ ছুই চারি চলু নট নট নটিয়া ।^৩
ধির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া ॥
ঐছন পছঁকে যাছ বলিহারী ।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥

গৌরপদতরঙ্গিনী (২য় সং) - ২৯

- ১ ঝিকি ঝিকিয়া ।
- ২ লিকি লিকিয়া ।
- ৩ চলত চলিয়া ।

টীকা—জীউ জীউ—চিরজীবী হও । মেরে—আমার । আপহিঁ—নিজেই ।
ভোরা—বিভোর । খলত—স্থলিত হয় । ধির—স্থির । মাতুলিয়া
—উন্মত্ত ।

পদটি মুসলমান কবির রচনা । এটি যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বৈকুণ্ঠ-
ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থের পদসংগ্রহশালায় ৪ সংখ্যক
পদ ।

। সন্ন্যাস-পর্ব ।

১৬

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও ।
 বাহু পসারিয়া গৌরাচান্দে কেরাও ॥
 তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে ।
 কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
 কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় ।
 পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
 আর না যাইব মোরা গৌরাজের পাশ ।
 আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস ॥
 কান্দয়ে শুকতগণ বুক বিদরিয়া ।
 পাষণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥

প. ক.—১৬২২

টীকা—পসারিয়া—প্রসারিত ক'রে । কোরে—কোলে । কাতরে—জী-
 শূত্র অধম পতিতকে ।

প্রত্যক্ষদর্শী গোবিন্দ ঘোষের এই পদটি মাথুর বিরহের গৌরচন্দ্রিকা ।

১৭

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
 কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ ।
 কি লাগিয়া মুখ-চান্দে রাধা রাধা বলি কান্দে
 কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ ॥
 জীবনের উচ্চ রায় পাষণ মিলাঞা যায়
 গদাধর না জিয়ে পরাণে ।
 বহিছে তপতধারা যেন মন্দাকিনী পারা
 মুকুন্দের ও ছই নরানে ॥

সকল মোহান্ত যবে বিধাতা বুঝাইয়া কিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ ।

অলস অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ডেজিল তার লেহ ॥

কি কব ছুথের কথা কহিতে মরমে বেথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া ।

দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাস্থ ঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥

প. ক.—২২২৯

টীকা—উচ্চরায়—উচ্চস্বরে । শ্রীবাস—গৌরাদের বয়োদ্যোষ্ঠ ভক্ত অনুচর ।
গদাধর—সত্তরঙ্গ পরিকর । মুকুল—গৌরাদের সতীর্থ ও মুকুণ্ড
কীর্তন গায়ক । বিধাতা—হরিদাস (ব্রহ্মার অবতার) । তবু—
তবু, তবু । রমণী—বিকুপ্রিয়া ।

১৮

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অতুরাগে
আইলা সভাই^১ শাস্তিগুরে ।

মুড়াইছে^২ মাথার কেশ ধর্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার^৩ প্রাণ বুকে ॥

করবোড় করি আগে দাড়াইয়া^৪ মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া ।

ছই হাত তুলি বুকে ছুই দিয়া চন্দ-বুধে
কান্দে শচী গলার ধরিতা ॥

ইহার লাগিয়া বড় পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কার ।

অশ্রুধীনী করি মোরে বাবে বাহা লেশান্তরে
বিকুপ্রিয়ার কি হয়^৫ উপায় ॥

এ ভোর কোঁসীন পরি কি লাগিল বসু ধরি
 ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি ।
 জীৱন্ত থাকিতে মার ইহা নাহি^১ সহ্য বার
 কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥
 গৌরাজের বৈরাগে ধরশী বিদার মাগে
 আর তাহে শচীর করুণা ।
 কহয়ে বল্লভদাস গৌরাচান্দের বৈরাগ
 ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥

প. ক.—২২৩৩

- ১ সবাই ।
- ২ মৃত্যুহতে ।
- ৩ সবার ।
- ৪ দাঁড়াইলা ।
- ৫ হইবে ।
- ৬ নাকি ।

গৌরগদভরজিনীতে পদটি নিম্নলিখিত ভণিতায় আছে—

কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাজের সম্যাসে
 ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥

করুণা—কাতরতা ।

১২

আরে মোর গৌরকিশোর ।
 সহচর-কাক্কে^১ পছ ভুজয়ুগ আরোণিরা
 নবনী-দশায় ভেল ভোর ॥
 পড়িয়া কিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
 সাহসে পরশে নাহি কেহ ।
 সোনার গৌরহরি কহে হার মরি মরি
 তন্তক দোসর ভেল দেহ ॥

দীর লয়ন করি

মধুরার নাম ধরি

রোয়ে^১ পছ হা নাথ বসিয়া ।

বসু রামানন্দ ভণে

গৌরাজ এমন কেনে

না কুঁকি কিসের লাগিয়া ॥

প. ক.—১৯২৪

১ স্বরূপের কাছে ।

২ রোজরে ।

টাকা—নবনী দশা—মুর্ছা । তত্বেক দোষর—সুতোর বতো । মধুরার
নাম ধরি—মাধুর বিরহের ভাবাবেশে মধুরা নামোচ্চারণ । রোয়ে
—কাদে ।

২০

বংশীগানামৃতধাম

লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান^১

যে না দেখে সে চাঁদ-বদন ।

সে নয়নে কিবা কাজ

পড়ু তার মুখে^২ বাজ

সে নয়ন রহে কি-কারণ ॥

সখি হে শুন মোর হত বিধিবল ।

মোর বণু চিত্ত মন

সকল ইন্দ্রিয়গণ

কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল ॥

কৃষ্ণের মধুর-বাণী

অমৃতের তরঙ্গিনী

তার আবেশ নাহি যে অবশে ।

কাণাকড়ি-হিঁজ লম

জানহ সেই অবশ

তার জ্বর হৈল অকারণে ॥

দুর্গমদ নীলৌৎপল

দিলনে যে পরিমল

যেই হরে তার গর্ভ-ধানি ।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ

বার নাহি সে সম্বন্ধ

সেই নানা ভজার সমান ॥

কৃষ্ণের অধরাযুত কৃষ্ণগুণ-চরিত
 সুধাসার-স্বাদ-বিনিম্বন ।
 তার স্বাদ বে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
 সে-রসনা স্বেকজিহ্বা সম ॥
 কৃষ্ণ-কর-পারিজাত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল
 তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।
 তার স্পর্শ নাহি যার সে ব্যক্তি হারথার
 সেই রপু হৌহ সম জানি ॥
 করি এক বিলাপন প্রভু শতীনন্দন
 উষাড়িয়া ফুরের শোক ।
 দৈন্ত-নির্বেদ-বিষাদে ফুরের অবসাদে
 পুনরপি পড়ে এক শোক ॥

ক্ৰে. চ.—বধ্য / ২/২৯

১ আনন্দায়ুত ।

২ মাধে ।

টীকা—বংশী.....জন্মস্থান—বৃন্দাবন । ভদ্রা—হাপর । উষাড়িয়া—
 উদ্ঘাটন ক'রে ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত মহাপ্রভুর বিলাপটি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর
 নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রেরণায় রচিত—
 শ্রীকষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা
 ব্যর্থানি মেহহ্যান্যখিলেদ্বিরাগ্যলম্ ।
 পাশাপ-স্তকেছন-ভারকাণ্যাহো
 রিভ্রসি বা তানি কথং হততপঃ ॥

গোষ্ঠলীলা

১ পূর্বগোষ্ঠ ।

১

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ-বরানৈ^১ ।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ-রায় ।
শিঙার শব্দ করি বদন বাজার ॥
নিভাই-চাঁদের মুখে শিঙার নিসান ।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেরান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস বার নাম ।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধার অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাজ-রূপ প্রেমার^২ আবেশ^৩ ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশ^৪ ॥
চরণে নুপুর সাজে সর্বদে চন্দন ।
বংশীবদন কহে চল গোবর্ধন ॥

গৌরপদস্তরঙ্গিনী (২য় সং)—২১১ পৃ:

১ বদনে ।

২ প্রেমের ।

৩ আবেশে ।

৪ বেশে ।

টীকা—বরানৈ—বদনে । নিসান—নিঃস্বন । অগেরান—অজ্ঞান । পণ্ডিত
—অধিকা-কালনার গৌরীদাস । অভিরাম—নিত্যানন্দ-ভক্ত, হাদেশ
গৌপালের অন্যতম ।

পদটি পূর্বগোষ্ঠের গৌরচন্দ্রিকা ।

২

আওত^১ জীদামচন্দ্র^২ রজিয়া পাগড়ী^৩ মাথে ।

ডোকক^৪ অংগুমান দাম বসুদাম মাথে ॥

কটিকাছনি-বন্ধিম* খটি বেণুবর বাম কাঁখে ।
 জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বলি তাকে ॥
 গো-হান্দন ডোরি কাছছি* কাণে কুণ্ডল-খেলা ।-
 গলে লব্ধিত গুঞ্জাহার* তুজে অঙ্গন বালা ॥
 ফুট-চম্পক-দল-নির্মিত উজ্জল তরুশোভা ।
 পদ-পঙ্কজে নুপুর বাজে শেখর-মনলোভা ॥

অপ্রকাশিত পদরসাবলী ২৫৩

- ১ আওরে ।
- ২ হিদামচম্প ।
- ৩ পাগড়ি ।
- ৪ একে অঙ্গুন ।
- ৫ রজিম ।
- ৬ গুজাবলি ।
- ৭ কমল ।

টীকা—আওত—আগছে । রজিয়া—রজিন । শোকক্ক অংগুনান—কুক
 সখাঘর । কটি-কাছনি—কোবরে বেঁটত কাছা বার । অতএব বন্ধিম ।
 খটি—বস্ত্র । কাঁখে—কক্ষে বা বগলে । জিতি—জয় ক'রে । কুঞ্জর
 —হাতি । হান্দন—বছন । গুজাহার—কুঁচের বা গুজার কুনের ।

৩

গোঠে আমি বাব মাগো গোঠে আমি বাব ।
 ঐদাম হুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
 চুড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে ।
 আমার লাগিয়া ঐদাম দাঁড়ায়্য রাজপথে ॥
 পীতখড়া দে গো মা গলার দেহ মালা ।
 মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
 গুনিয়া গোপালের কথা মাতা মশোমতী ।
 সাজার বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥

অঙ্গে বিক্ৰিবন কৈল রতন ভূষণ ।
 কাটিতে কিঙ্কিনী ধটা পাত বসন ।
 কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি ।
 পুষ্পগুচ্ছা শিখিগুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
 চরণে নৃগুর দিলা তিলক কম্পালে ।
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
 বলরাম দাসে কর সাজাইয়া রাণী ।
 নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণী ॥

প. ক. ১২১৭

টীকা—আরতি—অনুরাগে । অবিকরণ বিভক্তি লুপ্ত । নেহার—নি+
 ভাঙ্ ভাডু ।
 পদটি স্বভাব-বর্ণনে উৎকৃষ্ট ।

৪

জ্ঞানদাম স্নানদাম দাম শুভন ওরে বলরাম
 মিনতি করিয়ে তো সভারে ।
 বন কতি^১ অতি দূর নব ভূণ কুশাকুর
 গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
 সখাগণ^২ আগে পাছে গোপাল করিয়া^৩ মাঝে
 ধীরে ধীরে করিহ গমন ।
 নব ভূণাকুর আগে রাজা পায় জনি লাগে
 প্রবোধ না মানে মায়ের^৪ মন ।
 নিকটে গোধন রাখ মা বলি শিঙায় ডাক
 ছরে থাকি শুনি যেন রব ॥
 বিহি কৈল গোপ জাতি গোধন-পালন হুত্তি
 তেজি বনে পাঠাই যাদব^৫ ।

বলসার নামের বাপী^১

কত কথা মনবাপী

মনে কিছু না ভাবিহ ভয় ।

চরণের বাধা দৈরা

দিব মোরা কোণাইরা

তোমা আগে কহিল^২ নিশ্চয় ।

প. ক.—১২১৮

১ কত ।

২ কথা সব ।

৩ গইরা ।

৪ মোর ।

৫ পাঠাইরা দিব ।

৬ এ দাস বলাইর ।

৭ কহিনু ।

টীকা—গভারে—গবাইকে । বিহি—বিধাতা । বাধা—পাদুকা ।

৫

আমার শপতি লাগে

না ধাইহ ধেনুর আগে

পরানের পরাণ নীলমণি ।

নিকটে রাখিহ ধেনু

পুরিহ মোহন বেণু

ঘরে বসি আমি যেন শুনি ।

বলাই ধাইব আগে

আর শিশু বাম ভাগে

ক্রীদাম সুদাম সব^১ পাছে ।

তুমি তার মাঝে ধাইয়

সজ ছাড়া না হইয়

মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ॥

সুখা পাল্যে লঞা^২ ধাইয়

পথ পানে চাহি ধাইয়

অতিশয় ভূগাঙ্কুর পথে ।

কার বোলে বড় ধেনু

কিরাইতে না ধাইয় কার

হাত তুলি সেহ মোর মাথে ।

খাঙ্কিবে^১ ভরস হার মিনতি করিছে হার
 রবি যেন না লাগিয়ে গার ।
 বাদবেজে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে খুইয়
 বুঝিয়া বোগাইব রাজা পার ॥

প. ক.—১১৮২

- ১ তার ।
 ২ চাহি ।
 ৩ খাঙ্কিহ ।

টীকা—শপতি<শপথ—দিব্য । পানই<উপানয়—জুতা ।

৬

চলত রাম সুন্দর শ্রাম
 মধুর মধুর গমন ঠাম
 পাচনি কাচনি বেত্র বেণু
 ঘুরলি-ঘুরলি গান রি ।
 প্রিয় জীদাম সুদাম মেলি
 তরগি-ডনরা তীরে কেলি
 ধবলী শাউলী আওরি আওরি
 ফুকরি চলত কান রি ॥
 বরসে কিশোর মোহন ভাতি
 বদন ইসু জলদ কাঁতি
 চাক চক্সি গুজা-হার
 বদনে মদন ভাগ রি ।
 আগম নিগম বেদ সার
 লীলার করত গোষ্ঠ বিহার
 নসির হামুদ করত আশ
 চরণে শরণ দান রি ॥

প. ক.—১৩২২

টাকা—পাচনি—গোচারণ দণ্ড । কাচনি—কাচা, ধুতি (কৃত্যক) ।
 খুরলি—বধুর বাদনভঙ্গী । ভুরনি-ভনরা—সূর্যকন্যা বনুনা । ভাতি
 —দীপ্তি । কাঁতি—কাতি । চারুচন্দ্রি—সুন্দর শিখিপুচ্ছচন্দ্রিকা ।

৭

গোধন সঙ্গে রঙ্গে বহুদমন
 বিহরই যমুনা^১ তীর ।
 দাম ক্রীদাম সুদাম মহাবল
 গোপ গোপাল সঙ্গে বলবীর ॥
 বাজত ঘন ঘন বিবাণ^২ বেণু ।
 হৈ হৈ রব হাওয়া রব গরজন
 আনন্দে মগন চরত সব ধেনু ॥
 সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
 চূড়ে শিখণ্ডক কুমুম উজোর ।
 মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
 হেরইতে জগজন মন কর ভোর ॥
 বলর নিসান কনক কাট^৩ কিকিণি
 নুপুর রুহু বুহু বাজ ।
 গোবিন্দদাস-গহ নিতি নিতি ঐছন
 বিহরই নব-ঘন বিগিন সমাজ ॥

প. ক. -১৩০৯

১ যামুন ।

২ নিসান ।

৩ কটিগর ।

টাকা—বিহরই—বিহার করে । শিখণ্ডক—বয়রপুচ্ছ । গুঞ্জা—কুঁচ,
 গুঞ্জার ফুল । মঞ্জুল—মলোহর । ভোর—উষ্মত, বিহঙ্গ ।
 নিসান—নিঃসন ।

। উত্তর গাথ ।

৮

চাঁদ যুখে বেণু দিয়া সব খেজু নাম লইয়া
 ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে ।
 শুনিয়া কানাইর বেণু উর্ধ্বযুখে ধায় খেজু
 গুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
 অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
 আসিয়া মিলিল নিজ-যুখে ।
 যে বনে যে খেজু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
 চালাইল গোকুলের যুখে ॥
 শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
 আর শিশু চলে ডাহিন বাম ।
 শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
 তাঁর মাঝে নবঘনশ্রাম ॥
 ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
 পথে চলে করি কত ভঙ্গে ।^১
 যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনেঘন
 বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥^২

প. ক.—১২০৮

১ ভঙ্গি ।

২ সঙ্গি ।

টীকা—শ্বেতকান্তি অনুপাম—অতুলনীর শুভবর্ণ ; বলরামের পুরাণপ্রসিদ্ধ
 রূপ । আবা আবা ঘনেঘন—নিরন্তর মুখবাদ্য ।

৯

কোন বনে গিয়াছিল। ওরে রাম কাহ্ন ।
 আজি কেন চান্দযুখের নাই শুনি কেহ ॥

কীর সর মনী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া ।
 বুঝি কিছু খাও নাই শুধাওয়াছে ছিন্না ॥
 বলিল হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে ।
 না জানি কিরিলে কোন গহন কানমে ॥
 নব তুণাকুর কত ভুকিল^১ চরণে ।
 এক-দিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥
 না বুঝি ধাইয়াছ কত খেজুর পাছে ।
 এ দাস বলাই কেনে এ মুখ দেখ্যাছে^২ ॥

প. ক.—১২১২

১ ভুকিল ।

২ দিরাছে ।

টীকা—ভুকিল—বিঁধিল । এক-দিঠি—এক দৃষ্টি ; অনিবেশ । দেখ্যাছে
 —দেখা আছে ।

১০

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে ।
 বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম^১
 চুখ দেই মুখ-সুখাকরে ॥
 কীর ননী ছেনা সর আনাইয়া ধরে ধর
 আগে দেই রামের বদনে ।
 পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মন-সুখে^২
 নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে ॥
 গোপের রমণী যত চৌদিগে শতে শত
 মুখ হেরি লহ লহ বোলে ।
 মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল ছলাছলি
 আরতি করয়ে কুতূহলে ॥

আলিয়া রতন-বাতি করে সবে আরতি
হরষিত বলোমতী মাই ।

কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দোহঁ^৩ রূপের বলিহারি মাই ॥

প. ক.—১২১৪

১ দক্ষিণেতে বলরাম ।

২ মহা সুখে ।

৩ দুহঁ ।

টীকা—নিরঞ্জে—নিরীকণ করে । লহ লহ—মৃদু মৃদু ।

বয়ঃসন্ধি ও রূপারতি

১

দেখ সখি গৌর মরম^১ অল্পপাম ।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহ^২ জিভল কোটি-কাম ॥
সুরধুনী-ভীরে সবহ^৩ সখা মেলি
বিহরয়ে কোতুক-রঙ্গী ।
কবহ^৩ চঞ্চল গতি কবহ^৩ ধীর-মতি
নিদ্ভিত-গজ-গতি-ভঙ্গী ॥
ধীর নয়নে খেনে ভোরি নেহারই
খেনে পুন কুটিল কটাখ ।
কবহ^৩ ধৈরজ ধরি রহই মোন করি
কবহ^৩ কহই লাখে লাখ ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি^২
ইহ নব^৩ বয়স-বিলাস ।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীমুত
সোই ভাব পরকাশ ॥

প. ক.—৭৬

১ পরম ।

২ স্তনহ সতি ।

৩ নহ ।

টীকা—মরম—মর্ম, ভাবরূপ । অনুপম—অতুলনীয় । লখই না পারিয়ে—সংকিত হয় না । তবহ—তথাপি । কোতুক-রঙ্গী—কৈশোরে গৌরাদেহের কোতুক-প্রিয়তা প্রসিদ্ধ । কবহ—কখনও । ভোরি—বিহ্বল হয়ে । নেহারই—দেখে । যছু—যব্য । কলি যুগে ইত্যাদি—অনপিতঙ্গীঃ চিরাৎ কল্পণ্যাবতীর্ণঃ কদৌ, সর্বপরিভূত উন্নতোজ্জ্বলমানঃ বভভিধিরন ।

গোরা-রূপে কি দিব তুলনা ।
 তুলনা^১ নহিল যে কছিল বান^২ সোনা ॥
 মেঘের মিছুরী মছে রূপের উপাখ ।
 তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
 তুলনা নহিল স্বর্ণ^৩ কেতকীর দল ।
 তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
 কুসুম জিনিয়া অঙ্গশঙ্ক মনোহরা ।
 বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥

প. ক.—১১৩৭

১ উপাখ ।

২ কাঁচা ।

৩ রূপে ।

টাকা—কছিল বাণ সোনা—কট্টপাথরে-যাচাই-করা স্বর্ণ-বর্ণ=খাঁটি
 সোনা । কেতকীর দল—কেয়াকুলের পাপড়ি । নহিল—ন+
 অহ্ (অস্)+ইল । গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণের প্রসাধন-
 দ্রব্য ।

৩

শৈশব যৌবন দরশন ভেল ।
 ছুহঁ দল-বলে ধনি^১ দন্দ পড়ি গেল ॥
 কবহঁ বাকয়ে কচ কবহঁ বিথারি ।^২
 কবহঁ বাপয়ে অঙ্গ কবহঁ উবারি ॥^৩
 ধীর নয়ান অধির কহু^৪ ভেল ।
 উন্নত-উন্নতল^৫ লালিম দেল ॥
 চকল চরণ চিত চকল ভান ।
 জাগল জনসিদ্ধ দুহিত-নয়ান ॥

বিভাপতি কহে গুন বরকান ।^৬

ধৈর্য ধরহ মিলায়ব আন ॥

প. ক.—১০৪

১ দরশনে দুহু ।

২ উয়ারি ।

৩ বিখ্যারি ।

৪ নাহি ।

৫ উদিত থল ।

৬ কর অবধান ।

টীকা—দুহু দল-বলে—সৈন্য সামন্তগহ উভয়ের রণের বখাভাগে শ্রীমতী ।
কবহু—কখনও । কচ—কেশ । বিখ্যারি—বিতার করে । বাঁগয়ে
—আবৃত্ত করে । উয়ারি—উল্কাটন করে । উরজ—বক । তান
—ভাব, ভঙ্গি । জ্ঞান—জানিয়া ।

৪

খেনে খেনে^১ নয়ন কোণ অঙ্গুরই ।

খেনে খেনে বসন ধূলি তলু ভরই ॥

খেনে খেনে দশন ছটাছটি^২ হাস ।

খেনে খেনে অধর আগে করু বাস ॥

চৌঙকি^৩ চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ ।

মনমথ-পাঠ পহিল অঙ্গুরক ॥

হৃদয়জ মুকুলিত^৪ হেরি হেরি থোর ।

খেনে আঁচর দেই খেনে হএ ভোর ॥

বালা শৈশব তারুণ ভেট ।

অঙ্গুরই ন পারিয়ে ঘেঁঠ কনেঠ ॥

বিভাপতি কহে গুন বরকান ।

ভরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান ॥

প. ক.—৮৩

১ খেনে খেনে ।

২ ছুটা ছুট ।

৩ টঙকি ।

৪ হিরদর মুকুল ।

টাকা—খেনে খেনে—কণে কণে । অধর আগণে কর বাগ—মধরাগ্রে
বগন নাস্ত করে । চোঙকি—চমকিত হয়ে । খোর - অন্ন । ভোর
—বিহ্বল । অনুবহ—প্রবর । ভেট—বিলন । জেঠ—জ্যেষ্ঠ ।
কনেঠ—কনিষ্ঠ । চিহই না জান চেনা যায় না ।

৫

খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ ।

হেরত ন হেরত সহচরী-মাঝ ॥

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই ।

বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই ॥

মুখ-রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ ।

ফুটল বাহুলি কমলক সঙ্গ ॥

লোচন জহু থির ভূঙ্গ আকার ।

মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার ॥

ভাঙুক ভঙ্গিম খোরি জহু ।

কাজরে সাজল মদন-ধনু ॥

ভনয়ে বিজ্ঞাপতি দোভিক বচনে ।

বিকল অঙ্গ ন যায়ত ধরণে ॥

প. ক.—৮০

টাকা—খেলত ন খেলত—খেলে এবং খেলা বহু করে । দোহাই—
শপথ । অনু—বেন । ফুটল বাহুলি ইত্যাদি—লৌহিত্যের অন্য
অধর বাহুলি ফুলের এবং মুখ-শোভা কনলের সঙ্গ । লোরভ
ব্যক্তি । ভূঙ্গ আকার—মনের আকৃতি । বধু.....পার—বধুপানে
নস্ত হয়ে বেন উড়তে পারছে না । ভাঙুক ভঙ্গিম—কতলী ।
বিকল—বিকসিত । ধরণে—সম্মরণ ।

৬

তীনভুবনজগৎমোহিনী ।
 রতিরসকামমোহনী ॥
 শিরীষকুশুমকৌঅলি
 অদভূত কনকপুতলী ॥
 দিনে দিনে বাড়ে তছু লীলা ।
 পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
 দৈবে কৈল কাহ্ন মনে জাপী ।
 নপুংসক আইহনের রাণী ॥
 দেখি রাধার রূপ যৌবনে ।
 মাঅক বুঝিল আইহনে ॥
 বড়ায়ি দেহ ইহার পাশে ।
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; অন্বয়ও

টীকা—রতিবসকামমোহনী—ইচ্ছামত শূদাররসমোহনে সমৰ্থা । কৌঅলি
 —কোমলা । দৈবে কৈল ইত্যাদি—এ হেন বালিকা (পূর্ব জন্মে
 লক্ষ্মী) দৈববশে নপুংসক অভিমন্যুর পত্নী হয়েছে কৃষ্ণ তা মনে
 মনে জানেন । আইহন—অভিমন্যু । বুঝিল—ব্রত—ইল ।
 বড়ায়ি—বড়+আই=ঠাকুমা-দিদিমা সদৃশা ।

৭

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-
 মণ্ডন বদন-বিকাশ^১ ॥
 অধরে মিলান্নত শ্রাম-মনোহর-
 চীত-চোরায়নি^২ হাস ॥
 আজু নব শ্রাম-বিনোদিনী রাই ।

ভহু ভহু অতনু-বুধ-ধত-সেবিত
 লাবণি বরণি না যাই ।
 কবরী-বকুল-কুলে আবুল-অলিকুল
 মধু পিবি পিবি উত্তরোল
 সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-রঙ্কৃতি
 কিঙ্কিণি রংরগি বোল ॥
 পদ-পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
 রংকন^১ খঞ্জন-ভাষ ।
 মদন-মুকুর জহু^২ নখ-মণি-দরপণ
 নীছনি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—২৪৬৩

- ১ বদনচাঁদ বিকাশ ।
- ২ চোরারজি ।
- ৩ পুরিত ।
- ৪ জিনি ।

টীকা—শারদ সুধাকর ইত্যাদি—পূর্ণ শরচ্ছত্রের শোভা বর্ণিত করতে পারে এমন সুধশোভা । শ্যাম-মনোহর—কৃষ্ণের চিত্তাকর্ষী । চিত-চোরারজি—মনোহারী । অতনু-বুধধত—প্রতি অঙ্গ মদন-শ্রেণী কর্তৃক সেবিত । বরণি না যাই—অবর্ণনীয় । পিবি পিবি—পুনঃ পুনঃ পান ক'রে । উত্তরোল—চঞ্চল, বিহ্বল । বোল—ধ্বনি । মদন মুকুর জহু—মদনের দর্পণসমান । নীছনি—নির্মল-রত অর্থাৎ প্রীতি অনুরক্ত ।

৮

সুখা ছানিরা কেবা ও সুখা ডেলেছে গো
 তেমতি শ্যামের চিকন দেহা ।
 অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
 চাঁদ নিভাড়ি কৈল খেহা ॥

খেহা নিঙাড়িয়া কেবা বুখানি বনাইল রে

জবা নিঙাড়িয়া কৈল গও ।

বিশ্ব কল জিনি কেবা ওঠ গড়ল রে

ভুজ জিনিয়া করি গুণ ।

কবু জিনিয়া কেবা কঠ বনাইল রে

কোকিল জিনিয়া সুন্দর ।

আরজ মথিয়া^১ কেবা সারজ বনাইল রে

ঐছন দেখি পীতাম্বর ।

বিত্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে

এমতি লাগরে বৃকের শোভা ।

কানড়^২ কুসুমে কেবা সুবম করিল^৩ রে

এমতি ভকুর দেখি আভা ।

আদলি উপরে কেবা কদলী রোণিল রে

ঐছন দেখি উরুযুগ ।

অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে

চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ ।

চণ্ডীদাস (নী. সু. সং)—৬২

১ মাথিয়া ।

২ দাম ।

৩ করেছে ।

টীকা—খেহা—নির্বাস, (হৈর্য-খিতানি) । কবু—শখ । আরজ—হরিত্রা ; হলুদ । সারজ—স+আরজ ; হরিত্রাভ । কানড় কুসুম—নীল পদ্মকুল । আদলি—<অর্কস্থানী, কলসীর নিম্নাংশ । কদলী উপরে আর পত্রসদৃশ পারের পাতা নিম্নে । দর্পণ—নখ ব্যক্তিত ।

৯

বিকচ-সরোজ- ভাণ সুখমণ্ডল
 দিঠি ভজিম নট খঞ্জন জোড় ।
 কিয়ে যুহু মাধুরী হাস উগারই
 পী পী^১ আনন্দে আশি পড়লহি ভোর^২ ॥
 বরশি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া ।
 কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
 কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিরা ॥
 অজদ বলয় হার মণি কুণ্ডল
 চরণে^৩ নুপুর কটি কিঙ্কিণি কলনা ।
 অভরণ-বরণ কিরণ অঙ্গ টরটর
 কালিন্দীজলে বৈছে চান্দকি চলনা ॥
 কুঙ্কিত কেশ বেশ^৪ কুমুদাবলি
 শির পর শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে ।
 অনন্ত দাস পছ অপরূপ লাবণি^৫
 সকল সুবতি মন পড়ি গোও কান্দে ॥

প. ক—২৬৮

- ১ পিবি ।
- ২ পড়ল বিভোর ।
- ৩ কনয়া ।
- ৪ খচিত ।
- ৫ সুবতিক লোচন ।

টীকা—বিকচ—বিকশিত । সরোজ ভান—পদ্মের ন্যায় । দিঠি ভজিম—
 নয়নভঙ্গী । নট খঞ্জন জোড়—নৃত্যরত খঞ্জন যুগল । উগারই—
 উদগীর্ণ করে । পী পী—পান ক'রে ক'রে । ভোর—বিহ্বল ।
 বরশি চিকনিয়া—লাবণ্যযুক্ত বর্ণ । ঘনপুঞ্জ—বেষণি । কুবলয়
 দল—নীলপদ্মের পাপড়ি । শিখিচান্দকি ছান্দে—সমুদ্রপুচ্ছের চন্দ্র-
 শোভা । লাবণি—লাবণ্য ; অধিকরণ নুত্ত ।

১০

চুড়াটি বাকিয়া উঠ কে দিল মনুগুহ
ভালে সে রক্ষী-মনোলোভা ।

আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥

মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চুড়াটি বেড়িয়া ।

হেন মনে অল্পমামি বহিতেছে সুরধুনী
নীল গিরি-নিখর ঘেরিয়া ॥

কালার কপালে চন্দ্র চন্দ্রনের বিকিমিকি
কেবা দিল কাণ্ড রজিয়া ।

রক্তভের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুম্ম তাহে দিয়া ॥

হিন্দুল জলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে ।

জ্ঞানদাসেতে কম মোর মনে হেন লর
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥

পদান্তমাধুরী—৪৪৮

টীকা—ভালে—ভাল ; সুরধুনী—গঙ্গা । কাণ্ড—কাগ । কালিন্দী—
বনুনা । হিন্দুল—পারদসজ্জাত রক্তবর্ণদ্রব । করবীরে—রক্তকরবী
কুল দিয়ে ।

১১

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর

আখ আখঃপদ চলনি রসাল ।

কাঞ্চন-বকন বসন মনোরম

অলিকুল-মিলিত^১ ললিত বনমাল ॥

ତାଳେ ବନି ଆଠତ^୧ ମନ ମୋହନିନୀ ।

ଅଜାହି ଅଜ ଅନଜ-ତରଞ୍ଜିମ

ରଞ୍ଜିମ ଭଞ୍ଜିମ ନୟନ ନାଚନିନୀ^୨ ॥

ସାବହି ଶ୍ୟାମ ପୀନ-ଉର-ଅହର

ପ୍ରୀତର-ଅରୁଣ-କିରଣ ମଣି-ରାଜ ।

କୁହର-କରତ-କରାହି କର-ବନ୍ଧନ

ମଳୟଜ କଢ଼ଣ ବଳୟ ବିରାଜ ॥

ଅଧର-ସୁଧାବର ମୁରାଜି-ତରଞ୍ଜିନୀ

ବିଗଳିତ ରଞ୍ଜିନୀ-ହୃଦୟ-ହୁକୁଳ ।

ମାତଳ ନୟନ ଭ୍ରମର ଭ୍ରୁ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି

ଉଡ଼ି ପଡ଼ିତ ଶ୍ରୀତି-ଉତପଳ-ହୁଳ ॥

ରୋଚନ^୩ ତିଳକ ଚୁଡ଼େ ବନି ଚନ୍ଦ୍ରକ

ବେଢ଼ଳ ରମ୍ୟ-ମନ-ମଧୁକର-ମାଳ ।

ଗୋବିନ୍ଦନାମ-ଛିତେ ନିତି ନିତି ବିହରଟ

ଇହ ନାଗରବର ଡ଼ରଣ ଡ଼ମାଳ ॥

ପ. କ.—୨୫୨୫

୧ ବଳିତ ।

୨ ଆଠରେ ।

୩ ଶ୍ୟାମ ମୋହନିନୀ ।

୪ ଗୋରୋଚନ ।



ଟାକା—ଅରୁଣିତ—ରଞ୍ଜିତ । ରମାଳ—ସରଳ । ବନି—ସେଜେ । ରଞ୍ଜିତ
ଭଞ୍ଜିତ—ରଞ୍ଜେ ଭଞ୍ଜେ । ଉର-ଅହର—ବନ୍ଧୁ ଆକାଶ । ପୀନ—ବିପୁଳ ।
ବିଗଳିତ ରଞ୍ଜିନୀ ହୃଦୟ-ହୁକୁଳ—ରମ୍ୟାଦେର ରଞ୍ଜିତବନ ଶ୍ରୀମତି
ହର । କୁହର-କରତ କରାହି—ହସ୍ତିଶୁଦ୍ଧେର ମତେ ହାତେ । ବଳୟ—
ଚନ୍ଦନ । ରୋଚନ ତିଳକ—ଅଳଙ୍କାର କୋଟା । ଚୁଡ଼େ ବନି ଚନ୍ଦ୍ରକ—ଚୁଡ଼ା
ବସୁରପୁଷ୍ପେର ଶାଢ଼ୀ । ବେଢ଼ଳ ରମ୍ୟ-ମନ-ମଧୁକର ମାଳ—ରମ୍ୟାଦେର
ବନରମ୍ୟ ରମ୍ୟକୂଳ ସେନ ମାଳାର ଆକାଶେ ବେଢ଼ନ କରେ ରହି ।

১২

ত্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণি ।
 হরি^১চন্দন তিলক ভালে বনি ॥
 শিখি পুচ্ছকি বন্ধনি বামে চলি ।
 কুলদাম নেহারিতে কাম চলি ॥
 অভিকুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলি ।
 মুখ নীল সরোরুহ বেড়ি অলি ॥
 ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি ।
 নব বারিদ বিদ্যাত ধীর জনি ॥
 অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধতি ।
 কল-কিঙ্কণী সংযুত কৌণ কটি ॥
 পদ নুপুর বাজত পঞ্চশরং ।
 করবাদন নর্তন^২ গীতবরং ॥
 পদ নুপুর বাজত পঞ্চরসে ।
 কিবা বেণু বেয়াগিত দিগ দশে ॥
 যোগি যোগ ভূলে হুনি-খান টলে ।
 ধায় কামিনী কাননে তেজি কূলে ॥
 গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে ।
 সুখ-রূপ-ভুবীকধ পুষ্পকলে ॥
 সুরাসুর লঙ্ঘিত শাস্ত মনে ।
 পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥

প. ক.—১৩২৪

১ হেরি ।

২ নর্তক ।

টাকা—হরিচন্দন—বর্গীর বৃকবিশেষ অথবা হরি, চন্দন-তিলক । বনী—
 লঙ্ঘিত । নব বারিদ—নববর্ষার সেব । পীত ধতি—পীত বসন ।

সংবৃত্ত—সংবৃত্ত । পঞ্চপদ—ষড়দ, ঋষভাদি পঞ্চ দ্বয় । বেরাপিত্ত
—ব্যাধি । দিগ্গ মশে—দশ দিকে । গজ সর্প সঞ্জে—মেহ ও
গমন গজ সদৃশ, চকল বাহ সর্প সদৃশ । ভূ-বীজ—সুখরূপ
ভূমিলতা পুশিত্ত ও ফলবান হয় ।

পদটি সংস্কৃত ভেটিক ছন্দে রচিত । নৃসিংহদেব—অষ্ট কবিরাজের
অন্যতম । শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য নৃসিংহদেব সপ্তদশ শতকে
বর্তমান ছিলেন ।

পূর্বরাগ

১

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি ।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটার ধরশী ॥
রাধা নাম কপে গোরা পরম মতনে ।
সুরধুনী-ধারা^১ কহে অরুণ নরানে ॥
ধেনে ধেনে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি বাস ॥
রাধা নাম বলি ধেনে ধেনে সুরহার ॥
পুলকে পুঙ্খল ভরু গদগদ বোল ।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উত্তরোল ॥

প. ক.—৫৪

১ কত সুরধুনী ।

টীকা—ধেনে ধেনে—কপে কপে । উত্তরোল—ব্যাকুল ।
পদটি কৃকভাবিত গৌরাদের পূর্বরাগ বিষয়ক । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব-
রাগের গৌরচন্দ্রিকা ।

২

আজু হাম কি পেখলু^১ নবদীপচন্দ ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পহ ।
ধেনে ধেনে^২ ফুলবনে চলই একান্ত ॥
হলহল নয়ন-কমল সুবিলাস ।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ ।
রাধামোহন কহু না পায়ল খেহ ॥

প. ক.—৬৮

১ কপে কপে ।

টাকা—বরান—বদন । অবলম্ব—ন্যস্ত । গভাগতি—গমনাগমন । ঘর
পহ—ঘর বার । একাত্ত—একাকী । তরু—পূর্ণ । খেহ—খই,
ভল ।

এই পদটি রাধাভাবিত গোরাঙ্গের পূর্বরাগ বিঃ । স্মৃতরাঃ রাধার
পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা ।

৩

অবনত আনন কএ হম রহলিহঁ
ঝরল লোচন-চোর ।

পিল্লা-মুখ-কটি পিষএ খাওল
জনি সে চাঁদ চকোর ॥

ততহঁ সঞে হঠে হঠি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি ।

মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥

মাধব বোলল মধুর বাণী
সো শুনি মুছ মোঞে কান ।

তাহি অবসর ঠায় বায় তেল
ধরি ধনু পাঁচবাণ ॥

তরু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু ।

চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহ-বলরা ভাগু ॥

ভণ বিজ্ঞাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল না যায় ।

রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ
শ্যামসুন্দর কায় ॥

টীকা—রহলিহঁ—রইলাব । বারল—নিবারণ করলান । শিবএ—পান
করতে । ধাওল—ধাবিত হল । জনি—বেন । ততহঁ—সেখান ।
সঞ্জে—সজে, থেকে । হঠি—সরিয়ে । ধএল—ধরলান । তইঅও
—ভবুও । পসারএ—প্রসারিত করে । পৌষি—পক । মুদু—
মুদ্রিত করি । ঠার বান ভেল—সেহসান, সেহসী বৈরী হল ।
পসেব—প্রসেদ, হার । পসাহনি—প্রসাধন । ভৈসন—সেইরূপ ।
চুনি চুনি—চূর্ণ চূর্ণ । কাঁচুঅ—কঙ্কু । ভাও—ভগ্ন হল ।
ভণিতার কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার বহমান করেছেন । পদটি পূর্ব-
রাগের রূপদর্শন-লালসা অবস্থার নিদর্শন ।

৪

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শব্দে মো আউলাইল রাখন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।
দাসী হজা তার পাএ নিশিবো আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিন্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈল কোণ দোষে ॥
আখর বরএ মোর নমানের পানী ।
বাঁশীর শব্দে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতে কিবা আশ্তার মণ ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআ লুকাও ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি অগজনে জানী ।
মোর মন পোড়ে বেকু কুস্তারের পানী ॥

আমর সুখাএ মোর কার অভিলাসে ।

বাসলো শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড

টীকা—বাএ—বাজার । <বামই<বাদয়তি । কালিলী—বমুনা । নই--
কুলে—নদীকুলে । বেকুল—ব্যাকুল । আউলাইল—আকুলিত
বা বিপর্যস্ত হল । রাঙ্কন—রঙ্কন । নিশিবোঁ—সমর্পণ করব
(নি+বিশ্) । মোঁ—আমি । আঝর—অঝোরে । সুসর—
সুস্বর । পনী—কুন্তকারের পোড়ানোর ভাটি । পোড়ে—পোড়ায়ে ।
আগ—অগ্নি । দেউ—দদাতু ।

বংশীরব শ্রবণজাত পূর্বরাগ । লালসা ও বাগ্রতা বর্ণিত ।

৫

সই কেবা শুনাইলে^১ শ্যাম নাম ।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল^২ গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

না জানি কতক মধু শ্যাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।

জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো

কেমনে পাইব সই^৩ তারে ॥

নাম-পরতাপে যার ঐহন করিল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া^৪ গো

যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥

পানরিতে করি মনে পানরা না যায় গো

কি করিব কি হবে^৫ উপায় ।

কহে বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে

আপনার যৌবন যাচার ॥

- ১ শুনইল।
- ২ স্থানিল।
- ৩ কেমনে বা পাসরিব।
- ৪ দেখিলে।
- ৫ কহ রে।

টীকা—পরতাপে—প্রতাপে। ঐছন—ঐরূপ। কৈছে—কেনন করে,
কায়সে (হি°)। পাসরিতে—ভুলতে (প্র+স্মৃ)। বাচায়—
যেচে দান করে।

পদটি নামপ্রবেশে পূর্বরাগের দৃষ্টান্ত।

ভুলনীর :

তুও তাণবিনী রতিঃ বিতনুতে তুণাবলী-লঙ্ঘয়ে
কর্ণকোড়-কড়বিনী ঘটয়তে কর্ণাব্দুদেভাঃ শূহাঃ।
চেতঃ-প্রাঙ্গণ-গজিনী বিজয়তে সর্বেক্সিরাণাঃ কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়ত্তিরম্ভৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণয়ী ॥
বিদগ্ধবাহব—রূপগোস্থায়ী

৬

হাম'সে অবলা হৃদয়ে অখলা

ভাল মন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া পটেত লিখিয়া^১

বিশাখা দেখাল আনি ॥

হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।

বিষম বাড়ব- আনল^২ মাঝারে

আমারে ডারিয়া দিল ॥

বয়স কিশোর বেশ মনোহর

অতি সুমধুর^৩ রূপ।

নয়ন যুগল করয়ে শীতল

বড়ই রসের কুণ ॥

নিজ পরিজ্ঞান সে নহে^৪ আপন

বচনে বিশ্বাস করি।

বর্সে কিশোরী রাজার কুমারী
 তাহে কুলবধু বালা ।
 কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
 না বুঝি তাহার ছলা ॥
 তাহার চরিতে হেন বুঝি চিন্তে
 হাত বাড়াইল^১ চান্দে ।
 চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
 ঠেক্যাছে কালিয়া ফান্দে ॥

প. ক.—২৩

১ কেমন ।

২ বাড়ায়াছে ।

টীকা—দণ্ডে—দাঁড়ায় । উচাটন—ব্যাকুল । মদনসত্তাপের একটি অবস্থা ।
 খসাক্সা—খুলি । ছলা—আচরণ রহস্য ।
 পদটিতে পূর্বরাগের উদ্বেগদণার লক্ষণ বর্তমান । রাধাবিষয়ে সম্বোধন ।

৮

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ।
 বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
 না শুনে কাহার কথা ॥
 সদাই^১ ধ্যানেনে চাহে মেষ পানে
 না চলে নয়ান-তারা ।^২
 বিরতি আহারে রাজা বাস পরে
 যেমত^৩ যোগিনী পারা ॥
 এলাইয়া^৪ বেশী ফুলের^৫ গাঁথনি
 দেখয়ে খসাক্সা^৬ হুলি ।

হসিত বয়ানে চাহে যেথ পানে
 কি কহে ছুহাত' তুলি ।
 এক দিষ্ট^১ করি ময়ূর-ময়ূরী
 কষ্ট করে নিরথনে ।
 চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
 কালিয়া বজুর সনে ॥

প. ক.—৬০

- ১ সমনে ।
- ২ নয়নের তারা ।
- ৩ যেন ।
- ৪ আউলাইয়া ।
- ৫ কলরে ।
- ৬ আগন ।
- ৭ বয়ানে ।
- ৮ দিষ্টি ।

টীকা—ধেয়ানে—ধ্যানে । তুলি—কেশ । এক দিষ্ট—এক দৃষ্ট ।

পদটিতে পূর্বরাগের 'অড়িনা' লক্ষণ স্পষ্ট । পদটির সঙ্গে একাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতকবি রাজশেখরের একটি শ্লোকের তুলনা করা যায়—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবত্তিঃ পরা
 নাসাঞ্জে নয়নং যদেতদপরং যশৈচকতানং বনঃ ।
 বৌনক্কেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাতাতি তে
 তদ্ব্রুহাঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিরোগিন্যসি ॥

২

ভোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী ।

পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥

শাউন মাসের দে রিমি কিমি বরিখে

নিম্নে তব্ব নাহিক বসন ।

শ্যাম-বরণ এক পূরষ আসিয়া মোর^১
 মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
 বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
 লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই ।
 আপনা করয়ে পণ সব মাগে প্রেমধন
 বলে কিন^২ যাচিয়া বিকাই ॥
 চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
 যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি ।
 আকুল^৩ পরাণ মোর ছনয়নে বহে লোর
 কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
 কিবা সে^৪ মধুর বাণী অমিরার তরলিণী^৫
 কত রজ-ভজিয়া চাগার ।
 কহে বন্ধু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
 কেনে বিধি চিয়াইল তায়^৬ ॥

প. ক.—১৪৫

- ১ গো ।
- ২ কিনা ।
- ৩ কহয়ে ।
- ৪ অমিরার তরল জিনি ।
- ৫ কি জাগি চিয়ার বিধাতার ।

টীকা—শাওন—শ্রাবণ । দে—দেয়া (দেব), মেঘ । নিলে—নিজার ।
 কিন—ক্রয় কর । সতি—সত্য । লোর—অশ্রু । পরতীতি—
 প্রতীতি । চিয়াইল—জাগাইল ।
 বর্তমান পদটি স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগের দৃষ্টান্ত ।

১০

মনের মরম কথা তোমায়ে কহিয়ে এখা
 গুন গুন পরাণের সহি ।

স্বপনে দেখিছু^১ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিহু আর কার নই ॥

রজনী শাউন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি^২ শব্দে বরিষে ।

পালকে শরন রঞ্জে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ্দ যাই মনের হরিষে ॥

শিখরে শিখণ্ড রোল মস্ত দাত্তরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে ।

ঝিঞ্জা ঝিনিকি বাজে ডাছকী সে গরজে^৩
স্বপন দেখিছু^১ হেন কালে ॥

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে^৪ লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী ।

দেখিয়া তাহার রীত^৫ যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥

রূপে গুণে রস-সিদ্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে ।

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন^৬ বিকাইছু^১ বোলে ॥

কিবা সে ভুরুর ভজ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে ।

হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রজ জানে ॥

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল ।

অঙ্গ অবশ ভেল লাজ মান ভয় গেল
জানদাস^৭ ভাবিতে লাগিল ॥

১ স্বন স্বন ।

২ ঘন গাছে :

৩ নরনে ।

৪ ভাবিতে সে সব রীত ।

৫ আমি তাহে ।

৬ বলরাম দাস—পদরসাকর, কমলাকান্ত ।

টিকা—এখা—এখানে । দে—দেহ । বিগলিত—অগত্বে । চীর—
বসন । শিখরে—পর্বতশীর্ষে । শিখণ্ড রোল—কেকাধ্বনি ।
দাদুরী বোল—ব্যাঙের ডাক । বিরা—বিঁবি । ভাহকী—হল-
অলচর পক্ষীবিশেষ । পৈঠল—প্রবিষ্ট হল । সেহ—সে-ই ।
এ পদটিও স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগ । পদটির নিসর্গবর্ণন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ
প্রিয় ছিল ।

১১

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে ।

কালিয়া বরণ এক মাহুষ-আকার গো

বিকাইলুঁ তার আঁখি-ঠারে ॥

নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই

কি খেনে বাড়াইলুঁ পা জলে ।

গুরুয়া গরব কুল নাশাইতে কুলবতী

কলঙ্ক আগে আগে চলে ॥

শ্যাম চিকনিয়া দে রসে নিরমিল কে

প্রতি অঙ্গে বলকে দাপনি ।

ভুবনমোহন ঠাম দেখিয়া কান্দয়ে কাম

কান্দে কত কুলের রমণী ॥

না জানি না শুনি তায় সে বা কোন দেবতার

ভেঁই সে তাহার হেন রীত ।

জ্ঞানদাসেতে কয় না করিলে পরিচয়
কে জানিবে তাহার পিরীত ॥

প. ক.—১৪৭

- ১ বাড়াইআম ।
- ২ নাশাইল ।
- ৩ কলক চলিয়া আগে ফিরে ।
- ৪ বংশীদাস—পদরসসারে নিমানন্দ ।

টীকা—নিতি নিতি—নিত্য নিত্য ; প্রতিদিন । গুরুমা গুরবকুল—
কঠিন কুলগৌরব । চিকনিয়া দে—চিকণ লাভণ্যময় দেহ ।
দাপনি—দর্পণ । ঠান—ভঙ্গী ।

পদটি বিভিন্ন সঙ্কলনে ভিন্ন পাঠান্তরে ভিন্ন ভিন্ন পদকর্তার নামে
সঙ্কলিত । পদকল্পতরুতে যদুনাথ, পদরসাকর ও পদরসসারে
বংশীদাস এবং প্রাচীনতম সঙ্কলন কণদাগীতচিন্তামণিতে জ্ঞান-
দাসের ভণিতায় আছে ।

১২

দেখ্য। আইলাম তারে সই দেখ্য। আইলাম তারে ।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥
বাক্যাছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া ।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা ।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন ॥
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম করিতে আউলাঙ্গ সব দেহ ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ ॥

বৈকব পদলহরী—পৃ: ৩১

টাকা—বিনোদ—বনোহারী । সবগুণা—গুণার কুল ? নবমালিকা ?
আউলার—আকুল হয় । বিষব—‘বিষবর’ পাঠ ? বেহ—সুহ ।
পদটি প্রত্যক্ষদর্শনে পূর্বরাগের পদ ।

১৩

কিশোর বয়স কত বৈদগ্ধি ঠায় ।
মুরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে ।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ^১ কিবা রূপ দেখিছু স্বপনে ।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মুহু মন্দ মন্দ হাসে ।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক ছুটি ভুরু^২-ভঙ্গী ।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মহুর চলন^৩ ধানি আধ আধ যায় ।
পর্যাপ যেমন করে কি কহিব কার ॥
পাশাপ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে ।
বলরাম দাস বলে কি হর^৪ পরশে ॥

প. ক.—১৪৬

- ১ মরৌ মরৌ ।
- ২ জাঁখি ।
- ৩ চরণ ।
- ৪ কহনে না যায় ।
- ৫ অবশ ।

টাকা—বৈদগ্ধি ঠায়—বিদগ্ধভঙ্গী বা রসমূর্তি । মরকত—নীলমণি ।
মলুঁ—মরনার । আই আই—আহা আহা ।
পদটি স্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগের ।

১৪

চিকণ কালা গলায় মালা

বাজন-নুগুর পায় ।

চুড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে^১

ভেরছ নয়ানে চায় ॥

কালিন্দীর ফুলে কি পেখলুঁ সই

ছলিয়া নাগর কান ।

ধরে যু বাইতে নারিলাম সই

আকুল করিল প্রাণ ॥

চাঁদ বলমলি মধুর পাখা

চুড়ায় উড়য়ে বায় ।

ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী^২

মধুর মধুর বায়^৩ ॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে

কেলি কদম্বে হেলা ।

কুলবতী সতী যুবতী জনার

পরান লইয়া খেলা ॥

অবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল

পিঙ্কন পিয়ল বাস ।

রাতা উতপল চরণ যুগল

নিছনি গোবিন্দদাস ॥

প.ক.—১৪৯

১ ফুলে ।

২ মধুর বাঁশী ।

৩ গায় ।

টীকা—চিকণ—চিকণ । ছলিয়া—ছল আছে বার, ছল+ইঅ । বুঝে—

অবণ করে । ভেরছ—বাঁকা । বু—মারি । বায়—বাদন

করে, বাতাসে । শিখন—পরশে । শিরব—শীত+ব । রাত
উতপল—রক্তপল । নিছনি—শ্রীতি ।

পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর ।

১৫

ঢল ঢল কাঁচা অন্ধের লাবণি

অবনী বহিয়া যায় ।

ঐষত হাসির উরজ হিলোলে

মদন মুরছা পায় ॥

কিবা সে^১ নাগর কি খেনে দেখিছু^২

ধৈরজ রহল দূরে ।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল

কেনে বা সদাই বুঝে ॥

হাসিয়া হাসিয়া অজ দোলাইয়া

নাচিয়া নাচিয়া যায় ।

নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে

পরশ বিকিতে ধায় ॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে

হিয়ার মাঝারে ছলে ।

উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা

খুরিয়া খুরিয়া বুলে ॥

কপালে চন্দন কোটার ছটা

লাগিল হিয়ার মাঝে ।

না জানি কি ব্যাধি মরমে বিকিল^২

না কহি লোকের লাজে ॥

এমন কঠিন নারীর পরশ

বাহির নাহিক হয় ।

না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয় ॥

প. ক.—১৫২

১ সে শ্যাম ।

২ বাজল / বাধল ।

টীকা—খুরে—কাঁদে । বিষয় বিশিষ্টে—নিদারুণ পরে ।

পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বিরচিত ।

১৬

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচস্থিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে ।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে ॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে ।
হা হা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য-গণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে অণু কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিন্তে ধরি খেহ^১ ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া ।
জল নহে হিমে জল কাঁপাইছে সব তল
প্রতি অণু নীতল করিয়া ॥
অন্ত নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর ।

তাপ নহে উক অতি পোড়িয়ে আমার মতি
 বিচারিতে না পাইয়ে ওর ।
 এতক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাড়িল জনি
 নারে চিন্তে প্রবোধ করিতে ।
 কহে শুন আরে সখি মিছাই কহিলা দেখি
 মুরলীর নহে ছেন রীতে ॥
 কোন সুনামের সেই মহামন্ত্র পড়ে যেই
 হরিতে আমার ধৈর্য যত ॥
 দেখিলা এ সব রীত চমক লাগয়ে চিত
 দাস যত্নস্বপনের মত ॥

প. ক.—১৪২

১ সুমধুর্য ।

২ থাক নিজ মন বাজি থেহ ।

টীকা—পদাবলী—পদসমূহ, বাক্য । থেহ—স্থৈর্য । ওর—সীমা । ছেনন
 না করে—সম্ভাব্য অর্থ, একেবারে হত্যা করে না । তনু—অঙ্গ ।
 'মোহ' লক্ষণের দৃষ্টান্ত, বংশীশ্রবণে পূর্বরাগের পদটি রূপ গোম্বারীর
 বিদগ্ধমাধবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের পদবিত্ত ভাববিস্তার—
 নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিগর্পন্
 কো নাম কর্ণপদবীরবিগলজানে ।
 হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ গর্হণীয়াঃ
 যেনাদ্য কামপি দশাঃ সখি লজ্জিতাস্মি ॥

১৭

সহজই বিবম অরুণ-দিগি তাকর'
 আর তাহে কুটিল কটাক্ষি' ।
 হেরইতে হামারি ভেদি উর-অন্তর
 ছেদল ধৈর্য-শাখী° ।
 এ সখি বিঃরয়ে কো পুন এহ ।

পীত বসন জহু বিজুরি বিরাজিত
 সজল-জলর-কুচি দেহ ।
 যুহু যুহু ভাষি হাসি উপভাষল
 দারুণ মনসিজ-আগি ।
 যাকর ধুমে ধরম-পথ কুলবতী
 হেরই রহ পুন ভাগি ।
 তহি পুন বেশু অধরে ধরি কুকরই
 দহইতে গোরব লাজ ।
 কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐহন
 আনহ^১ হৃদয়ক মাঝ ॥

প. ক.—১৫০

- ১ অঞ্চল ।
- ২ কটাখ ।
- ৩ মাখ ।
- ৪ আন আন ।

সীকা—তাকর—তাঁর (কৃষ্ণের) । কটাখি—কটাক । উর—বক ।
 ধৈরজ শাখী—ধৈর্যরূপ বৃক্ষশাখী । মনসিজ আগি—মদনাগ্নি ।
 ভাগি—ভাগ্য । আনহ—অন্যত্রও অর্থাৎ কৃষ্ণেরও । < অন্যথা ।

১৮

শুনইতে কাগহি আনহি শুনত
 বুঝইতে বুঝই আন ।
 পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
 কহইতে সজল নয়ান ॥
 সখি হে কি ভেল এ বরনারী ।
 করহ কপোল থকিত রহ বামরি
 জহু ধন-হারী জুয়ারি ॥

বিছুরল হাস রক্তস রস-চাকুরি
 বাউরি জুই ভেলি গোরি ।
 ঘনে ঘনে দীঘ নিশানি ডুই মোড়ই
 সবনে ডলমে ভেলি ভোরি ॥
 কাতর কাতর নয়নে নেহারই
 কাতর কাতর বাণী ।
 না জানিয়ে কোনে^১ হুখে দারুণ বেদন
 করবর এ ছুই নয়ানি^২ ॥
 ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
 ঘন ঘন অধরহি কাঁপ ।
 বলরাম দাস কহ জানলু^৩ জগ মাছ
 প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥

প. ক.—১৩৬

১ কাতর কহতহি ।

২ কিরে

৩ কমল নয়ানি ।

টাকা—নিকসই—প্রকাশ হয় । অনু ধনহারী জুয়ারি—নিঃস্বল জুয়াড়ীর
 মতো । বিছুরল—বিস্মৃত হল । বাউরি—বাতুল, পাগল ।
 পদটির রচয়িতা বলরাম কবিরাজ । পদটি পূর্বরাগের উন্মাদ দশার
 নিদর্শন ।

১২

সই^১ কেনে^২ গেলাম যমুনার জলে ।
 নন্দের নন্দন^৩ চাঁদ পাতিয়া রূপের কাঁদ
 ব্যাধ হলে কদম্বের ডলে ॥
 দিয়া হান্ত-সুখা চার অঙ্গ-হটা আঠা তার
 আঁধি-পাখী ডাহাতে পড়িল ।

মন-মুগ্ধ সেই কালে পড়িল রূপের জালে
 বাঁধী-বাঁসি গলায় লাগিল ১৫
 ধৈর্যশীল ১৬-হেমাঙ্গন গুরু গৌরব-সিংহদার
 ধরম-কপাট ছিল তার ।
 বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
 সমভূমি করিল আমায় ॥
 চিন্তাশালে ১৭ মস্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
 দ্বিগু কৈল ১৮ কটাক-অন্ধুশে ।
 দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ১৯ ছুটি
 না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ২০ ॥
 কালিঙ্গা কুটিল বাণে কুলশীল ২১ কোন্‌খানে ২২
 ডুবিল ২৩ উঠিল ব্রজের বাস ২৪ ।
 প্রাণমাত্র ২৫ আছে বাকি তাও বুঝি যায় সখি
 ভগ্নয়ে জগদানন্দ দাস ॥

অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ—৩:০

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ১ সজনি গো । | ৯ গেল । |
| ২ কেন । | ১০ পলাইয়ে গেল কোন দেশে । |
| ৩ দুলাল । | ১১ কুল মান । |
| ৪ ছিল । | ১২ কৈল খানে । |
| ৫ শুধু দেহ পিঞ্জর রহিল । | ১৩ ঘুটিল । |
| ৬ লজ্জাশীল । | ১৪ ব্রজবাস |
| ৭ গর্বশালে । | ১৫ শেষে । |
| ৮ হৈল । | |

টীকা—হাস্যসুখা চার ইত্যাদি—সাদৃশ্যরূপক । পরবর্তী অংশগুলিতেও
 তাই । শ্রীমতীর অবস্থা-পরিবর্তন ক্রম অনুসারে বর্ণিত হয়েছে ।

২০

মুঠই ধরনী ধরি সোয় ।

খাস বিহীন হেরি সহচরী রোয় ২ ॥

মুরহলি কণ্ঠে পরাণ ।^২
 ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ।
 এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই ।^৩
 বিনহি পরশে তুরা ন জীবই রাই ।^৪
 কেহ কেহ অপয়ে দেব-দ্বিষ্টি জানি ।
 কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিষ আনি ।
 কেহ নাম ধরি করে হাস-বিচারি ।
 বিরহ-বিঘ্ন কেহ লখই না পারি ॥
 শেষ দশা যব সো সব জান ।
 কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥

প ক. - ১৮০

- ১ খনে খনে হাস খনে খনে রোর
- ২ খেনে খেনে মুরহই শেষ পরাণ ।
- ৩ এ হরি এ হরি পেখলুঁ বর নারী ।
- ৪ না জীবই বিন করে পরশে তোহারি ।

টীকা—গোয় সে । দেব চিঠি—অপদেবতার দৃষ্টি । জ্যোতিষ—
 জ্যোতিষী । বিরহ বিঘ্ন—বিরহ বিঘ্ন । শেষ দশা—পূর্বরাগের
 শেষ অবস্থা বৃত্ত । বিনহি পরশে—অর্শ বিলা ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ॥

২১

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনী
 ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥
 দাক্ষণ কুসুমশর স্নদত সন্ধানে ।
 অতিশয় মোর মণ হাণে ॥
 পরাণ অধিক বড়ানি বোলোঁ মো ভোকারে ।
 রাধিকা জানাখী দেহ মোরে ॥

কুমুদিত তরুণ বসন্ত সমগ্র ।
 তাত মধুকর মধু পীএ ॥
 সুসর পঞ্চমশর গাএ শিকগণে ।
 ত্তে কারণে ধীর নহে মণে ॥
 আভিশয় বাঢ়ে মোর মদন বিকার ।
 তাত কর মোর উপকার ॥
 এ ধাপক আইলা বড়ায়ি আশ্কার আগে ।
 মোর কাজ তোম্মাত লাগে ।
 একবার মোর তোম্মে কর উপকার ।
 আশ্কে দেব সংসারের সার ॥
 রাধিকা মানাঈ বড়ায়ি পুর মোর আশ ।
 বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাহুলখণ্ড ।

টীকা—না পারোঁ—পারি না । তোম্মারে—তোমাকে । মানাঈ—
 বুঝিয়ে, স্বীকার করিয়ে । তাত—তাতে । পীএ—পান করে ।
 এখানক—এখানে । ভাগে—ভাগ্যে । মোর কাজ তোম্মাতে
 লাগে—আমার এ কাজ তোমার উপযুক্ত ।

পদটি দ্বিতীয়ে প্রবণে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ।

২২

সজনি ভাল করি পেখন ন ভেল ।
 মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জম্ম
 হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
 আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
 আধিঁ নয়ন-তরঙ্গ ।
 আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
 তব ধরি কণ্ঠে অনঙ্গ ॥

একে তবু গোরা কনক কটোরা

ਅਟਕ ਕਾਂਚਨਾ ਉਨਾਮ ।੭

হায়ে হরল যন জহু বুবি ঐহন

कॉस प्रसारण काय ।

দশন যুকুতা পৌতি অধরে মিলারত

ସୁଦୃଢ଼ କହଉଛି ଡାକା ।

বিজ্ঞাপতি কহ **অভয়ে** সে ছুখ রহ

হেরি হেরি ন পুরল আশা ॥

প. ক.—১৬৫

- ১ কনকগিরি ।
- ২ অন্তরে ।
- ৩ কাঁচলি অতি অনুগাম ।
- ৪ কহত বিভাষা ।

গোরি কলেবর নূনা
 কহু আঁচরে উজোর সোনা
 কেশরি জিনিয়া মাঝহি^৩ খীণ
 দুলহ লোচন-কোণা ।
 ঈষত হাসনি সনে
 মুখে হানল নয়নবাণে
 চিরজীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর
 কবি বিজ্ঞাপতি ভানে ॥

প. ক.—২০১

৩ জলধরে ।

২ পসারিয়া ।

৩ মাঝারি ।

টীকা—মলির—গৃহ । রেহা—রেখা । পুহপমালা—পুষ্পমালা । খোরি
 —অন্ন । নূনা—ক্ষীণা । দুলহ—দুর্লভ । লোচনকোণা—কটাক্ষ ।
 পঞ্চ গৌড়েশ্বর—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগরী, বঙ্গ ও মিথিলার অধিপতি
 সুলতান হুসেন শাহ বা তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ।
 ১৪৯৩-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ ।

২৪

গেলি কামিনী গজহ গামিনী
 বিহসি পালটি নেহারি ।
 ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
 কুহকি ভেলি বরনারী ॥
 জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল
 ততহি বয়ন সুহৃন্দ ।
 দাম-চম্পকে কাম পূজল
 বৈছে শ্যাম চন্দ ॥

টানি ককর টানি ককর
 আখ পায়ের ফের ।
 পবন-পর্যভবে শরদ-খন রত্ন
 বেকত কএল সুস্নেহ ।
 পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়
 টুটব রিরক গর ।
 চরণে যাবক করয়ে পাবক
 দহই সব জল মোর ।
 ভগ্নয়ে বিছাপতি গুনহ মল্লপতি
 চিত থির নাহি ছোর ।
 সোএ রমণী পরম গুণমণি
 পুন কি মিলব তোয় ॥

প. ক.—৫৭

১ শ্রুতি ।

টাকা—বিহসি—স্নিত হেসে । কুসুমশারক—কুলশর অর্ধাৎ মদনশর ।
 কুহকি—সারাবুতি । জোরি ভূষুগ—পরম্পরাবদ্ধ বাহুগল ।
 মোড়ি বেচল—ঘুরিয়ে বেটন করল । বরন সুছন্দ—সুশোভন
 মুখ । পবন-পর্যভবে—পবন কর্তৃক পরাজয়ে অর্ধাৎ বায়ু তাড়নার ।
 শরদ-খন অনু—শরৎকালের পাতলা মেঘ যেন । গর—গীবা ।
 যাবক—আলতা । পাবক—অগ্নি ।

২৫

অপক্লপ পেখল রামা ।
 কনকলতা অব- লখনে উজল
 হরিণহীন হিয়ামা ॥
 নরন নরিনী দউ অধনে রজন
 ভাঙ্গু রিভুজি-বিজান ॥

চকিত চকোর- জোড়ে বিধি বাকুল
কেবল কাজর পাশ ॥

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত
গিম গজমোতিম হারা ।

কাম কধু' ভরি কনয়া শঙ্কু পরি
চারত সুরধুনী ধারা ॥

পরসি পরাগে জাগ' শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী ।

বিভাগতি কহ গোকুল-নায়ক
গোগীজন অমুরাগী ॥

প. ক.—৫৩

১ ভাতুকি ভদি বিলাস ।

২ কুত ।

৩ যোগী ।

চাকা—উয়ল—উদিত হল । হরিণ-হীন—কলঙ্ক-শূন্য । হিমধারা—
চন্দ্র । দউ—ঘর । ভাঙু—ক্র । বিভঙ্গি বিলাস—লীলাবিলাস ।
জোড়ে—যুগলে । পাশ—বন্ধন । কধু—শঙ্কু । পরসি—জলে ।
পরাগ—প্রয়াগতীর্থ । জাগ—যজ্ঞ ।

২৬

সজনি ও ধনি কে কহ বটে ।

গোরোচনা গোরি নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলু' ঘাটে ॥

যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ।

অঙ্গের বসন করিয়া আসন
সে ধনি যাজিছে গা ॥

কিবা সে দুকুলি শব্দ বলমলি
 সরু সরু শনিকলা ।
 মাজিতে^১ উদর শুধু সুধামর
 দেখিয়া হইলু^২ ভোলা ।
 সিনিয়া^৩ উঠিতে নিতম্ব ডটিতে
 পড়্যাছে চিকুর রাশি ।
 কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার
 শরণ লইল আসি ।
 চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
 পরাণ সহিত মোর ।
 সেই হৈতে মোর হিয়া নহে ধির^৪
 মনমথ অরে ভোর ।
 কহে চণ্ডীদাসে বাসুণী আদেশে
 শুন হে নাগর চান্দা^৫ ।
 সে যে বৃষভাসু রাজার নন্দিনী
 নাম বিনোদিনী রাখা^৬ ।

প. ক.—২১০

- ১ মাটিতে ।
- ২ নাহিয়া ।
- ৩ হিয়া দগদগি / অঙ্গ জরজর ।
- ৪ নাগর শ্যাম ।
- ৫ রাখা বিনোদিনী নাম ।

টীকা—গোরোচনা গোরি—পীতবর্ণের প্রসাধন দ্রব্যের ব্যার গৌর বর্ণ ।
 ভোলা—বিস্মল । সিনিয়া—স্মান ক'রে । চিকুর—চুল । দুকুলি
 —শাড়ী । পাঠে 'দুগুলি' ।

একটি নিবানন্দ দাসের পদরসগারে লোচনদাসের ভণিতার আছে—
 দাস লোচন কহরে বচন
 শুন হে নাগর চান্দা । ইত্যাদি ।

খির বিজুরি বরণ গোরি
 পেখলু ঘাটের কুলে ।
 কানড় ছান্দে কবরী বান্দে
 নব মল্লিকার মালে ॥
 সেই মরম কহিলু তোরৈ ।
 আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া
 আকুল^১ করিল মোরে ॥
 কুলের গেঁড়ুয়া লুকিয়া ধরয়ে
 সখনে দেখায় পাশ ॥
 উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
 মুচকি মুচকি হাস ॥
 চরণ-কমলে^২ মল্ল ভোড়ল
 সুন্দর যাবক-রেখা ।
 কহে চণ্ডীদাসে হৃদয় উল্লাসে^৩
 পালটি^৪ হইবে দেখা ॥

প. ক.—২০৫

- ১ বিকল ।
- ২ মুলে ।
- ৩ বাগুনী আসনে ।
- ৪ পুন কি ।

টীকা—খির বিজুরি—খির বিদ্যুৎ । কানড় ছান্দে—কর্ণাটী রীতিতে ।
 কুলের গেঁড়ুয়া—পুষ্পনির্মিত গোলাকার খেলনা । মল্ল—মল ।
 ভোড়ল—ভোড়া । যাবক রেখা—আলতার চিহ্ন । পালটি—
 পুনর্বার ।

পদটি রসকল্পবল্লীতে গোপালদাসের ভণিতার পাওয়া যায় ।

২৮

বাঁহী বাঁহী নিকসরে তনু তনু-জ্যোতি ।
 তাঁহী তাঁহী বিজুরি চমকমর^১ হোতি ॥
 বাঁহী বাঁহী অরুণ চরণ চল^২ চলই ।
 তাঁহী তাঁহী খল-কমল-দল খলই ॥
 দেখে সখি কো ধনি সহচরি মেলি ।
 হামারি জীবন সঞ্চে করতহি খেলি^৩ ॥
 বাঁহী বাঁহী ভদ্রুর ভাঙু বিলোল ।
 তাঁহী তাঁহী উছলই কালিন্দী-ছিলোল ॥
 বাঁহী বাঁহী তরল বিলোকন পড়ই ।
 তাঁহী তাঁহী নীল-উতপল বন^৪ ভরই ॥
 বাঁহী বাঁহী হেরিয়ে মধুরিম হাস ।
 তাঁহী তাঁহী কুল কুন্দ পরকাশ ॥
 গোবিন্দদাস কহ যুগধল কান ।
 চিনলছ^৫ রাই চিহ্নই নাহি জান ॥

প. ক.—৮৬

১ চমকি মোতি ।

২ যুগ ।

৩ কেলি ।

৪ দল ।

টীকা—নিকসরে—সফুরিত হয় । তনু তনু-জ্যোতি—বহু দেহনীতি ।
 খল কবল দল—স্বলপদের পাগড়ি । খলই—স্বলজি, চ্যুত হয় ।
 ভদ্রুর ভাঙু বিলোল—চকস ক্রবিলাস । বিলোচন—দৃষ্টি । চিনলছ^৫
 —রাধাকে চিনেও চিনতে পারনি ।

পদট বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদের সঙ্গে তুলনীয়—
 অহী অহী পদ যুগ ধরই ।
 তহিঁ তহিঁ সরোজ ভরই ॥ ইত্যাদি ।

সহচরী মেলি চলি বরষাঝণী
 কালিন্দী করই সিনান ।
 কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জল তরুণটি
 দিনকর কিরণে মৈলান ॥
 সজনি সো ধনি চীতক চোর ।
 চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
 চঞ্চল নয়নক ওর ॥
 কোমল চরণ চলত অতি মধুর
 উতপত বালুক-বেল ।
 ছেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
 ছুই পাছুক করি নেল ॥
 চীত নয়ন মবু ছুই সে চোরায়লি
 শূন হৃদয় অব মান ।
 মনমথ পাপ দহনে তনু আরত
 গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

প. ক.—২০৪

টীকা—সিনান—স্নান । মৈলান—স্নান । চীতক চোর—মন চোর ।
 চোরিক পন্থ—চুরির পন্থ । ভোরি—বিস্ময়ভাবে । দরশায়লি—
 দেখাল । নয়নক ওর—লোচনপ্রাপ্ত অর্থাৎ কটাক্ষ । বেল তট ।
 পাছুক—জুতা । মান—মনে করছি ।

পদরসিকর ও পদরসসারে শেষ চরণের ভণিতাংশে আছে—

কাঞ্চন মুরতি কাঁতি মুরছায়ন
 গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

৩০

রাই কি কব কাহ্নর লেহা ।
 তুয়া নাম শুণ শুনিতে চিতে না
 ভিলেক বাঁধরে খেহা ॥
 তুয়া তনুখানি ধ্যান অক্লকণ
 মন না আনত চলে ।
 কনক কেতকী রাখি আঁখি পাশে
 ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
 যমুনা হইতে আইলা যে পথে
 রাখিয়া চরণ চিন্ ।
 সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর
 না জানে রজনী দিন ॥
 ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে
 বিলম্ব উচিত নহে ।
 কুলবতী কুলে সুষম সুধিবে
 দাস নরহরি কহে ॥

গীতচন্দ্রোদয়—৩৫০

টীকা - লেহা - স্নেহ । খেহা - স্বৈৰ্য । আনত - অন্যত্র । চিন্ - চিহ্ন ।
 পদটি ভক্তিরসাকর প্রণেতা নরহরি চন্দ্রবর্তীর রচনা ।

অনুরাগ

(রূপানুরাগ-আকোপানুরাগ-অভিসারানুরাগ)

॥ রূপানুরাগ ॥

১

নিরবধি মোর মনে গোরাৰূপ লাগিয়াছে

কহ সখী কি করি উপায় ।^১

না দেখিলে গোরাযুখ^২ বিদরিয়া যায় বুক

পরাণ বাহির হৈতে চায় ॥

কহ সখি কি বুদ্ধি করিব ।

গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন

গোরা লাগি পরাণ তেজিব ॥

সব সুখ ভোগিগিলু^৩ কুলে তিলাঞ্জলি দিলু

গোরা বিছু আন নাহি ভায় ।

নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরমী^৩ সখি

বাসু বোষ কি বলিবে তায় ॥

প. ক.—১১৭

১ কি করিব কি হবে উপায় ।

২ গোরাযুগ ।

৩ মরম ।

টীকা—নিঝরে—নির্ঝর ধারায় । তিলাঞ্জলি—তিলের অঞ্জলি অর্থাৎ

নিঃস্বল্প ত্যাগ ।

পদটি গৌরনাগর ভাবের । রূপানুরাগের গৌরচন্দ্রিকা ।

২

কানড় কুসুম জিনি

কালিয়া বরণখানি

ভিলেক নয়নে যদি লাগে ।

ভেড়িয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
 মরিবে কালিয়া অমরাগে ।
 সেই আমার বচন যদি রাখ ।
 কিরিয়া নয়ন কোণে না চাইহ তার পানে
 কালিয়া বরণ যার দেখ ।
 আরতি পিরিতি মনে যে করে কালিয়া সনে
 কখন তাহার নহে ভাল ।
 কালিয়া রতস^১ কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
 জাগিয়া জগিয়া^২ প্রাণ গেল ॥
 নিশিদিন^৩ অমুখন প্রাণ করে উচাটন
 বিরহ অনলে জলে তল ।
 ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
 কি মোহিনী জানে কালা কাল ॥
 দাক্ষণ মুরলী-স্বর না মানে^৪ আপন পর
 মরম ভেড়িয়া যার থাকে ।
 বিজ চণ্ডীদাসে কর তলু মন তার নয়
 বোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

প. ক.—১৯৫

- ১ কুশল ।
- ২ জাগিয়া ।
- ৩ নিশিদিন ।
- ৪ জানে ।

টাকা—কানড়—নীল, কৃষ্ণবর্ণ । উচাটন—উন্মত্ত । রতস—রহস্যবর ।

৩

তরুণুলে মেঘ-বরণিয়া কে ।
 ৩ রূপ দেখিয়া কোন কলাবতী
 করিব আপন সে ।

যমুনার তটে নীপ নিকটে
 নিশিদিশি তার থানা ।
 গোকুল নগরে কুলের কামিনী
 আসিতে বাইতে মানা ॥
 ক্ষেপে বাজায় বাঁশী ক্ষেপে মধুর হাসি
 ক্ষেপে ত্রিভঙ্গিম হয় ।
 নয়নের কোণে মরম সন্ধানে
 চাহিঞা পরাণ লয় ॥
 নবীন কিশোর নব জলধর
 রূপে গুণে নাহি ওর ।
 নাম নাহি জানি মনে অনুমানি
 নরহরি-চিত-চোর ॥

সংকীর্তনামৃত—২২৬

টাকা—বরণিরা—বর্ণের । দে—দেহ । নীপ—কদম্ব তরু । থানা—
 <স্থান ; পাহারা । ওর—শেষ (<অপর) ।
 পদটি নরহরি সরকারের রচনা । ভণিতায় রাগাঙ্গিক ভাবনা লক্ষণীয় ।

৪

আজ যমুন। গিছিলাম সজনি
 শ্রামেরে দেখিঞাছি ।
 সতে ছুটি আঁখি দিঞাছে বিধাতা
 রূপ নিরখিব কি ॥
 পহিলে মোর মনে নব জলধর
 নামিঞাছে তরুণুলে ।
 দেখিতে দেখিতে হেদে আচরিতে
 হু আঁখি তরিল ফলে ।

ইতরু জিনি চুড়ার টালনি
উড়িছে ভ্রমরাজাল ।

আঁখি পালটএক না পাল্যায় দেখিতে
ঘোঞটা হইল কাল ॥

অঙ্গের সৌরভে নাসিকা মাতল
আন্তর্য কেবা চিনে ।

বলমল বই অস্ত নাহি সই
সদাই পড়িছে মনে ॥

নাহি পরিচয় বংশী সব কর
এ ত বড় পরমাদ ।

ও রাজা চরণের নৃপুৰ শুনিতে
লোচনদাসের সাধ ॥

সংকীৰ্তনানুত—২২৫

টীকা—সভে—সবে মাত্র । পহিলে—প্রথমে । ঘোঞটা—ঘোষটা ।
পরবাদ—প্রবাদ, বাতি ।

৫

হেন রূপ কবছ না দেখি ।

যে অঙ্গে নয়ন ধুই সেই অঙ্গ হৈতে মুক্তি
কিরাইরা লৈতে নারি আঁখি ॥

অঙ্গে নানা আন্তর্য কালিন্দী তরঙ্গে ঘেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি ।

মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলার রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শরী ॥

বিদ্যা মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মল্ল বার ।

কিবা সে কোহন চুড়া দো-সুতী মুকতা বেড়া

মস্ত মধুর-পুচ্ছ তার ॥

গলার কদম্বমালা জিনিয়া মদনকলা

অধরে মধুর মৃদু হাস ।

তাহাতে মুরলী পুরে অবলা পরাণে মরে

বলিহারি যায় বংশীদাস ॥

অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ—৩৬৫

টাকা—কবছ—কখনও । খুই—রাখি । বাসি—মনে করি । বায়—
বাতাসে । দো সুতী মুকতা বেড়া—মুক্তানানার দুসারি বেটন ।

৬

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে

ধরণ না যায় মোর হিয়া ।

কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে

না জানিয়ে কত সুখা দিয়া ॥

অধরের দুটি কুল জিনিয়া বাবুলি ফুল

হাসিখানি মুখেতে মিশায় ।

নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে

জাতি কুল মজাইল তায় ॥

জুব্বুগ সন্ধান কামের কামান বান

হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি ।

অরুণ নরান কোণে চায়্যাছিল আশা পানে

সেই হৈতে শ্রামরূপ দেখি ॥

সুনার মাটে চৈতে উঠিতে আসিতে পথে

সখি কিবা অপকণ তবু ॥

আনদাসেতে কয়

তথুই যে সুধার

গোকুলে নন্দের বালা কান্দু ।

বৈকুণ্ঠদলহরী—পৃ. ৩০

টিকা—চিকন—চিকণ । কানান—কানু । হিজুন—রক্তবর্ণ পদার্থ ।

৭

রূপ লাগি আঁখি বুঝে শুণে মন ছোর ।

প্রতি অজ লাগি কানে প্রতি অজ মোর ।

হিয়ার পরশ লাগি হিরা মোর কানে ।

পরশ পিরিতি লাগি^১ খির নাহি বাড়ে ॥

সই কি আর বলিব^২ আমি কি আর বলিব ।

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব^৩ ॥

দেখিতে যে সুখ উঠে^৪ কি বলিব তা ।

দরশ পরশ^৫ লাগি আউলাইছে গা ॥

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার ।

লহ লহ হাসে পহ পিরিতির^৬ সার ॥

গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে ।

পুলকে পুরে তনু শ্রাম পরসঙ্গে ॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ।

বরের যতেক সত্তে^৭ করে কানাকানি ।

জ্ঞান কহে লাজঘরে ডেজাইলু^৮ আগুনি ॥

প. ক.—৭৪৮

১ মোর ।

২ কি আর বলিব ।

৩ যে পণ করিয়াছি আমি সে পণ করিব ।

৪ বাড়ে ।

৫ সে অজ পরশ ।

৬ অহিয়ার ।

৭ হারে পরে সব জোক ।

টীকা—বুঝে—কানে । ভোর—পূর্ণ বা বিহ্বল । খির—খির । আউনাইছে
—আকুলিত হচ্ছে । লহ লহ—লহু লহু বা মৃদু মৃদু । পরকার—
প্রকার । ভেআইলু—সংযোগ করলাম ।

৮

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি

বিজুরী চমকে^১ তায় ।

হি হি^২ কি অবলা সহজে চপলা

মদন মুরছা পায় ॥

মরে^১ মরে^১। সহ ও রূপ-নিহনি লৈয়া ।

কি জানি কি খেনে কো বিহি গড়ল

কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥

চুশু চুশু ছুটি নয়ন-নাচনি

চাহনি মদন বাণে ।

ভেরহ বন্ধানে বিষম সন্ধানে

মরমে মরমে হানে ॥

চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া

বিনোদ চুড়াটি বান্ধে ।

হিয়ার ভিতরে^৩ লোটায়া লোটায়া

কাতরে পরাণ কান্দে ॥

আধ চরণে আধ চলনি

আধ মধুর হাস ।

এই সে লাগিয়া ভালে সে বুঝিয়া

মরে বলরাম দাস ॥

প. ক.—৭১১

১ নমকে ।

২ এখে ।

৩ মাঝারে ।

টাকা—খেচনি—বীচ দেওয়া । নিছনি—অনুরাগ । ভেরহ—ভিৰহ ।
 ঝাঁপিয়া—আবৃত্ত করিয়া ।

৯

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
 কে না কুন্দিলে ছই আখি ।
 দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
 সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
 রতন কাটিয়া অতি যতন করিয়া গো
 কে না গড়িয়া দিল কাণে ।
 মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
 যোগী হৈল উহারি ধ্যানে ॥
 অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
 হাতের উপর নাহি পাঙ ।
 এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
 ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
 মদন কান্দ ও না^১ চুড়ার টালনি গো
 উহা না শিখিয়া আইল কোথা ।
 এ বুক ভরিয়া মুখি উহা না দেখিলু গো
 এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা ॥
 নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
 সোনার মোড়িল তার পাশে ।
 বিজুরী অড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো
 মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
 করভের কর জিনি বাহর বলনি গো
 হিদুল মণ্ডিত তার আগে ।

যৌবন বনের পাখী গিরীশে মরয়ে গৌ
 উহারি পরশ রস মাগে ॥
 নাটুরা ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
 চলে যেন গজরাজ মাতা ।
 শ্রীনিবাস দাস কর লখিলে লখিল নয়
 রূপসিদ্ধ গড়ল বিধাতা ॥

প. ক.—৭৯০

১ জাগি ।

১ মরুর পুন্ড্রের ছান্দে ।

৩ কলক ।

অনুরাগবরী ও ভক্তিরসাকর গ্রন্থে 'মেঘের আড়ালে থাকি হাসের পর
অতিরিক্ত করেকটি পংক্তি—

সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিস্রক গো
 তাহে শোভে অলকার ভাঁতি ।
 হিরার ভিতরে মোর আলমল করে গো
 চান্দে যেন ভ্রমরার গাঁতি ॥

টীকা—কুন্দার—ধোলাইকর । সাধি—সাক্ষী । পাঁচ পরাপি—পঞ্চক্রিয় ।
 করভ—হস্তাশিষ্ট । বলনি—বেঢ় । হিঙ্গুল—রক্তবর্ণ রঞ্জন দ্রব্য ।
 পদকর্তা শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন চৈতন্যোত্তর কালে রাঢ়ে গৌড়ীয়
 বৈষ্ণব সমাজের আচার্য ।

১০

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
 পুলক না তেজই অঙ্গ ।
 মধুর^১ মুরলী রবে ঋতি পরিপূরিত
 না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
 সজনি অব কি করবি উপদেশ ।
 কাল অল্পরাগে মোর কল্প মন মাতল
 না শুনে ধরয় লব-কোশ ॥

নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত্ত
 বদনে না লয় আন নাম ।
 নব নব গুণগণে বাকুল মনু মনে
 ধরম রহিব কোন ঠায় ॥
 গৃহপতি তরুজনে গুরুজন গরুজনে
 অন্তরে উপজয়ে হাস ।
 তাঁহি এক মনোরথ জনি^১ হয় অনরথ^২
 পুছত গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—৭৯৪

১ মোহন ।

২ যদি ।

৩ অনুরত ।

টাকা—দিঠি—দৃষ্টি । সোভরি—স্মরণ করে । পরসজ—প্রসজ । নব-
 লেশ—কণামাত্র । ঠায়—স্থান । জনি—যেন না । অনরথ—
 অনর্থ । যেন অনর্থ না হয় ।

॥ আক্ষেপানুরাগ ॥

১

গৌরাজ-চান্দ্রের ভাব कहনে না যায় ।
 বিরলে বসিয়া পছ করে হায় হায় ॥
 প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে ।
 কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুজ মাঝারে^১ ॥
 করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি ।
 দুকূলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি ॥
 এত কহি গৌরীচাঁদ ছাড়য়ে নিখাস ।
 মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস ॥

প. ক.—৮০২

১ বহুনা মাঝারে ।

টীকা—কৃষ্ণে না কাঁস—বলা যায় না ।

পদটি স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগের পৌরুষজ্বিক। ।

২

ধরম করম গেল গুরু গরবিত ।
 অবশ করিল কালা কান্থুর পিরিত ॥
 ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি ।
 কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী ॥
 বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে ।
 হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥
 একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে ।
 কান্থু পরিবাদ হৈল পুড়্যা^১ মরি শোকে ॥
 খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে ।
 ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল^২ অন্তরে ॥
 জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর ।
 চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ॥

প. ক.—৮৮৬

১ পুড়ে ।

২ হইল ।

টীকা—কানু পরিবাদ—কৃষ্ণ কলঙ্ক । সামাইল—প্রবেশ করল । জারিল—
 জীর্ণ করল ।

পদটি রূপার স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগ ।

৩

যত নিবারিয়ে পায়^১ নিবার না যায় রে ।
 আন পথে বাইতে^২ সে কান্থু-পথে যায় রে ॥
 এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে^৩ ।
 বার নাম নাছি লই লয় তার নাম রে ॥

এ হার কাসিকা মুঞি বড় করি বড় ।
 ততু ত দারুণ নানা পায় শ্যামবদন ॥
 সে না কথা না গুনিব করি অনুমান ।
 পরসঙ্গ গুনিতে আপনি বার কাণ ॥
 বিক রহ' এ হার ইন্দিয় মোর সব ।
 সলা সে কালিয়া কান্ন হর অনুভব ॥
 কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ ।
 মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

প. ক.—৮৩৫

১ ভাঙ্গ ।

২ যাই ।

৩ হেল কিবা মোরে ।

সিকা—রগনা-জিহ্বা । পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ । জানি (জনি)—বেন না । পুছ
 —বল ।

এটিও স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগ ।

৪

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান ।
 অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
 রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি ।
 বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার গিরিতি ॥
 ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর ।
 পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥
 কোন বিধি সিরজিল সোভের সেহলি ।
 এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাখা বলি ॥
 বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও ।
 মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥

বাঙলী-আবেশে জিজ চণ্ডীদাস কর ।

পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়^১ ॥

প. ক.—৮০৫

১ চাও ।

২ কোন কোন পুঁথিতে অন্যরূপ ভণিতা আছে । যথা—

চণ্ডীদাস কহে হিরা শুনিতে ছুড়ার ।

এমন পিরীতি আর না দেখি কোথার ॥

টাকা—মোহিনী—বাদু । সোত্তের সেহলি—শ্রোত্তের শ্যাওলা । বাঙলী—

চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বিশালাক্ষী-চণ্ডী ।

বর্ডবান পদটি প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ ।

৫

কি বুকে দারুণ ব্যথা ।

সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি

পাপ পিরিতের কথা ॥

সই কে বলে পিরিতি ভাল ।

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া

কাঁদিতে জনম গেল ।

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া^১

যে ধনি পিরিতি করে ।

ভুয়ের আনল যেন সাজাইয়া

এমতি^২ পুড়িয়া মরে ॥

হাম বিনোদিনী এ ছখে ছখিনী

প্রেমে ছলছল আঁখি ।

চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল

পরান-সংশয় দেখি ॥

প. ক.—৮১০

১ কুলেতে দাঁড়াইয়া ।

২ আগনি ।

টীকা—তুমের আনন্দ—তুমের আশ্বাস যা থিকি থিকি অলে ।
পদটি পিরিতি-নিদানে আকেপানুরাগ ।

৬

হা হা^১ প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে ।
কানুপ্রেম বিষানলে^২ তনু মন জারে ॥
রাত্রিদিন^৩ পোড়ে মন সোয়াস্ত^৪ না পাও ।
বাহাঁ^৫ গেলে কানু পাও তাহাঁ^৬ উড়ি যাও ॥
হেমে রে দারুণ বিধি ভোরে সে বাখানি ।
অবলা করিলি মোরে জনম ছুখিনী ॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জালা ।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল ।
চণ্ডীদাস কহে খনি এমতি না বল ॥

— চণ্ডীদাসের পদাবলী

- ১ হায় হায় ।
- ২ বিধে মোর ।
- ৩ দিবানিদি ।
- ৪ সোয়াস্ত ।
- ৫ যথা ।
- ৬ তথা ।

টীকা—জারে—জীর্ণ করে । বাখানি—ব্যাখ্যান অর্থাৎ বুঝিয়ে বলি ।
যাত্ত—যা যাত্ত+অহ্ (ঔ) ।

পদটি সখী সখোবনে আরম্ভ হলেও বিবাত্ত নিদানে আকেপানুরাগ ।
পদের প্রধান চারটি পংক্তি সুবিখ্যাত । খ্রীষ্টোত্তম্য সন্ন্যাসগ্রহণের
পর প্রত্যাবৃত্ত হয়ে অবৈতন্যুহে আগমন করে সন্ন্যাসকাল বিরহ
ভাবাবস্থার এই পদটি মুকুন্দের কণ্ঠে শুনেছিলেন বলে চৈতন্য-
চরিতামৃত্তে উদ্ভূত ।

৭

(সই) ডাকিয়া সুধাইতে নাই^১ প্রাণ আনহান বাসি ।
 কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী ॥
 গোকুল নগরে কেবা কি না করে তাহে কি নিষেধ বাধা ।
 সতী কুলবতী সে সব সুবতী কান্থ কলঙ্কিনী রাখা ॥
 বাহির হইলে^২ লোকচরচা বিষম শাইল ঘরে ॥
 পিরিতি করিয়া জগত বৈরী আপনা বলিব কারে ॥
 ভোমরা পরাণের বেধিত আছিল। জীবনে মরণে সজ ।
 অনেক দোষের দোষিণী হইলে কে ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥
 নন্দের নন্দন গোকুলের কান সতাই আপনা বলে ।
 মো পুনি ইচ্ছিয়া নিছিয়া লইলুঁ অনাদি জনম ফলে ॥
 রাখা বলি আর ডাকি না সুধাও এখনি এখানে মৈলে ।
 চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা বন্ধুয়া আপন হৈলে ॥

প. ক.—৮৪৩

১ ভোমরা মোরে ডাকিয়া সোখাও না ।

২ হইতে ।

৩ বিষ মিশাইল ।

টাকা—আনহান—আনচান (অন্যচ্ছন্দ) । বাসি—মনে করি । বিষম
 শাইল—ভীষণ শেল । ইচ্ছিয়া—ইচ্ছা ক'রে । নিছিয়া লইলুঁ—
 অনুরাগসহ বরণ করলাম ।
 পদটি সখীর প্রতি আক্ষেপ ।

৮

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
 বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি ।
 সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সঘরণ
 নিরন্তর করে ছুটি আশি ॥

একেলা মন্দিরে থাকি কছু ভায়ে নাহি দেখি
 সেহ কছু না দেখে আমারে ।
 আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
 কোন ধনি কহি দিল তারে ॥
 না দেখিয়া ছিহু ভাল দেখিয়া অকাজ হৈল
 না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে ।
 চণ্ডীদাস কহে ধনি কান্দু সে পরশমণি
 ঠেকি গেলা মোহনিয়া কাঁদে ॥

—চণ্ডীদাসের পদাবলী ।

টীকা—সম্বরণ—সংযত বা নিবৃত্ত । মন্দিরে—ঘরে ।
 পদটির আরম্ভে বংশীনিদনে আক্ষেপানুরাগ ।

৯

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর ।
 বাঁশি-নিশাস-গরলে তনু ভোর ॥
 হঠসঞে পৈঠয়ে অবগন মাঝ ।
 তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥
 বিপুল পুলক পরিপূরয়ে^১ দেহ ।
 নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥
 গুরুজন সমুখহি ভাব তরঙ্গ ।
 যতনহি বসনে কাঁপি সব অঙ্গ ॥
 লহ লহ চরণে চলিয়ে^২ গৃহ মাঝ ।
 দৈবে সে বিধি আজু রাখল লাজ ॥
 তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবদ্ধ ।
 কি কহব বিভাপতি রহ বদ্ধ ॥

প. ক.—৮৩১

১ পরিপূরন ।

২ চলয়ে ।

টাকা—ওর—সীমা । বাঁশি-নিশাস-গরনে—বংশীরূপে সর্পের নিশ্বাস-
 বিধে । ভোর—বিহ্বল । হঠাৎ—সজোরে । পৈঠয়ে—প্রবেশ
 করে । প্রবণক মাঝ—কানের মধ্যে । তৈখনে—সেই সঙ্গে ।
 বিগলিত—স্থলিত । জন্নি—যেন । বাঁপি—চাকি । লহ—লঘু ।
 নীবিবদ্ধ—কাটবদ্ধন ।

পদটি সখী সযোধনে হলেও বংশীনিদনে আশ্বেপানুরাগ । অবশ্য
 পদটি বিদ্যাপতির কি না সন্দেহ ।

১০

কতিহু^১ মদন তহু দহসি হামারি ।
 হাম নহো শঙ্কর হউ^২ বরনারী ॥
 নহি জটা ইহ বেগি-বিভজ ।
 মালতি-মাল শিরে নহ গজ ॥
 মোতিম-বন্ধ মোলি^৩ নহ ইন্দু ।
 ভালে অনল^৪ নহ সিন্দূর-বিন্দু ॥
 কঠে গরল নহ মৃগমদ-সার ।
 নহ কণিরাজ উরে মণিহার ॥
 নীল পটাস্বর নহ বাঘছাল ।
 কেলিকমল ইহ না হয়ে কপাল ॥
 বিছাপতি কবি কহই^৫ সুছন্দ ।
 অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

প. ক.—৮৫৫

১ কতয়ে ।

২ হউ ।

৩ শিরে ।

৪ নগ্নন ।

৫ কহ এহেন ।

টাকা—কতিহঁ—কতই । হউ—আমি । বেণি-বিভঙ্গ—কেশকলাপ ।
 যোতিম-বহু—মুক্তাবাধান । বোনি—মুকুট । কপাল—করোটি ।
 ভঙ্গ—ভঙ্গ । মলয়জ—চন্দন ।

পদটি মদনের প্রতি আক্ষেপ । বিদ্যাপতির এই পদটির সঙ্গে জয়দেবের
 একটি শ্লোক তুলনীয়—

হৃদি বিষলতাহারো নায়াং ভুজঙ্গমনায়কঃ
 কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ ।
 মলয়জরজো নেদং ভঙ্গ প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
 প্রহর ন হরপ্রাস্ত্যাহ্নজ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥

(গীতগোবিন্দ, ৩/১১)

১১

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।

জিয়স্বে মরিয়া^১ যে আপনা খাইয়াছে^২

তারে তুমি কি আর বুঝাও^৩ ॥

নয়ন-পুতলি করি লইলু^৪ মোহন রূপ

হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ।

পিরিতি আগুনি জ্বলি সকলি পোড়াইয়াছি

জাতি কুল শীল অভিমান ॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে

না করিয়ে শ্রবণ গোচরে ।

শ্রোত-বিধার জলে এ তলু ভাসাইয়াছি

কি করিবে কুলের কুকুরে ॥

খাইতে শুইতে নিতে^৫ আন নাহি লয় চিতে

বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় ।

মুরারি গুণতে কহে পিরিতি এমতি^৬ হৈলে

ভায় গুণ^৭ তিন লোকে^৮ গায় ॥

- | | |
|-------------|----------------|
| ১ মন্দির । | ৫ দৈতে । |
| ২ খাইল সে । | ৬ এমন পিরিতি । |
| ৩ সুখাও । | ৭ বশ । |
| ৪ লইরাছি । | ৮ দ্বিজপতে । |

টাকা—মোকে—আমাকে । বিখার—বিস্তার । নিতে—নিত্য । ভায়—
হয়, ভাতি ।

পদটি সখীগোবিন্দে আক্ষেপানুরাগ ।

১২

মনের মরম কথা শুন লো সজ্জন ।
শ্রাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
চিত্তের আগুনি কত চিতে নিবারিব ।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বাল্য ।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
কিবা সে মোহন রূপ^১ মন মোরে বান্ধে ।
মুখে নাহি সরে^২ বাণী ছুটি আঁখি কান্দে ॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব ।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব^৩ ।

প. ক.—১২ ।

- ১ কিবা রূপে কিবা গুণে ।
২ মুখে না নিঃসরে ।
৩ কানুর লাগিয়া আমি অনজে পশিব ।

পদটি সখীগোবিন্দে আক্ষেপানুরাগ ।

১৩

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী ।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী^১ ॥
কথার দোসর নাই যারে কহেঁ ছুখ ।
বেধিতে না পাও চাঁদ সুরজের মুখ ॥

কহ সখি কি হবে উপায় ।
 না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায় ॥
 ঘরের আড়িনা দেখিবারে লাগে সাধ ।
 ওড়ু ত না গুণে মন এত পরমাদ ॥
 ও রূপ দেখিয়া কৈল মরণ সমাধি ।
 রাতিদিন কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥
 আন কথা কহে যদি গুরুর সমুখে ।
 ভরমে তখনি মোর শ্রাম আইসে যুখে ॥
 ভাবে বিভোর তছু গদগদ বাণী ।
 ধরিতে ধরণে না যায় ছুটি চোখের পানি ॥
 সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয় ।
 বলরাম দাস বলে না জানি কি হয় ॥

প. ক.—৮৩৮

- ১ কুনের বহরারি ।
- ২ লাগিয়া ।
- ৩ রৈল ।
- ৪ ভাবিতে ।
- ৫ এরপর পদরসাকরে অতিরিক্ত দুপংক্তি আছে—
 ও চান্দমুখের হাসি আধ আধ বোলে ।
 হিম্মার ভিতরে প্রাণ নিরবধি দোলে ॥

টীকা—বিদগধ রায়—রসিক কৃষ্ণ । পরমাদ—প্রমাদ । বেয়াধি—ব্যাধি ।
 আন—অন্য । ভরমে—ভুলে । পাসরিল নয়—ভোলা যায় না ।
 পদটি সখীসংযোগনে আক্ষেপানুরাগ ।

১৪

সুখিনীর বেধিত বন্ধু গুন ছুখের কথা ।
 কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥
 কল্পিতে না পাই পাপ নরকীর ভাণে ।
 আখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥

বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায় ।
 আমি ছলা ধরে গুরুজনেরে দেখায় ॥
 কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাস্তভী ।
 কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী ॥
 দুখের উপরে বন্ধু অধিক আরও দুখ ।
 দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চান্দ মুখ ॥
 দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে ।
 না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে ॥
 বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি ।
 জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি ॥

প. ক.—৮১৭

টকা—বেথা—ব্যথা । খেয়াতি—খ্যাতি । জিতে—জীবিত থাকতে ।
 পদটি প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগ ।

১৫

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে ।
 আপনা খাইয়া পিরিতি করিষুঁ
 রহিতে নারিষুঁ ঘরে ॥
 কাম সাগরে কামনা করিয়া-
 সাধিব মনের সাধা ।
 মরিয়া হইব নন্দের নন্দন
 তোমারে করিব রাখা ॥
 পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
 রহিব কদম্বতলে ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব
 যখন যাইবা জলে ॥

সুখহা হইয়া পড়িয়া রহিয়া

সহজ কুলের বালা ।

জ্ঞানদাস কহে বুঝিবে তখন

গিরিতি বিষম আলা ॥

অপ্রকাশিত পদরসাবলী—১৬১

১ আগনি ।

২ মধুরাপুরে ।

৩ বাজাব ।

টীকা—কাম সাগরে—যে সাগরে কিছু কামনা করে আশ্ববিগর্জন করলে

পরজন্মে ফলনাভ হয় । সাধ—আকাঙ্ক্ষা । সহজ—সরল ।

পূরিব—পূর্ণ করব অর্থাৎ বাজাব ।

এই প্রিয়সম্বোধনে আক্ষেপানুরাগের পদটি পাঠান্তরে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত ।

১৬

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু

আনলে পুড়িয়া গেল ।

অমিয়া সাগরে সিনান করিতে

সকলি গরল ভেল ॥

(সখি হে) কি মোর করমে লেখি ।

শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিলু^১

ভান্নর^২ কিরণ দেখি ॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে^৩

পড়িলু^৪ অগাধ জলে ।

লহিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাড়ল^৫

মাণিক হারালু^৬ হেলে ॥

গিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলু^৭

বজর পড়িয়া গেল ।

জ্ঞানদাস কহে

কানুর পিরিষি

মরণ অধিক শোল ॥

প. ক.—৮৮৭

১ সেবিতে ।

২ রথির ।

৩ উচল বলিয়া অচলে চড়িতে ।

৪ বেড়ল ।

৫ চণ্ডীদাস কহে ।

টীকা—আনলে—অগ্নিতে । গরল—বিষ । নিচল—নিচু হইল । উচল—

উঁচু হইল । লছিয়া—লক্ষী ।

পদটিতে বিষম অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষণীয় । সম্বোধনধানে আক্ষেপ ॥

১৭

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে ।^১

চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে ॥

রূপের পাথারে^২ আঁখি ডুবিয়া^৩ রহিল ।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অকুরান ।

অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ^৪ ॥

চন্দন চান্দের মাঝে যুগমদ ধাক্কা ।

তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বাঁকা ॥

কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া ।^৫

বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া ॥

জাতি কুল শীল সব^৬ হেন বুঝি গেল ।

ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥

কুলবতী সতী হৈয়া দুকূলে দিলুঁ দুখ ।

জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক^৭ বৃক ॥

প. ক.—১২৩

১ পদকল্পকর্ত্তে প্রথম সংক্ষিপ্ত পাঠ—

আলো মুক্তি জানো না, জানিয়ে রাইভান না কদম্বের ভলে ।

পদস্নায়াকরে আছে—আলো কি কেন গেল কামিনীর জলে ।

২ সাগরে ।

৩ ডুবিয়ে ।

৪ অন্তর বিদরে হিমায়করে পরাগ ।

৫ বেড়া ।

৬ মোর ।

৭ বাজ ।

টীকা—ছলিয়া—ছলধারী । রূপের পাথারে—রূপসাগরে । তু° রূপসাগরে
ডুব দিয়েছি—রবীন্দ্রনাথ । রসনা—কটিভূষণ । জড়া—জড়ানো ।
কলঙ্কের কোঁড়া—কলঙ্ক উদ্গত কন্দ ।

স্বগতকথনে আক্ষেপানুরাগের এই রোমাটিক পদটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ
প্রিয় ছিল ।

১৮

গুরুজন্য^১ আলায় প্রাণ করয়ে বিকলি^২ ।

দ্বিগুণ আগুন দেয় শ্যামের মুরলি ।

উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি ।

মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি ॥

তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন ।

কত না সহিব পাণ লোকের গঞ্জন ॥

তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল ।

তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল ॥

আমার মিনতি^৩ শত না বাজিহ আর ।

জ্ঞানদাস কহে উহার ওই যে বেভার ॥

প. ক.—৮২৬

১ গুরুজন ।

২ ব্যাকুল ।

৩ মনতি ।

টীকা—উভহাতে—উর্ধ্ব বা দু' হাতে । বেভার—ব্যবহার ।
পদটি বংশীর উদ্দেশে আক্ষেপানুরাগ ।

১৯

বাঁশী বাজানো জান না ।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাগ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজন্যর মাঝে ।
নাম ধৈর্য বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে ॥
ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি ।
বিরহিণী নারী হাম হে সঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও ।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুষ্ঠা বুরি মরি ।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী (সা. প. সং
পৃ.—৯৬)

টীকা—জীমু না—বাঁচব না । চাঁদ কাজি—ষোড়শ শতকের শেষভাগের
মুসলমান পদকর্তা ।
ভণিতায় কবির রাগাঙ্গিক ভক্তি লক্ষণায় । “যে ঝাড়ের বাঁশি” প্রভৃতিতে
চণ্ডীদাসের পদাংশ প্রক্ষিপ্ত ।

২০

শুন গো মরম সখী কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি ।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
শ্রেম করি খোয়াবু পরাণি ॥

শুনিয়া দেখিলু কাল
দেখিলু পাইলু আলা
নিবাইতে বহি পাই পালি ।
অগুরু চক্ষন আনি মেহেতে লেপিলু হানি
না নিবার হিরার আগুনি ।
বসিয়া থাকিলে ববে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যান যমুনার তীর ।
কি করিতে কি না করি সফাই কুন্নিয়া মরি
ভিলেক নাহিক রহি থিরি ।
শান্তুড়ী নন্দী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি কিরিলু না চায় ।
এ বীর ছাখির-চিত ঐনিবাস-অহুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ।

ভক্তিরসাকর—নবম তরঙ্গ

পদটি ঐনিবাস আচার্যের শিষ্য যমরাজ বীর হাবীরের রচনা বলে নরহরি
চক্রবর্তীর ভক্তিরসাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে উদ্ধৃত ।

॥ অভিসারাবুরাগ ॥

১

বিরলে বসিয়া গোরা রায় ।
আপাদ মন্তক পূলকে পুরিত
প্রেম ধারা বহি যায় ।
সহচরগণে কহয়ে বচনে
রহিতে নারিয়ে ঘরে ।
নন্দের নন্দন পাই দরশন
জবে^১ সে পরায় ঘরে ।

॥ ~ কঙ্করী চন্দন অঙ্গে বিলোপন
 গলে নীলমণি মালা ।
 এ সাজ সাজারে অঙ্গের ছটারে
 ভুবন করিলে আলা ॥
 বেথিয়া গৌর ভাবিয়া অন্তর
 বসনে কাঁপারে তনু ।
 চাঁচর চিকুর বেড়ি নানা ফুল
 জলদে বিজুরী জহু ।
 সজে সহচর গৌরাজ সুন্দর
 সুরধুনী তীরে চলে ।
 ভাবাবেশে মন আকুল বচন
 এ দাস মোহন বলে ॥

প. ক—১৮৩

১ সবে ।

টীকা—কাঁপারে—আবৃত্ত করে ।

২

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
 মঞ্জীর চীরহি কাঁপি ।
 গাগরি-বারি চারি করু গীহল
 চলভহি অঙ্গুলি চাপি ॥
 মাধব তুরা অভিসারক লাগি ।
 দূতর পঙ্ক-গমন ধনি সাথয়ে
 মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
 করযুগে^১ নয়ন মুদি চলু ভামিনি
 ভিমির-পরানক^২ আশে ।

কর-করণ পণ করি-মুখ-বচন
 নিখই ভুলন-গুরু পাশে ।
 গুরুজন-বচন বহির সম মানই
 আন শুনই কহ আন ।
 পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই
 গোবিন্দদাস পরমাণ ।

প. ক.—১০০১

- ১ নুপুর ।
- ২ করতলে ।
- ৩ পরান গতি ।
- ৪ মনি ।

টাকা—গাড়ি—পুঁতে । মঞ্জীর চীরহি বাঁপি—বজ্রধণ্ডে নুপুর বেঁধে ।
 গাগরি—কলসী । চারি—চলে । দুতর পদ—দুতর পদ ।
 তিরির পরানক আশে—অককারে প্রস্থানের আশার । ভুলগগুরু—
 সাপুড়ে । পরমাণ—প্রমাণ ।

গোবিন্দদাসের অভিজানানুরাগের এই পদটির সঙ্গে সূক্তিমুক্তাবলীতে
 লক্ষিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—

বার্গে পঞ্চচিতে ধনাত্তমলে নিঃশব্দসংকারণঃ
 গন্তব্যোহদ্য ময়া প্রিয়য়া বসতির্নুচ্ছেতি ক্কা বতিন্ ।
 আত্মানুচ্ছতনুপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ধ্বং
 কৃচ্ছ্রপাঙ্গপদস্থিতিঃ স্বভবনে পদ্যানমভ্যাস্যতি ॥

৩

অন্তরে উত্তর ভরু নব মেহ ।
 বাহিরে তিমিরে না ছেরি নিজ মেহ ।
 অন্তরে উত্তর শ্রামর-ইন্দু ।
 উহলল মনহি মনোভব-সিদ্ধ ।
 অব জনি সজনী করহ বিচার ।
 শুভখন ভেল পহিল অভিজান ।

বৃগবৎ তুং অকুংসেগই ধৌর ।
 তহিঁ পাহিয়ারহ নীল নিচোল ।
 কী বস উচ-কুচ-ককু-কস্তার ।
 দূর কর সোতিনি সোতিম-হার^১ ।
 তুহঁ সখি দেখহ দেখহি নাগি ।
 গুরুজন অবহঁ যুগল কিরে জাগি ।
 চলইতে দীগ ভরম জনি হোর^২ ।
 গোবিন্দদাস সঙ্গে চলি গোর^৩ ।

প. ক.—৩৪২/২৮৬

১ সোতিম সোতিন হার ।

২ ঘোই ।

৩ গোই ।

দীকা—অধরে—আকাশে । ভবর—আড়বর । নব বেহ—নব বর্ষার
 মেঘ । উয়ল—উদিত হল । মনোভব সিদ্ধু—প্রেম সমুদ্র । অব
 —এখন । জনি—বেন না । পহিল—প্রথম । পাহিয়ারহ—
 পরাও । সোতিনি—সপন্নীরূপ । সোতিম—যুগল । দেখহি—
 দ্বারের চৌকাঠ । নাগি—সংলগ্ন হয়ে । অবহঁ—এখন । দীগভরম
 জনি হোর—যেব বিকল্পন না হয় । গোর—গোপনে ।

পদটিতে স্বার্থের তিরিয়াড়িসারানুসঙ্গ বর্ণিত । দূর কর সোতিন
 ইত্যাদিতে অরদেবের—“বুধরবধীরং ত্রাজ বধীরং রিপুনিব কেলিধু
 লোনন্” প্রভৃতির ছায়া লক্ষণীয় ।

৪

মল্লির-বাহির কঠিন কপাট ।
 চলইতে অকিল অকিল কটি ন
 তহিঁ অতি বজ্রের বাবর কোল^১
 বারি কি বাকই^২ নীল-নিচোল ।
 সুন্দরি ইকহে করবি অতিশয় ।
 হরি স্বহ কামন-সুখখুশি পাইব

কন কন বনবন বজর নিলাজ :
 তনইতে একল ফল মরি ব্যত :
 কল ফিল দামিনী দহন বিধার :
 হেরইতে উচকই° লোচন-ভার :
 ইথে যদি° সুন্দরী তেজবি গের :
 প্রেমক লানি উপেখবি গের :
 গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার :
 ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার :

প. ক. — ১৮৭

- ১ তাহে অতি দূরতর বাদর দোল ।
- ২ বারবি ।
- ৩ চমকই ।
- ৪ সব ।

টিক।—কলি—গৃহ । শকিল—ভরাল । বাট—পথ । বারই—
 ব্যর্থতা, রোধ করে । মানস সুরধনি—মানস-গদ্য বা বৃন্দাবন
 নিকটবর্তী গোবর্ধনে অবস্থিত । উচকই—চমকিত । ইথে—এতত ।
 উপেখবি—উপেক্ষা করবি ।

৫

কুল-মরিষাল কপাট উদ্ঘাটন
 তাহে কি কাঠকি° বাধা ।
 নিজ মরিষাল- সিদ্ধু সঞে পটারনু°
 তাহে কি তটনি° অগাধা ।
 সহচরি° মবু পরিধন কর দুঃ ।
 কৈহে° ফল করি পহু হেরত হরি
 সোভরি সোভরি মন বুর ।
 কোটি কুল-মরিষাল বরিধরে° বহু পর
 তাহে কি কুল-মরিষাল ।

শ্রেয়সহন-বহু বাক হৃদয় সহ
 তাহে কি বজ্রকি আগি ।
 বহু পদতলে নিজ জীবন পৌপলু
 তাহে কি তবু অহুরোধ ।
 গোবিন্দদাস কহই বনি অভিসর^১
 সহচরি পাণ্ডল বোধ ॥

প. ক.—১৮৮

- ১ কপাটক ।
- ২ সব পণ্ডিতলু ।
- ৩ বনুনা ।
- ৪ সজ্জনী ।
- ৫ বৈহে ।
- ৬ বরিষত ।
- ৭ আভিসর ।

টাকা—বরিষাদ—বর্ষাদা । পণ্ডিতলু—পার হলাম । পরিষন—পরীক্ষা ।
 হৃদয় করি—সম্ভাব্য পাঠ হৃদয় ধরি' । গোপরি—স্বরণ করে ।
 বহু—কাঁদে । বরিষরে—বর্ষণ করে । বজ্রকি আগি—বজ্রাপ্তি ।
 পৌপলু—সমর্পণ করলাম ।

গোবিন্দদাসের এই অভিসারানুরাগের পদটি রূপগোষ্ঠাবীর পদ্যাবলী যুত
 একটি শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয়—

লঙ্ঘ্যবোধ্যাটিতা কিমত্র কুলিশোধজ্ঞা কবাটস্থিতিঃ
 বর্ষাদৈব বিলজ্জিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাশ্রজ্ঞা ।
 আক্ষিপ্তা ধনদুষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
 প্রাণা এব সমপিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিসেবা তনুঃ ॥



গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
 সখন দামিনি বলকই ।
 কুলিশ-পাতন- শব্দ বনবন
 পবন ধরতর বলগই ॥
 সজ্জনী আঁখু হুরদিন ভেল ।

কাত্ত হামারি^১ নিতান্ত আশুসরি

সন্তেড-কুখি গেল ।

তরল জলধর বরিখে বরবর

গরজে ঘনঘন ঘোর ।

ভাম মোহনে^২ একলি কৈছনে

পহু হেরই ঘোর ।

সত্তরি মঝু তহু অবশ ভেল জহু

অধির থরথর কাঁপ ।

এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ

ঘোর তিমিরহি কাঁপ ।

তুরিতে চল অব কিরে বিচারব

জীবন মঝু আশুসার ।

রায় শেখর বচনে অতিসর

কিয়ে সে বিধিনি বিধার ।

প. ক.—১৮৪

১. হামারি কাত্ত ।

২. নাগর ।

টীকা—মেহ—মেঘ । কুলিশ—বজ্র । বলগই—বেগে প্রবাহিত হচ্ছে ।

দুরদিন ভেল—দুদিন হল । আশুসরি—অগ্রসর হয়ে । কাঁপ—

আবৃত । তুরিতে—তাড়াতাড়ি । বিচারব—পুঁথিতে বিচারব ।

বিধিনি বিধার—বিষয় বিস্তার ।

৭

নীলিম যুগমদে তহু অহুলেপন

নীলিম হার উজোর ।^১

নীল বলরগণে সুজয়গ যতিত

পহিরণ নীল নিচোল ।^২

সুন্দরি হরি-অতিসারক আসি ।

নব অঙ্গুরাগে গোবিন্দ ভেল ভাবরি
কুহ-খানিনি ভয় ভাসি ।

নীল অলকাফুল অনিকে হিলোলভ
নীল ভিমিরে চলু গোহি ।

নীল নলিনি অঙ্গুরাগে-সাররে
লখই না পারই কোই ।

নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধবই
চৌমিকে কয়ড বহার ।

গোবিন্দদাস অতএ অঙ্গুরাগ
রাই চলি অভিয়ার ১

প. ক.—১৮৯

১ নীল নলিনিদল ভব অঙ্গুরাগই ।

২ কুহ-খানিনি সার সব সহচরির ভয়ে করলি অভিয়ার ।

টাকা—সুগন্ধ—সুগন্ধাভি নির্যাস । পরিহরণ—পরিধান । নিচোল—
কাড়ী । কুহখানিনি—অমরজনী । অনিকে—লগাটের দুই প্রান্তে ।
গোই—গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হয়ে । অতএ—অতএব ।

পদটির তিনিরাভিয়ার গজ্জার বর্ণনার সঙ্গে সংকৃত শ্লোকটি তুলনীর—
কুণ্ডিনীমুকুলিনী সুগন্ধৈঃ প্রত্যঙ্গপত্রিক্স
বাহু বেচকরককণভূতৌ কণ্ঠেহসুসারাবদী ।
মল্লমল্লকমল্লরীকমলিকং কান্তাভিসারোৎসবে
বৎ সত্যং তমসা সুগাখি বিহিতং বেষে তবাত্মকম্ ॥
গোবিন্দদাসপক্ষে বিশেষতঃ, বহিরঙ্গেও শ্রীমতীর শ্যামবরতা ।

৮

কালু অঙ্গুরাগে কলর ভেল কাতর

১০ লখই না পারই গেছে ১ ।

কলু ছন্দজন কলু নাহি মানয়ে

টাকা নাহি লখই গেছে ২ ।

দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত ।^১

যন আকিরার ভূজগতর কত শত

ভূগহ না মানকে ছীত ।

সখিগণ সজ ভেজি চমু একসরি

হেরি সহচরীগণ ধায় ।

অদকুত প্রেম- ভরসে ভরসিত

তবহঁ বল নাহি পার ।

কলি কল্যানি অকিরার কলকরে

পহ বিপথ নাহি জান ।

জানদাস কহ এহ অপরূপ নহ

মনহি উজোরল কান ।

প. ক.—১৭৫

১ দেখ ।

২ দেখ ।

৩ দেখ দেখ অনুরাগ রীত ।

টীকা—গেহে—গৃহে । চীর নাহি সমর দেহে—শরীরে বসন সমুত্ত
করে না । পহ বিপথ নাহি জান—পথ-বিপথ জানে না । এহ
অপরূপ সহ—এ আর অপূর্ব কী ? মনহি উজোরল কান—মনে
প্রীকৃক উজ্জ্বল ।

অভিসার

১

অজ-অভিসারিণি- ভাব-বিভাবিত
নবদীপ-চান্দ বিভোর ।
অভিনয় ড়ৈছন করত পূজকি^১ তরু
নয়নহি আনন্দ-লোর ॥
দেখ দেখ প্রেমসিদ্ধি অবতার ।
তহি^২ পুন নিমগন নাহি জানে রাতি দিন
বুঝি সো মহাভাব-সার ॥
নিশবদ মগুন অজহি পহিরণ
গতি অতি ললিত সুধীর ।
বুল্কাবন-ভানে চকিত বিনোকনে
পাওল সুরধুনী-তীর ॥
কেবল কৃষ্ণ- নাম গুণ কীর্তন
করতহি^৩ পরম আনন্দে ।
রাধামোহন দাস আশ রাখত জনি^৪
সো প্রভু চরণারবিন্দে ॥

প. ক.—৩৫২

১ পূজক ।

২ জনি ।

টীকা—লোর—অশ্রু । নিমগন—মগ্ন । নিশবদ মগুন—নিঃশব্দ
প্রগাথন । ভানে—ভাবনার । বিনোকনে—দৃষ্টপাতে ।
পদটি অভিসারের পৌরচয়িকা ।

২

'নব অল্পরাগিনী রাধা ।
 কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
 একলি কয়লি পন্নান ।
 পন্থ বিপথ নাহি মান ॥
 তেজল মণিময় হার ।
 উচকুচ মানয়ে ভার ॥
 কর সঞে কঙ্কণ মুদরি ।
 পন্থহিঁ তেজলি সগরি ॥
 মণিময় মঞ্জীর পায় ।
 দূরহিঁ তেজি চলি যায় ॥
 যামিনি ঘন আক্কেয়ার ।
 মনমথ হিয়ে উজ্জিয়ার ॥
 বিধিনি বিথারিত বাট ।
 প্রেমক আযুখে কাট ॥
 বিজ্ঞাপতি মতি আন ।
 এঁহে না হেরিয়ে আন ॥

প. ক.—১৭৬

টীকা—পন্নান—প্রস্থান । কর সঞে—হাত থেকে । মুদরি—বুজা ।
 সগরি—সকলি । উজ্জিয়ার—উজ্জ্বল । বিধিনি বিথারিত বাট—
 বাধা বিস্তৃত পথ । আযুখে—অস্ত্রে ।

৩

রয়নি কাজর বম ভীম কুজলম
 কুলিশ পড়এ ছরবার ।
 গরজ তরজ মন রোষ বরিস ঘন
 সশর পড়ু অভিসার ॥

সজনী বচন ছোড়িতে মোহে লাজ ।
 হোরত লো হোউ বন্ধ সব হুম অধিকর-
 সাহস মন দেল আজ ।
 অগন অহিত লেখ করইত পরতেখ
 ফলন ন পারিঅ ওর ।
 চাঁদ হরিণ বহ রাঙ্ক-কবল সহ
 প্রেম পরাভব খোর ॥
 চরণ বেড়ল ফণি হিত মানলি ধনি
 নেপূর না করএ রোর ।
 স্নুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
 সিনেহক কত দুর ওর ॥
 ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্ন অ ভুমি
 দিগ মগ উপজু সন্দেহ ।
 হরি হরি শিব শিব ভাবে বাইহ জিব
 জাবে ন উপজু সিনেহ ॥
 ভনই বিভাপতি স্নুহ স্নুচেতনি
 গমন ন করহ বিলম্ব ।
 রাজা শিবসিহ রূপনারায়ণ
 সকল কলা অবলম্ব ॥

—বি. দ. সং. বিদ্যাপতির পলাশলী—১০৪ নং

টীকা—ররনি—রজনী। বহ—বয়ন করছে। কুলিণ—বজ্র। তরজ—
 ত্রস্ত। ঘন—বেধ। অধিকর—স্বীকার করনাম। হোরত লো
 হোউ—বা হর হোক। অহিত—অকল্যাণ। পরতেখ—প্রত্যক্ষ।
 ওর—কীনা। হরিণ বহ—করত বহন করে। খোর—অর।
 রোর—শল। জোহি—জোহায়ে। জোহি—আবার। সিনেহক
 —কেবল। ঠামহি রহিঅ ঘুমি—এক ছায়েবই ঘুরতে থাকি।
 পরস-চিহ্ন অ ভুমি—করত চিহ্নেতু ভূমি রোর হর। দিগরূপ—

দিক ও পথ । ভাবে—প্রেম । জীব—জীবন । উপজু সিনেহ—
নবজাত প্রেম ।

পদটি রাজস্বয়ম্ভূত । বিদ্যাগতির যৌবনকালের কল্পনা ।

৪

সরসি ছোট অতি ভীকু রমণী ।
কতিখনে আওব কুঞ্জর গমনী ॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা ।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥
বিহি পায়ের করে^১ পরিহার ।
অবিধিনে সুন্দরী কহু অভিলাষ ॥
গগনে সম্মে মহি পঙ্কা ।
বিধিমি বিধারত উপজয়ে শঙ্কা ॥
কল দিল ফল আক্খিয়ার^৩ ।
চলইতে খলই লখই মাহি পার^৪ ॥
সব জনি^৫ পালটি ভুললি ।
আওত মানসি ভুলি শু লোলি ॥
কিছাপতি কবি কহই ।
প্রেমহি কুলমতি^৬ পরভাব^৭ সহই ॥

প. ক.—১৭৭

- ১ বাট ।
- ২ করি ।
- ৩ আক্খিয়ার ।
- ৪ পারা ।
- ৫ সজনি ।
- ৬ কুলমতি ।
- ৭ পরভাব ।

টীকা—সরসি—রজনী । সরণা—পথ । পরিহার—বিস্তৃতি । অবিধিনে—
বিবিধে । চলই—গড়ে (সম্ভবত) । লখই ন পার—লক্ষ্য-
ভোগের হইল না । লোলি—লজ্জা । পরভাব—নিবৃত্তি ।
পদটি কবির উক্তি ।

৫

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে ।

তুঅ অভিসার কএল বত সুস্মরি

কামিনি করএ কে আনে ॥

ররিস পরোধর ধরনি করি ভর

ররনি মহান্তর ভীমা ।

তইঅ চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গুনি

ভসু সাহস নাহি সীমা ॥

দেখি ভবনভিতি লিখল কুজগপতি

বসু মনে পরম ভরাসে ।

সে সুবদনি করে ঝঁপইতে কণিমণি

বিহসি আওলি তুঅ পালে ॥

নিঅ পছ পরিহরি সঁতরি বিধম নষ্ট

আঁগরি মহাকুল গারি ।

তুঅ অত্মরাগ মধুর মনে মাডলি

কিছু না গুনল বরনারী ॥

ই রস রসিক ঝিনোদক বিন্দক

সুখবি বিভাপতি গাবে ।

কাম পেম পুছ' এক মত ভএ রহ

কখন কী ন করাবে ॥

—বি. ব. সং. বিদ্যাপতির পদাবলী— ৩৩২ ;

টিকা—সবধানে—সদাধান বা পূর্ণ । পরোধর—বেধ । তইঅ—তখানি ।

ভসু—ভার । ভবন ভিতি—গৃহের দেওয়ালে । লিখল—অঙ্কিত ।

বসু—বার । ভরাসে—ভ্রাসে । ঝঁপইতে—চেকে । বিহসি—

লিখতহাস্যো । পছ—প্রভু বা স্বামী । সঁতরি বিধম নষ্ট—ভীষণ

নষ্টী সঁতরে । আঁগরি—অঙ্গীকার করে । মহা' কুলগারি—

ভরানক কুলকলর । বিনোদক বিন্দক—কোতুলন চরিতার্থকারী ।

এক মত ভএ রহ—একাকার হয়ে যায় ।

৬

মাথব কি কহিব দৈব বিপাক ।

পথ আগমন কথা কত না কহিব হে

যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥

মন্দির ভেজি যব পদ চারি আরনু^১

নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ ॥

ভিমির ছরত পথ হেরই^২ না পারিয়ে

পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥

একে কুল-কামিনী তাহে কুহ বামিনী

ঘোর গহন অতি দূর ।

আর তাহে জলধর বরিখয়ে বরবর^৩

হাম যাওব^৪ কোন পুর ॥

একে পদ-পঙ্কজ পড়ে বিভূষিত

কণ্টকে জরজর ভেল ।

তুম্মা দরশন-আশে কহু নাহি জাননু^৫

চির হুখ অব দূর গেল ॥

তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়নু^৬ গৃহ-মুখ আশ ।

পঙ্কজ হুখ তৃণহ^৭ করি^৮না গননু^৯

কহতহি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.- ১৭১

১ লখই ।

২ খরতর ।

৩ রহব ।

৪ তুম্মা মুখ দরশনে সব সুখ পাওব ।

টাকা—বিপাক—বিপর্ষয় । মন্দির—গৃহ । কুহবামিনী—অবারজনী ।

তৃণহ—তৃণাঙ্গি ।

৭

মাথহি^১ তপন ভগত পথ বাতুক

আতিল দহন বিধার ।

ননিক^২ পুতলি তুঙ্গ চরণ কমল জহু

দিনহি^৩ কয়ল^৪ অভিসার ।

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার ।

কাঞ্চ-পরশ নলে পরবশ রসবাতি

বিচুরল সবহ^৫ বিচার ॥

গুরুদাস নয়ন- পাশগণ^৬ বারণ

মারুত-মণ্ডল-ধূলি ।

তাহা পর মেলি চললি বন-রাজিণী

পহুহি গেও সব তুলি ॥^৭

যত যত বিবনি জিতলি অমুরাগিনী

সাধলি মমসিজ ময়^৮ ।

গোবিন্দদাস কহই অব সমুদতি

হরি লঞে রসময় তত্ত্ব ॥

পৃ. ক.—১০০৪

১ নুনিক ।

২ কবহি ।

৩ চজন ।

৪ পাশগণ ।

৫ পথদুখ সেহহি তুগী ।

৬ তত্ত্ব ।

টিকা—মাতপ দহন বিধার—রৌদ্রের দাহ-বিস্তার । ননিক পুতলি—
ননীর পুতুল । বিচুরল—বিস্মৃত হল । জিতলি—বাধা । নয়ন
পাশগণ বারণ—কর্তৃক পদ-সংলগ্ন করণ । মারুত
মণ্ডল—বাত্যাবর্ত । পর মেলি—পা বিচ্ছিন্নে । রসবর তত্ত্ব—
নিপুণ রসবিধর ।

পদটি শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিদ্যাভিগানের বর্ণনা ।

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি ।
 লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন-রাতি ॥
 ঐছন জলদ^১ কমল আক্লিয়ার ।
 নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
 চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার ।
 গমন নিরঙ্কুশ আরতি^২ বিথার ॥
 চৌদিশে অখির পবন করু^৩ দোল ।
 জগভরি শীকর-নিকর হিলোল ॥
 চলইতে গোরি নগরপুর-বাট ।
 মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥^৪
 যব ধনি^৫ কুঞ্জে মিলল হরি পাশ ।
 দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—১১৪

১ ঘোর ।

২ মদন ।

৩ ভরু ।

৪ হেরি হেরি ।

৫ এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি পদরসাকর ও পদরসসারে আছে—
 জানলু^৬ গুণবতি পূর্ণফল সোই ।
 দূরদিন কাছক শুভদিন হোই ॥

টীকা—দিনমণি কাঁতি—সূর্যের জ্যোতি । নিয়ড়হি—নিকটে । কোই—
 কেহ । নিরঙ্কুশ—নির্বাধ । আরতি—বিথার—বিজৃত বাগনা ।
 দোল—দোলায়িত । শীকর নিকর—জলকণা । হিলোল—প্রবাহ ।
 মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট—তু^৭ রবীন্দ্রনাথ—‘আজিকে দুরার
 রুদ্ধ ভবনে ভবনে’ ইত্যাদি ।

পদটি বর্ধাকালীন দিবাভাসারের বর্ণনা ।

পৌখলি রজনী গবন বহ মন্দ ।
 চৌদিশে হিম হিমকর কর বন্ধ ॥^১
 মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ ।
 জগজন শয়নে^২ নয়ন রহ কাঁপ ॥
 এ সখি ছেরি চমক মোহে লাই ।
 ঐছে সময় অভিসারল রাই ॥
 পরিহরি তৈছন^৩ সুখময় শেজ ।
 উচকুচ-কঞ্চুক ভরমহি ভেজ ॥
 ধবলিম এক বসনে তনু গোই ।
 চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
 কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই ।
 কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
 গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ ।
 কিয়ে বিধিনি যাহা নৃতন নেহ ॥

প. ক.—৩২৬

১ চৌদিকে হিম হিমকর বন্ধ ।

২ শয়নে ।

৩ তৈছনে ।

টীকা—পৌখলি—পৌখালি । হিমকর—চন্দ্র । কর বন্ধ—বাধা দিয়ে
 রেখেছে । কাঁপ—বন্ধ । লাই—লাগে । শেজ—শয্যা । উচকুচ
 কঞ্চুক—উন্নত বন্ধের কাঁচলি । ভরমহি ভেজ—ভুলে ত্যাগ করে ।
 গোই—গোপন করে । ইথে—এতে । বিধিনি—বিধি । নেহ—
 নেহ ।

পদটি শীতকানীন জ্যোৎস্নাভিগারের বর্ণনা ।

১০

কুন্দ-কুম্ভে ভরু^১ কবরিক ভার ।
 হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার ॥
 চন্দন-চরচিত রুচির কপূর ।
 অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
 চান্দনি রজনী উজোরলি গোরি ।
 হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি ॥
 ধবল বিকৃষণ অশ্বর বনই ।
 ধবলিম কোয়ুদি মিলি তনু চলই ॥
 হেরইতে পরিজন লোচন ফুল ।
 রজ পুতলি কিয়ে রস মাছা বুর^২ ॥
 পুরতি মনোরথ গতি অনিবার ।
 গুরুকুল কণ্টক কি করিয়ে পার ॥
 সুরত^৩-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস ।
 মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—৩০৫.

১ ভরি ।

২ রস মহাপুরই ।

৩ সুরতি ।

টীকা—কবরিক—খোঁপার । রুচির—রসণীয় । ভরিপূর—পরিপূর্ণ ।
 উজোরলি—উজ্জল করল । রজ পুতলি—রাঙের পুতুল । রসমাছা
 বুর—পারদের মধ্যে ডোবানো । সুরত-শিঙ্গার—শৃঙ্গার সম্বন্ধ ।
 কিরিতি সম ভাস—যশতুল্য গুণ কান্দি ।

পদটি বঙ্গভাষায় গুরুভাষায়ের বর্ণনা ।

১১

দেব-আরাধন-হলে চলু গৌরী ।
 সঙ্গহি সমবয় নবীন কিশোরী ॥
 চন্দন কুসুম আর ফুলমাল ।
 লেয়ল বহু উপহার রসাল ।
 চলু বরনাগরী সঙ্গম মাহ ।
 সচকিত নয়নে দশদিক চাহ ॥
 ঐছন সময়ে নিবিড় বনমাঝ ।
 মীলল একলে নাগর রাজ' ।
 হেরি সুবদনি অতি হরষিত ভেলি ।
 কহ কবিশেখর ছুহুঁ জন কেলি ।

পদরসসার—১০৯৯

১ বিদগধ রাজ ।

টাকা—সঙ্গম—তীর্থক্ষেত্র ।

পদটি তীর্থবাত্মাভিসারের বর্ণনা ।

১২

বেণু রবাকুলি উনমত পাগলি
 গেহলি দেহলি তেজলি রে ।
 হরি অভিসারলি রতস বাঢ়াওলি
 লোভলি আউলি সাজলি রে ॥
 ফুলশরে ফুটলি গজগতি ছুটলি
 শ্রমজলে প্রতিভনু তীতলি রে ।
 সঙ্গিনী-গণ মিলি বন পরবেশলি
 শত শত সঙ্কট জিতলি রে ॥
 ব্রজপুরে ভেটলি গলে গলে মিললি
 জীবন বলি বলি মানলি রে ।

হরি উরে খুঁতলি মদন মভারলি

পকম-শর হিরে হানলি রে ॥

মজীর মেখলি বিরহি বজাওলি

নাহ লুবধ মন ভোষলি রে ।

পুন উঠি বৈঠলি নিখুবনে পৈঠলি

চন্দ্রশেখর রসে ভাসলি রে ॥

—বৈ. প. (সাহিত্যসংসদ সং) ১০০৯ পৃ.

টাকা—গেহলি দেহলি—গৃহ ও দেউড়ি । আউলি সাঝলি—পাশলি
সাঝলি । তীতলি—গিজ হলি । জিতলি—জয় করলি । ভেটলি
—প্রবেশ করলি । জীবন বলি বলি—জীবন সমর্পণযোগ্য ।
উরে—বক্ষে । মদন মভারলি—প্রেমোন্মত্ত হলি । মজীর—
নুপুর । মেখলি—কাটিভূষণ । বিরহি—খেঁকে খেঁকে । নিখুবন
—বিলনে । পৈঠলি—প্রবেশ করলি ।

পদটি উন্মত্তাভিলাষের বর্ণনা ।

বাসকসজ্জিকা-উৎকৃষ্টতা-বিপ্রলক্ষা

১

অরুণ নয়নে ধারা বহে ।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি সচকিত^১ মনে ।
ভূমে পড়ি যান্ন খেনে খেনে ॥
কমল^২ পল্লব বিছাইয়া ।
রহে পছ খেয়ান করিয়া^৩ ॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে ।
বাসকসজ্জার ভাব করে ॥
বান্দুদেব ঘোষ তা দেখিয়া ।
বোলে কিছু চরণে ধরিয়া ॥

প. ক.—১৫৬

১ চমকিত ।

২ কোমল ।

৩ রহে গোরা খেয়ান ধরিয়া ।

খদাটি বাসকসজ্জিকার গৌরচন্দ্রিকা ।

২

প্রেম করি কুলবতী সনে ।
এত কি শঠতা কান্ন মনে ॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল ।
ঘরের বাহিরে মুঞি আইল ॥
কহে পুন হইবে মিলন ।
তাই মুঞি আইলু কুলবন ॥

বেশ বনাইল^১ কত ময়ে ।
 আশা করি বকিলু কুঞ্জেতে ॥
 কিন্তু কাজ বকিলা আমারে ।
 রজনী বকিল কার ঘরে ॥
 স্বল্পপেয়ে এত কহি গোরা ।
 অভিমানে কঁাদে হৈরা ভোরা ।
 নরহরি তা হেরিয়া কঁাদে ।
 কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে ॥

গৌরপদভরজিনী (২য় সং)—১৯৮ পৃ.

১ বনাইল ।

টীকা—স্বল্পপেয়ে—স্বল্প দামোদর ; চৈতন্যের অন্ত্যলীলার অন্তরঙ্গ
 পার্শ্বদ । ভোরা—বিহ্বল । বকিল—কাটাল । কিন্তু—সদলহ-
 বোগ্য পাঠ ।

পদটি বিপ্রলঙ্কা পর্যায়ের গৌরচন্দ্রিকা ।

৩

পশ্চতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্ ।
 তদধরমধুরমধুনি পিবন্তম্ ॥
 নাথ হরে । সীদতি রাধা বাস-গৃহে^১ ॥
 হৃদভিসরণরজসেন বলন্তী ।
 পততি পদানি কিরন্তি চলন্তী ॥
 বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলরা ।
 জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥
 মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।
 মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥
 হরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্ ।
 হরিরিতি বদতি সখীমদুবারম্ ॥

স্নিগ্ধ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্ ।
 হরিরূপগত ইতি তিসিরমনল্পম্ ॥
 ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
 বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥
 শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ।
 রসিকজনঃ তদুতামতিমুদিতম্ ॥

প. ক.—৩৫৯

১ ঘরে (১)

হে নাথ, হরি ! কুঞ্জনিবাস গৃহে বিষণ্ণভাবে অবস্থান করতে
 করতে অধরবধুপানোৎসুক তোমাকেই রাধা দিকে দিকে সন্ধান
 করছেন । তোমার অভিসার রসের আশ্রয়ে রাধা কয়েক পা
 চলেই ভূপাতিত হচ্ছেন । বিশদ মৃণাল ও কিশলয়বলয়
 পরিহিতা রাধা তোমার রতিকলার আশায় জীবিত আছেন ।
 মুহুর্তে রাধা নিজের সজ্জালীলা দেখছেন এবং নিজেকেই মধু-
 রিপু কঙ্ক কলে মনে করছেন । স্বরিতগতিতে হরি এখনও কেন
 অভিসার করে আসছেন না, একথা বারংবার সখীকে বলছেন ।
 হরি এসেছেন মনে করে জলধরতুল্য প্রগাঢ় অঙ্ককারকেই রাধা
 কখনও কখনও আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন । পরক্ষণেই তোমার
 বিলম্ব দেখে লজ্জাহীনভাবে বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা বিলাপ
 ও রোদন করছেন । রসিকজনের মনে শ্রীজয়দেব কবির এই
 গান উদিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ সঞ্চার করুক ।

৪

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
 গাখিলুঁ কুলের মালা ।
 ডাঙুল সাজালুঁ দীপ উজোরলুঁ
 মন্দির হইল আলা ॥
 সই পাছে এসব হইবে আন ।
 সে হেন নাগর গুণের সাগর
 কাছে না মিলল কান ॥

মাওলো ননদে বখনা করিয়া
 আঁইসু' গহন বনে ।

বড় সাধ মনে এ রূপ বোঝনে
মিলব বঁধুর মনে ।

পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে ।

রস শিরোমণি আসিব এখনি
 বড় চণ্ডীদাস ভণে ॥

પા. ક. -- ૨૪૨

টীকা—শেজ—শয্যা । তাযুল—পান । উজোরনু—উজ্জ্বল করান ।
মন্দির হইল আনা—গৃহ আলোকিত হল । আন—অন্য । বঞ্জন্য
করিয়া—প্রতারণা করে । প্রবোধিব মনে—চিন্তকে সাধনা দিব ।
পদটি ভাষাভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাচিহ্ন
বহন করে না ।

6

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া ।

শেখ বিহাইয়া রহিমু' বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া ॥

সহি কি করব কহ মোরে ।

এতহ' বিপদ তরিয়্যা আইলু'
 নব অকুরাগ ভরে ।

এ হেন রজনী কেমনে গোড়াব
বহুর দরশ বিনে ।

বিকল হইল সব মনোরঞ্জন

প্রাণ করে উচাটনে :

দহয়ে দামিনী ঘন বনবানি
 পরাণ মাঝারে হানে ।
 জ্ঞানদাস কহে শুনহু সুন্দরী
 মিলবি বঁধুর সনে ॥

প. ক.—৩৪৫

১ মোর ।

টাকা—বেষ গরজনি—বেষ গর্জন । শেজ—শয্যা । গোঙাব—কাটাব ।

৬

পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব
 শবদহিঁ সজল নয়ান ।
 সচকিতে সন্ধনে নয়নে ধনি নিরঞ্জে
 জানল আয়ল কান ॥
 মাধব সমুঝল তুরা চতুরাই ।
 তমালক কোরে আপন তরু ছাপসি
 অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥
 পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
 পুন অহুমানয়ে চীতে ।
 ভুলল পদ অন্ত নাহি পায়ল
 না বুঝিয়ে নাগর রীতে ॥
 নৃপুন্ন-রগিত- কলিত নব মাধুরী
 শুনইতে শ্রবণ উন্নাস ।
 আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
 কহতহি কানুদাম দাস ॥

প. ক.—৩৩২

টীকা—সমুদ্র—বুধদান । চতুর্থাই—চাতুর্ঘ । ছাপাই—সুখিরে । চীতে
—বনে । আশুগরি—অগ্রগর হরে ।

একটি পাঠান্তরে পদরসসার সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের ভণিতার আছে ।

৭

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত
আর কত বিধিনি বিধার ।
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে করলু' অভিসার ।
সজনি কি বল' পাপ পরাণ ।
বামিনী আধ- অধিক বহি বাওত
অবহ' না মিলল কান ।
যতরে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরিতি' অভিলাষে ।
না জানিয়ে কোন কলাবতি বাকুল
ভাঙু-ভুজঙ্গিনী-পাশে ।
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিধারল
মন্দিরে গুরুজন-গারি ।
গোবিন্দদাস কহয়ে ছহ' সংশয়'
নিরসব রসিক ঘুরারি ।

প. ক.—৩৪৬

১ ভেল ।

২ কানু সমাসম ।

৩ গোবিন্দদাস কহ জীবহিতে সংশয় ।

টীকা—কুলিশ—বহু । বিধিনি বিধার—বিদ্যু বিতার । অবহ'—এবমত ।
যতএ—যতবিধ । অনরথ—অনর্থ । ভাঙু ভুজঙ্গিনী পাশে—জ
সপি নীর বহনে । বিধারল—বিতার করল । গারি—গারি ।

এ দুই সংশয়—কুঞ্জে মদনশরযাতনা ও গৃহের গুরুজনগণনা এই উভয় সঙ্কট বা রাধার প্রাণসংশয়ের কারণ। নিরসব—উপশব্দ করবেন।

৮

কান্থর লাগিয়া জাগি পোহাইলু

এ ঘোর আন্ধার রাতি ।

এত দিনে সেই নিচয়ে^১ জানিলু

নিঠুর পুরুষ^২ জাতি ॥

মেঘ ছর ছর দাছুরীর বোল

ঝিঝি ঝিনি ঝিনি বোলে ।

ঘোর আন্ধারারে বিজুরী ছটা

হিয়ার পুতলি দোলে ॥

বতনে সাজাছু^৩ ফুলের সেজ

গন্ধে মোহ মোহ করে ।

অঙ্গ ছটকটি সহনে না যায়

দারুণ বিরহ-জ্বরে ॥

মনের আগুনি মনে নিভাইতে

যেমন করয়ে প্রাণে ।

কান্থর এমন নিঠুর চরিত

এ দাস অনন্ত ভণে ॥

প. ক.—৩৪৮

১ নিশ্চয় ।

২ পুরুষ ।

৩ দুরূহ ।

টাকা—দাদুরীর বোল—ব্যাঙের ডাক । ঝিঝি—ঝিনি বা ঝিঝি ।

বোলে—ভাকে । মোহ মোহ—ব' ব' করা ।

বিকলে সাজারলু কুণ্ড ।
 কী কল উপচারপুণ্ড ।
 কী কল অন্ধ সমীপ ।
 উজোরলু রতন প্রদীপ ।
 গাথলু মালতী মাল ।
 মরমে রহি গেল শাল ।
 কি কল চতুঃসম গন্ধে ।
 ভূষণ বেশ সুছন্দে ।
 কাহে আনলু সব খীর ।
 ভাখুল সুবাসিত নীর ।
 কাহে উজাগরি রাতি ।
 জ্ঞানদাস লেউ শাতি ॥

ক. বি. / জা. প.—২৩৯

টীকা— উপচারপুণ্ড—উপকরণসমূহ । শাল—শেল । চতুঃসমগন্ধ—বপুঃ,
 চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের মিশ্রিতগন্ধ । উজাগরি রাতি—রাতি
 আগরণ । লেউ শাতি—শান্তি নিলেন ।

১০

তেজ সখি কান্থ-আগমন-আশ ।
 যামিনী শেষ ভেল সবহা নৈরাশ ॥
 ভাখুল চন্দন গন্ধ উপহার ।
 দুর্দহি ভারহ বায়ুন পার ॥
 কিশলয় শেজ মণি-মাণিক্য মাল ।
 জল মাছা ভারহ সবহা জ্বাল ॥

অব কি করব সখি কহ না উপায় ।
 কান্ন বিহ্ন জিউ কাছে নাহি বাহিরায় ॥
 ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান ।
 এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান ॥
 শুনইতে ঐছন রাইক ভাব ।
 দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস ॥

প. ক.—৩৬৭

১ অবহ ।

২ মদি মোড়িক ।

চীকা—ভারহ—চাল । জিউ—জীবন । মোহে—আমাকে ।

খণ্ডিতা-মানিনী-কলহাস্তরিভা

১

মান-বিরহ-ভাবে পছ^১ ভেল ভোর ।
ও রাজা নয়নে বহে তপতহি লোর ॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাজ চাঁদ ।
অখিল জীবের^২ মনলোচন-ফাঁদ ॥
প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন-তার।
প্রলাপ সম্ভাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কান্দিয়া কহে পুন^৩ দিক মোর বুদ্ধি ।
অভিমাণে উপেখলু^৪ কান্ন গুণনিধি ॥
হইল মনের দুখ কি বলিব কার ।^৫
মঝু মন জীবন^৬ কৈছে জুড়ায় ॥
হেন রূপে তারল^৭ সব নরনারী ।
রাখামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥

প. ক.—৪৩২

- ১ জনের ।
২ কহইতে পদ পদ ।
৩ না ভজিলু ।
৪ কাহারে কহিব দুখ কেবা পাতিয়ার ।
৫ লোচন ।
৬ এইরূপে উচ্চারিত ।

টীকা—তপতহি লোর—উত্তপ্ত অশ্রু । ভোরা—উন্মত্ত ।

ভণ্ডিতার রাখামোহন বলছেন যে চৈতন্যসম্পর্কিত তাঁর জীবন ব্যর্থ
হয়ে গেল ।

২

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দম্ভক্চিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিবোরম্ ।
 ক্ষুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥
 প্রিয়ে চাক্ষুশীলে মুখং ময়ি মানমনিদানম্ ।
 সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥
 সত্যমেবাসি যদি স্মদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়ন-শরবাতম্ ।
 ঘটয় ভূজবন্ধনং জনয় রদধণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥
 হ্রমসি মম ভূষণং হ্রমসি মম জীবনং হ্রমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
 ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমমুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিবন্ধম্ ॥
 নীলনলিনাভমপি তস্মি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
 কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদমুরূপম্ ॥
 ক্ষুরতু কুচকুম্ভয়োরূপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
 রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে ঘোষয়তু মগ্নধনিদেশম্ ॥
 স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
 ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলস্তরাগম্ ॥
 স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
 জ্বলতি ময়ি দাক্ষণ্যে মদনকদনানলো হরতু তত্পাহিতবিকারম্ ॥
 ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
 জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥

—গীতগোবিন্দ

যদি তুমি যৎকিঞ্চিৎ কথ্যও বল তা হলেই তোমার দম্ভপংক্তির
 জ্যোৎস্নার আমার অন্তরের ঘন অন্ধকার দূর হয়। তোমার মুখ-
 চন্দ্রের উৎসারিত অধরসুধা পানের জন্য আমার লোচন চকোরের
 ন্যায় উৎসুক ।

হে চাক্ষুশীনা প্রিয়তমে, আমার প্রতি মান পরিহার কর। মদন
 অনলে আমার বন সেই অবধি দগ্ধ হচ্ছে ; তোমার মুখপঙ্কেতের
 মধুপানের অনুমতি আমাকে দাও ।

সত্যই যদি আমার উপর রাগ করে থাক, তবে হে সুদর্শনা, তোমার তীক্ষ্ণ নয়নবাণের আঘাতে আমাকে বিদ্ধ কর। বাহুবল্যনে আবদ্ধ করে ও দশন দংশনে খণ্ডিত করে যাতে তোমার স্মৃতি হয় সেভাবে আমার শাস্তিবিধান কর।

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভবপারাবারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। আমার প্রাণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে তুমি যেন আমার প্রতি সদানুকূল থাকো। হে তন্মি ! তোমার নীল নলিনাক্ষিযুগল যেন সমপ্রতি রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করেছে। কুসুমশররূপে যেন তা আমার এই কৃষ্ণবর্ণকে অনুরঞ্জিত করে তুলতে পারে। তোমার হৃদয়দেশ শোভিত করে কুচকুন্ডের উপর নীল-মণিমঞ্জরী স্ফুরিত হোক। তোমার ঘন জঘনমণ্ডল শোভিত করে শব্দিত স্বর্ণমেখলা মদন নির্দেশকে সশব্দে ঘোষণা করুক। হে কোমলভাষিনী ! তুমি যদি বল তাহলে আমার হৃদয়রঞ্জক, স্থলকমলগঞ্জনকারী শৃঙ্গাররঞ্জে পরম আনন্দদায়ক তোমার চরণদ্বয় সরস অলঙ্কারে রঞ্জিত করে দি। আমার কামগরলবিনাশকারী শিরোভূষণস্বরূপ তোমার উদার পদপদ্মব আমাকে দাও ; নিদারুণ কামানলে আমার অন্তর জ্বলছে, তোমার স্পর্শে আমার কামবিকার হরণ কর।

রাধার উদ্দেশ্যে মুরারির এই স্মৃতির চটুল কুশলী চাটুভাষণ যা পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কথি রচনা করলেন সেই আনন্দময় গীতি জয়লাভ করুক।

৩

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।

প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে ॥

বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।

ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই ॥

আই আই পড়্যাছে রূপে কাজরের শোভা।

ভালে সে সিদ্ধুর তোমার মূন্নির মনলোভা ॥

খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর ।
 ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
 নীল পাটের খাড়ি কোঁচার বলনী ।
 রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
 সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে ।
 অধর-দংশন-রাগ বদনে বিরাজে ॥
 চারিপাশে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মুছে ।
 চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

প. ক.—৪০৩

১ এখন কহ মানের কথা আইলা কিবা কাজে ।

টীকা—বলনী—সজ্জা । সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ—সুরঞ্জিত আলতার রঙ । উরে—
 বুকে । পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পদটি গোপালদাস ভণিতায় ।

8

আকুল চিকুর^১ চূড়োপরি^২ চন্দ্রক
 ভালহি সিন্দূর দহনা ।
 চন্দন-চান্দ মাহা মুগমদ লাগল
 তাহে বেকত তিন নয়না ॥
 মাধব অব তুহ^৩ শঙ্করদেবা ।
 জাগর-পুণ-ফলে প্রাতরে ভেটলু^৪
 দূরহি দূরে রহ সেবা ॥
 চন্দন-রেণু ধূসর ভেল সব তলু
 সেহি ভসম-সম ভেল ।
 ভোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ^৫
 মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
 ভবহ^৬ বসন ধর কাহে দিগম্বর
 শঙ্কর নিয়ম উপেখি ।

গোবিন্দদাস

কহই* পর-অশ্বর

গণইতে লেখি না লেখি ॥

প. ক.—৪০৫

১ অন্নক ।

২ চারু শব্দী ।

৩ মনমথ ।

৪ অবহ* ।

৫ কহ ইহ ।

টীকা—আকুল চিকুর—এলোমেলো চুল । ছুড়োপরি চন্দ্রক—শীর্ষলগ্ন
শিখীচন্দ্র । আগর-পুণকলে—রাত্রি আগরণের পুণ্যকলে । ভেটনু*
—দর্শন পেলাম । ভসম সম—ছাইয়ের মতো । অরি গেল—
অলে গেল । পর-অশ্বর—পরিহিতাশ্বর । লেখি না লেখি—লক্ষিত
হয়েও লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ গণ্য না করলেও চলতে পারে ।

দীনবন্ধু দাসের সঙ্কীর্তনামৃতে পদটির উৎসরূপে একটি সংকৃত শ্লোক
উদ্ধৃত আছে—

চুড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালকতটে সিন্দুরমুদ্রাশিখা

তষষ্ঠানচন্দ্রমধ্যাবিলসৎকস্তুরিকালোচনং ।

তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনা দধ্বঃ স মে মন্থথ-

স্তদুরাৎ প্রণমাম্যুমাধবমহো ষ্মাপ্যদিগ্‌বাসস্ ॥

৫

সহজই গোরি

রোখে তিন লোচন

কেশরি জিনি মাঝ* খৌণ ।

হৃদয় পাষণ

বচনে অনুমানিয়ে

শৈল-সুতাকর চীন ॥

সুন্দরি অব তুহ* চণ্ডী-বিভঙ্গ ।

যব হাম শঙ্কর

তুরা নিজ কিঙ্কর

মোহে দেয়বি আখ অঙ্গ ॥

কালিয় কুটিল

ভাঙু-বুগ-ভঙ্গিম*

সম্বন্ধ তাকর দস্ত ।

পশুপতি-দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে

হাম নহ শুভ নিশুভ ॥

দহন^১ মনোভবে তোহি^২ জিমাওবি

ঈষত-হাস বরদানে ।

তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব^৩

গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

প. ক.—৪০৬

১ মাঝা ।

২ ভুজলম ।

৩ মদন ।

৪ তুহ ।

৫ খণ্ডয়ে ।

টীকা—রোখে—রোষে । মাঝা খীণ—ক্ষীণ কটি । চীন—চিহ্ন বা লক্ষণ । বিভজ—মূতি । কিঙ্কর—দাস । ভাণ্ডু যুগ ভঙ্গিন—কুমুদলের ভঙ্গী । সম্বর—সম্বরণ কর । দোখে—দোষে । পশুপতি—শিব বা গোপালক । নাহি সমুঝিয়ে—বুঝি না । বাদ সব খণ্ডব—সকল বিবাদ খণ্ডিত হবে ।

বর্তমান পদটির সংস্কৃত উৎস শ্লোকটি সংকীর্ণনামুতে উদ্ধৃত হয়েচে—
গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাঘিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ক্রবোর্ডভতঃ ।
অং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবহ্নীকমজীকুরু ॥

৬

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি ।

অন্তর জ্বলত হামারি ॥

অধরহি^১ কাজর তোর^২ ।

বদন মলিন ভেল মোর ॥

হাম উজাগরি রাতি ।

তুয়া দিঠি অক্লনিম কাঁতি ॥

কাহে মিনতি কর কান ।
 তুহঁ হাম একই পরাণ ॥
 হামারি রোজন-অভিলাষ ।
 তুহঁ কহ^১ গদগদ ভাষ ॥
 সবে^২ নহ তক্ষু তক্ষুসঙ্গ ।
 হাম গোরি তুহঁ শ্রাম-অঙ্গ ॥
 অতয়ে চলহ নিজ বাস ।
 কহতহি^৩ গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—৪২৩

- ১ জোর ।
 ২ ভেলি ।
 ৩ অব ।

টীকা—উজাগরি—জাগৃত । নহ তনু তনুসঙ্গ—দেহের সঙ্গে দেহের
 মিল নেই । অতয়ে—অতএব । বাস—গৃহে । প্রথম ছর চরণে
 অসংগতি অলংকার ।

সঙ্কীর্ণনামৃতে বর্তমান পদের উৎসরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত
 হয়েছে—

তৎপীনোরসি পাণিজ্জকতমিতো জাজ্জল্যতে মে বনঃ
 তদ্বিরাধরচুখিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখং ।
 বামিন্যাং মম আগরান্তব দৃশ্যো শোনায়মানে ততো
 দেহার্থঃ কিমু যাচসে হি ভগবন্যেকৈব যমৌ তনুঃ ॥

গীতগোবিন্দের নিম্নোক্ত পদাংশের মধ্যেও পদটির প্রেরণা লক্ষ্য কর—
 দর্শন পদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্ ।
 কথয়তি কথমধুনাপি বয়া সহ তব বপুর্নেতদভেদম্ ॥

৭

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নি তুহঁ সুন্দরি
 এহ নব^১ কুঙ্কুম রেহ ।
 কাজর ভরমে মরমে কিয়^২ গজসি
 যন মুগমদ রস^৩ এহ ॥

ভামিনি^১ মবু মনে লাগল ধন্দ ।
 অপরূপ রোধে দোধ করি মানসি^২
 দিনহি^৩ তরুণী দিঠি মন্দ ॥
 গৈরিক ছেরি বৈরি সম মানসি
 উর পর যাবক ভাণে ।
 কাণ্ডক বিন্দু ইন্দুমুখ নিন্দসি
 সিন্দূর করি অঙ্কুমাণে ॥
 তোহারি সন্মাদে জাগি সব যামিনি
 অরুণিম ভেল নয়ান ।
 তুহু^৪ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
 গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

প. ক.—৪২৪

- ১ ঘন ।
- ২ কাহে ।
- ৩ পদ ।
- ৪ সুন্দরি ।
- ৫ গজসি ।

টিকা—রেহ—রেখা । দোধ—দোষ । যাবক—আলতা । ভানে—মনে
 কঙ্কর । সন্মাদে—সংবাদে । পরিবাদসি—দোষ দিচ্ছ ।
 বর্তমান খন্ডেরও উৎসলোকটি দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে উদ্ধৃত
 হয়েছে—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনমুসুণরেখাতত্ৰিরিয়ং
 ন লাক্ষান্তঃকুরে পরিচিনু গিরৈগৈরিকবিদং ।
 ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেপাশ্বনতয়া
 তরুণ্যাস্তে দুষ্টঃ কিমিব বিপরীতাস্থিতিরভুং ॥

—উদ্ধলনীলমণি (নারকভৈ)

৮

মাধব কাছে কান্দায়সি হামে ।
 চলি যাহ সো ধনি ঠামে ॥
 তোহারি হৃদয় অধিদেবী ।
 তাকর' চরণ যাহ সেবি ॥
 যো যাবক তুয়া অঙ্গ ।
 ততহি' করহ পুন রঙ্গ ॥
 সোই পুরব তুয়া কাম ।
 কী কল যুগধিনি ঠাম ॥
 এত কহু' গদ-গদ ভাষ ।
 ভণ রাখামোহন দাস ॥

প. ক.—৩৭৪

১ তাক ।

২ কহ ।

টীকা—কান্দায়সি—কান্দাচ্ছ । ঠামে—স্থানে । তাকর—তার । যাবক—
 আলতা । ততহি—সেখানে ।

৯

কত কত অনুন্নয় করু বর নাহ ।
 ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ ॥
 বহুবিশ্ব বাণী বিলাপয়ে' কান ।
 শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥
 গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত ।
 বচন না নিকসয়ে' চমকিত চীত ॥
 পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয় ।
 কর ষোড়ি ঠাড়ি' বদন পুন জোয় ॥

বিজ্ঞাপতি কহ গুন বর কান ।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জয় মান ॥

প. ক.—৫১২

১ বিলাসরে ।

২ নিঃসরে ।

৩ খাড়ি ।

টাকা—পালটি না চাহ—কিরেও চাইল না । ঠাড়ি—দাঁড়িয়ে । জোর—
একদৃষ্টে দেখে । <জোষ, জোখ—পরিমাপ করা ।

১০

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি ।
নয়ান-নাচনে নাচে হিম্মার পুতলি ॥
পীত পিঙ্কন মোর তুয়া অভিলাষে ।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥^১
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী ।
পরশিতে চাহি^২ তোমার চরণের ধূলি^৩ ॥
তুয়া রূপ^৪ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর ।
নয়ন অঞ্জন^৫ তুয়া পরচিত-চোর ।
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি ।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলি ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে রূপণ ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম^৬ ॥

প. ক.—৫১৩

১ এরপর পদরসাকরে অতিরিক্ত দু পংক্তি—

রাই কত পরখসি মোরে আর ।

তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥

২ সাধ ।

৩ তুয়া চরণ অঙ্গুলি ।

৪ মুখ ।

৫ অঞ্জন ।

৬ জানে কার মন / জানিবে কারণ ।

টাকা—পীতপিঙ্গন—পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান । ভেল ভোর—বিতোর
হল । আগলি—অগ্রবর্তী ।

১১

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব ।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুণ্যরাশি ।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদুহাসি ॥
আনন্দমন্দির তুমি জ্ঞান শক্তি ।
বাঙ্কাকল্ললতা মোর কামনা মুরতি ॥
সজ্জের সজ্জিনী তুমি সুখময় ঠাম ।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাখা নাম ॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর ।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥

প. ক.—২৯৫৫

টাকা—বাঙ্কাকল্ললতা—কামনার কল্ললতিকা । সুখময় ধাম—সুখদায়ী
মুতি । পাসরিব—ভুলব । কলেবর—দেহ । প্রাণের গুরুতর—
প্রাণাধিক ।

পদটির কবিত্বময় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বসন্ত রায়’
গ্রন্থে ।

১২

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ ।
করযোড়ে মাখব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী ।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণযুগল ধরি করু পরিহার ।
রোই রোই বচন কহই না পার ॥

মানিনী না ছেরই নাহ-বরান ।
 পদতলে মূঠয়ে নাগর কান ॥
 চরণ ঠেলি চলি^১ যায়ত রাই ।
 বলরাম দাস কান্ন মুখ চাই ॥

প. ক.—৪১৪

১ জনি ।

টীকা—পরসাদ—প্রসাদ বা প্রসন্নতা । নোর—অশ্রু । পসারন—প্রসারিত
 করল । কক্ক পরিহার—মিনতি করে । রোই রোই—কঁদতে
 কঁদতে । নাহ—নাথ ।

১৩

প্রেম-আগুনি মনহি^১ গুণি গুণি
 এ দিন বামিনী জাগি ।
 মদন-পঙ্কর^২ কুঞ্জে রোয়ই
 তোহারি রস-কণ^৩ লাগি ॥
 কি ফল মানিনি মান মানসি
 কান্ন জানসি তোরি ।
 তুহু^৪ সে জলধর অঙ্গে শোহসি
 যৈছন^৫ দামিনী গোরী ॥
 নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ
 পঙ্ক পঙ্কজ-পাত ।
 শয়নে ছটফটি লুঠই মহীতলে
 তো বিহু দহ দহ গাত ॥
 জানি পুন পুন সো পিয়া পরিখন
 যোই পুঞ্জে পাঁচবাণ ।
 রায় চম্পতি^৬ ও রস গাহক
 দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

প. ক.—৫৩৮

- ১ কুজর ।
- ২ পরশক ।
- ৩ জলদ ।
- ৪ প্রতাপাদিত্য / প্রাত আদিত ।

টাকা—বদন পঙ্কর—কামকারাগারে বা প্রেমপিঙ্করে । বোই—পুঁথিতে
সোই ।

পদের ভণিতায় গোবিন্দদাস রাজা প্রতাপাদিত্যকে অথবা “কণদা”
পাঠান্তরে কবি-বন্ধু রায় চম্পতিকে এ গানের রসগ্রাহক বলে বর্ণনা
করেছেন ।

১৪

পহিলিহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ।
অছুদিন বাটল অবধি ন গেল ॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী ।
তুহঁ মন মনোভব^১ পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী ।
কাজু ঠামে কহবি বিছুরহ^২ জনি ॥
ন খোজলুঁ দূতি^৩ ন খোজলুঁ আন ।
তুহঁক মিলনে মধ্যত^৪ পাঁচবাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহঁ ভেলি দূতি ।
সুপুরুথ-প্রেমক ঐছন রৌতি ॥
বধন-রুদ্র-নরাধিপ মান ।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

প. ক.—৫৭৬

- ১ মনভব ।
- ২ বিছুরল ।
- ৩ দোতি ।
- ৪ মধ্যত ।

টাকা—পহিলহি—প্রথমে । নয়ন ভঙ্গ—চোখের দেখার । অবধি—শেষ ।
 মরণ—পুরুষ । মনোভব—মনন । পেশল—পেষণ করে একীভূত
 করলে, ফলে নারী-পুরুষ ভেদভাব তিরোহিত হ'ল । কানু ঠানে
 —কৃষ্ণসমীপে । বিছুরহ জনি—সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গেছে ।
 নথ্যাত—নথ্যস্থ ।

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র নামাঙ্কিত এই কলহাস্তরিতার পদটি গোদাবরী
 তীরে চৈতন্যের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্ত্বালোচনার শেষে রায় রানানন্দ
 গেরেছিলেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত ।

১৫

চরণ-নখর-মণি-রঞ্জন ছান্দ ।
 ধরণি লোটায়ল গোকুল চান্দ ॥
 চরকি চরকি পড়ু লোচন-লোর ।
 কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
 লাগল কুদিন কয়ল হাম মান ।
 অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
 রোখ তিমির এত বৈরি কি জ্ঞান ।
 রতনক ভৈ গেল গৈয়িক ভাণ ॥
 নারি জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি ।
 মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
 বিজ্ঞাপতি কহ শুন ধনি রাই ।
 রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই ॥

প. ক.—৪৫২

পদটি বাঙালি বিদ্যাপতির । সঙ্গীভনায়তেও পদটি নিম্নলিখিতভাবে ছোট বিদ্যাপতি
 কবিরাজনের ভণ্ডায় আছে—

কহে কবিরজন শুন বরনারি ।
 প্রেম অমিলারসে লুবধ মুরারি ॥

টাকা—চরণ নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ—শ্রীমতীর চরণের নখররূপ মণিকে
 রঞ্জিত করার জন্যই যেন কৃষ্ণ-চন্দ্র পদতলে লুপ্তিত হনেন ।

রোধ তিনির—রোষাঙ্ককার । গৈরিক ভাণ—গিরি-মাটি বহন হল ।
ভাগি—ভাগ্য । ভালে সমুঝাই—ভাল করে বুঝেও ।

১৬

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান-ভুজঙ্গে ।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহি^১ দেখবি ইহ রঙ্গে ॥
মা গো কিয়ে ইহ জীদ অপার ।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাণ্ডরি উতারব পার ॥
শ্রামর কামর মলিন নলিন মুখ^২
ঝরঝর^৩ নয়নক নীর^৪ ।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়েল
হিয়া কৈছে বান্ধলি ধীর^৫ ॥
সাধি সাধি ছরমে ঘরমে মহাবিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস ।
মনমথ-দাহ^৬ দহনে মন ধসি গেও
রোধে চলল নিজ বাস ॥
অবিরোধি প্রেম পক্ষ তুহ^৭ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ ॥
বৃন্দাবন কহ নিবেধ না মানলি
হামারি ওরে নাহি চাহ ॥

প. ক.—৪৬৮

- ১ মলিন মুখমণ্ডল ।
- ২ ঝরঝর ।
- ৩ লোর ।
- ৪ ধোর ।
- ৫ হেরইতে দারুণ ।

টাকা—ছিট—জীবন । অরি—অলে । পাঙরি—পারে । পাদ—পাঙ ।
 উভারব—নামাবে । পার—পারদ, বিষ । ছরমে—শ্রমে ।
 অবিরোধি—বাধাহীন । হামারি—আমার দিকে ।
 পন্নব, ভুজঙ্গ প্রভৃতি উপমান যোগে সাক্ষরূপক অনংকার ।

১৭

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু^১
 সো বহুবল্লভ কান ।
 আদর সাধে^২ বাদ করি তা সঞে
 অহনিশি জ্বলত পরাণ ॥
 সজনি তোহে কহ মরমক দাহ ।
 কান্নুক দোখে যো ধনি রোধই
 সোই তাপিনী জগ মাহ ॥
 যো হাম মান বহুত করি মানলু^৩
 কান্নুক মিনতি উপেখি ।
 সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
 তাকর দরশ না দেখি ॥
 খৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল^৩
 জীবন রহত সন্দেহ ।
 গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
 ঐছন কান্নুক নেহ ॥

প. ক.—৪৩৩

১ জানলু ।

২ আদরে সাধি ।

৩ ভাজল ।

টাকা—পহিলে—প্রথমে । আদর সাধে—সমাদর প্রত্যাশার । বাদ—
 বিবাদ । তা সঞে—তাঁর সঙ্গে । জগ মাহ—জগতের মধ্যে ।
 তাকর—তাঁর । ভাগল—দূর হল । ঐছন—ঐরূপ । নেহ—
 নেহ ।

১৮

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
 হেরত পুন জনি কান^১ ।
 কান্নু হেরি জনি প্রেম বাড়ায়ই
 প্রেম করই জনি মান ॥
 সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ ।
 মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
 কান্নু সঞে কি করব রোখ ॥
 বো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
 লাখ মিনতি মুখে কেল ।
 তাকর দরশন বিনে তনু জরজর
 পরশ^২ পরশসম ভেল ॥
 সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
 তাহে না রোপলু^৩ কাণ ।
 গোবিন্দদাস সরস-বচনামৃত^৪
 পুন বাহুড়ায়ব কান ॥

প. ক.—৪৩৪

- ১ পুন জনি হেরই কান ।
 ২ দরশ
 ৩ হেরলু পন ।
 ৪ কহই ধনি বিরমহ ।

টীকা—কোই—কেহ । জনি হেরই—যেন না দেখে । অতএ—অতএব ।
 অব—এখনও । নাহি নিকসয়ে—বের হচ্ছে না । কেল—করল ।
 পরশসম—স্পর্শমণিসদৃশ দুর্লভ । সমুঝায়ল—বোঝাল । না রোপল
 —আরোপ করলান না । বাহুড়ায়ব—কেবাব (স্বাভাবিক) ।

55

বাকর চরণ- নখর-রুচি হেরাইতে

ସୁରୁଛିତ କତକୋଟି କାମ ।

সো মবু পদতলে ধরনী' লোটারল

পালটি না হেরলু' হাম ॥

সজ্জনি কি পুছসি হামারি অভাগি ।

ব্রজ-কুল-নন্দন- চান্দ উপেখলু

ନାରାୟଣ ସ୍ଥାନକି ଜାଗି ॥

কাতর দীর্ঘ **মীঠা বচনায়ত্তে**

କତ ରୂପେ ସାଧନ ନାହିଁ ।

সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনন্স ২

অব হিয়ে তুষ-দহ^৩ দাহ ॥

সে হেন রসিক পিয়া কাহাঁ রহ কাহাঁ করু^৪

সোঙরি সোঙরি মন বুর ।

গোবিন্দদাস কহ শুন বরনাগরি^৬

সো পছ' তোহারি অদূর' ॥

প. ক.—৪৫৩

୧ ସ୍ତମ୍ଭ ।

২. 'সো হাম বচন প্রবণে নাহি শুনল' ।

৩. তুমানজে ।

৪ কৈসে হাদয় ধরো কাহাঁ যাও, কাহাঁ করো ।

६ दशमन जाति ।

৬ গোবিন্দদাস যব আনি মিজাম্বব ।

৭. তবহি মনোরথ পূর ।

মোকা—পাখাটি—কিরে । দীঠে—দষ্টিতে । বীঠ—বিষ্ট । নাহ—নাথ ।

তখনই দাহ—তুবাগ্নি দহন । সোঙরি—স্বরণ করে । বুর—কাঁদে ।

২০

অঙ্গনয় করি হরি পানি পসারই
 রাইক চরণক আগে ।
 নিজ মুখে আপন কহই দোষ শত
 মানই করম-অভাগে ॥
 দেখ রাধামাধব প্রীত ।
 তুহঁ কর নিজ নিজ গুণ বাঢ়ায়ত
 তুহঁ জন নিজ নিজ রীত ॥
 স্মৃশী কহত কাছে মোহে বিড়ম্বহ^১
 হাম তুমি মুগধিনি নারী ।
 তুহঁ সে রসিক বর বিদগধ নাগর
 নাগরি-জন মনোহারি ॥
 কহইতে এতহঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
 কান্ন কল্ল ধনি কোর ।
 ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
 আনন্দে পুন ভেল ভোর ॥

প. ক.—৪৪৯

১ বিড়ম্বসি ।

টীকা—পসারই—প্রসারিত করে । নয়ন লোরে ঝাঁপল—চোখ জলে
 আবৃত হল । কোর—কোলে । ভোর—বিহ্বল ।

দানলীলা ও নৌকালীলা

১

হের দেখে নব নব গৌরাজ মাধুরী
 রাপে জিতল কোটি কাম ।
অজ্ঞহি অজ্ঞ যাম কুল সঞ্চর
 বৈছন মোড়িক দাম ॥
নয়নহি নীর বহ কম্পহি থির নহ
 হাসি কহত যুহু বাত ।
কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঙে আয়লু'
 ঠেকিলু শ্রামর হাত ॥
বেশক উচিত দান কভু না গুনিয়ে
 কাইঁ শিখলি অবিচার ।
বুঝি দেখি নিরঞ্জন গোবর্ধন বন'
 লুটবি তুহু' বাটপার ॥
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত
 কিঞ্চিত পাটল আঁধি ।
রাধামোহন কিরে আনন্দ ডুবব
 ও রসমাধুরি দেখি ॥

প. ক.—১৩৩১

১ বন সে গোবর্ধন ।

টীকা—বৈছন মোড়িক দাম—বেন মুক্তার মালা । দান—বিক্রয়-কর ।
বাটপার—ডাকাত (<বর্ধপাত) । ভরমাইত—স্বামিত, ঘুর্যমান ।
পাটল—রত্নবর্ধ ।

২

সুন্দরি রাধা সুন সমুখে
 পুছো মোএঁ হুসীকেশে ।
 কথ' না বসসি কথ' তোর ঘর
 জাইবে কোমণ দেশে ॥
 গোকুলে থাকো মো গোআল জাতী
 তোম্কে না পুছহ কিকে ।
 যোল শত গোপী পসার সাজিয়া
 মথুরা জাওঁ মো বিকে ।
 ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
 দেখো মো তোম্কার পসারা ।
 কোন বধু লখী জাহা মথুরা
 তাহার দেহ বিচারি ॥
 হুত দধি ছুখ আওর যোল
 এ সব মোর পসারা ।
 তোম্কে না কমন কারণে কাছাঞি
 চাহ এহার বিচারি ॥
 তোঞ' না জানসি মোঞ' মহাদানী
 এ দান সব আদ্বারে ।
 ভাণ্ডে যোল পণ দিয়া মহাদান
 চল মথুরা নগরে ॥
 বিখর কালে বিখর গুণী
 হেন বিগরীত বাণী ।
 আনেক সমএ মথুরার পথে
 হুত হুখে মহাদানী ॥
 আকলী রাধা তো আকলী বড়ী
 হেন পাড়ী-পদাভরণ ॥

আপন চিহ্নিঁ
দাখিঁ বাহ দান
রাখহ আপণ মাণে ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড

- টাকা—কিকে—কিছল্য। বিকে—বিক্রয়ের জন্য। ওলাহা—নাহাও।
বধু—বস্ত্র। কখন—কেমন বা কোন। বাহাদানী—কর সংগ্রহ-
কারী প্রধান। বিখর—বিস্তার। আনেক সমএ—এতকাল পরে।
আজলী—ঋজু, বোকা। আবালী বড়ী—বড়োই খুঁকি। গাছী
পরমাণে—পাঁজি প্রমাণে।
পদটি যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার সংলাপ অনুযায়ী সজ্জিত।

৩

আহির রমণী যত চালাঞা বাহির পথ
আপনে বাইছ আন ছলে।
বাহ নাড়া দিয়া বাও দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে' ॥
হেদে লো কিশোরি গোরি গুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক গুনিয়া তবে হাসিয়া বোলয়ে সতে
কিবা দান কহ দেখি কান ॥
পুন হাসি কহে বাণী গুন ওহে বিনোদিনী
অন্ন নিব তোহারি পিরিতে।
পীত-বাস কাম-রায় সে বা যত দান চায়
তাছা ভূমি' না পারিবে দিতে ॥
গলে গজমোতি হার একলক্ষ দান তার
ছুই লক্ষ সিঁথার সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশ পাশ দান মাণে পীতবাস
চারি লক্ষ পায়ের নুপুর ॥

দানদীনা ও নৌকাদীনা

কুসুম কবরী খুঁরি পাঁচলক দান তারি

নহে কহ বে হয় উচিত ।

মোরা করোঁ রাজসেবা কাঁচুলীতে লুকা কিবা

দেখাইঞা করাও পরতীত ॥

কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান

অন্ত হইলে আমি ভাল জানি ।

যদি পুন হেন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল

হাসিল অনন্ত পছঁ শুনি ॥

প. ক.—১৩৩৮

১ বোলে ।

২ পুন ।

৩ তবে গাবে প্রতিফল ।

টীকা—আহির—আভীর বা গোপ । পীতবাস কান রার—হলুদকলর
মদন রাজা ।

পদটিতে নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ছায়া লক্ষণীয়—

ক বাসি দানীত্যপি নৈব পশ্যসি দৃগক্ষলেনাপি গজেন্দ্রগামিনি ।

কিমক্ষলেনাপিহিতং কিশোরি মে তদাকলয্যাস্ত করঃ প্রদীরতান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডের পদের সঙ্গেও পদটি তুলনীয় ।

৪

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমনে যাবে তুমি ।

শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে

সকলি কিনিয়া নিব আমি ।

এ ভর ছপর বেলা ভাঙিল পথের ধূলা

কমল জিনিয়া পদ তোরি ।

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় ছুখ

অম ভরে আউলাইল কবরী ।

অমূল্য রতন সাথে গোভারের ভর পথে

লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া ।

: হত্যার লাঞ্ছিতা আমি এই পথে মহাদাসী
 ভিল জন্ম না যাও ছাড়িয়া ॥
 মধুনা অনেক পথ ভেজ অস্ত্র মনোরথ
 মোর কাছে বৈস বিনোদিনী ।
 বংশীবদনে কর এই সে উচিত হয়
 শ্রাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ॥

প. ক.—১৪০৩

১ দেও ।

টীকা—হেদে—ওহে । বোলে—কথায় । আউনাইল—এলিয়ে গেল ।
 গোঙারের—গোঁয়ার বা ডাকাতের (< গ্রাম্যকার) । লাগি—
 স্মরণ ।
 স্ববীজনাথের কল্পনা কাব্যের “পসারিনী” কবিতায় এই পদটির প্রভাব
 লক্ষণীয় ।

৫

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
 ছুঁইতে রাখার অঙ্গ ।
 রাখাল হৈয়া রাজবালা সনে
 না জানি কিসের রঙ্গ ॥
 স্মরি গিয়া যদি আরাধনা ক
 সেবহ শঙ্কর দেবে ।
 সন্তত অরণ্যে শরণ শৈলজ
 হুঁকা কর একভাবে ॥
 জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে
 সঙ্কটে কামনা কর ।
 তবু কুসতায় নন্দিনী-সিঁচোল
 অকল ছুঁইতে নার ॥

অলপে অলপে সযনে সযনে

বচন রচহ মিঠ ।

সব আভরণ থাকিতে হিয়ার

হারে বাড়াইছ মিঠ ॥

মননে আকুল আপন দুকুল

কি লাগি কলঙ্ক কর ।

জ্ঞানদাস কহে ইজিত নহিলে

কি লাগি বাছ পসার ॥

প. ক.—১৩৪১

টাকা—শৈলজা—পার্বতী । অলখি আহবী সদয় নিকটে—গঙ্গাগগনে ।

আপন দুকুল—নিজের পিতৃমাতৃকুল । পসার—প্রসারিত কর ।

পদটি পদকল্পতরুতে ভিন্নরূপে গোবিন্দদাসের ভণিতার থাকলেও পদাবৃত্ত-
লহরীতে পদটির এই পাঠ জ্ঞানদাসের ভণিতার পাওয়া যায় ।

পদকল্পতরুতে পদটির ভণিতা এরকম—

গোবিন্দদাসের বচন মানহ

না কর এমন চক্ষ ।

যেই নাগরী ও রসে আগরি

করহ তাকর সঙ্গ ॥

৬

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম

উন্নত কুচ গিরি কোর^১ ।

সুন্দর বদন ছবি কনক ধূম গিবি

ততহিঁ তপত জিউ^২ মোর ॥

সুন্দরি তোহারি চরণযুগ^৩ ছোড়ি ।

গোরি আরাধনে কাই চলি বাওব

তুহঁ সে তিরিখসরি গোরি ॥

সিন্দুর সুল্লসর হৃগমদ পরশল
 এহি সুরজ গ্রহ জানি ।
 তুরা পদ-নখ-খিজ- রাজহি সোপলুঁ
 সুল্লসরি সহস্র^১ পরাণি ॥
 কাম সাগরে হাম সহজই নিমগন
 কাম পুরবি তুহুঁ রাই ।
 শ্রামর বলি^২ অব চরণে না ঠেলবি
 গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

প. ক.—১৩৪২

- ১ জোর ।
 ২ মন ।
 ৩ নিয়ত অব ।
 ৪ সহজ ।
 ৫ বোল ।

টীকা—বেণি—ত্রিবেণী (তিন ছড়া হার মেন বুকে ত্রিবেণীর স্ফটিক করেছে ।) বদরিকাশ্রম—হিমালয়ের অন্তর্বর্তী তীর্থ । (এক্ষেত্রে কুচগিরির আশ্রয়) । কনক ধুম—অগ্নিশিখা বাহিত স্বর্ণবর্ণের ঘোঁয়া (এক্ষেত্রে গৌর মুখের আভা) ।

৭

মথুরার হাট হৈতে ফিরিয়া আসিতে পথে
 কানে কানে বহিছে যমুনা ।
 কুমারের চাক বেন ঘুরগি উঠিছে হেন
 দেখি সন্ডে হৈল বিমনা ॥
 (বড়াই) কহ কি উপায়ে হৈব পার ।
 সীতারের নদী নয় নামিতে লাগিছে ভয়
 দেখি প্রাণ কাঁপিছে আমার ॥

জল নহে কালো মেঘ পবন জিনিয়া বেগ
 দেখি তব্বু কাঁপরে ডরাসে ।
 ভুজল কুন্তীর ভাসে মীন পালার আসে
 নামি ইথে কেমন সাহসে ॥
 এক হাঁটু জল দেখি এখনি গিয়াছি বিকি
 কোথা হৈতে আন্য এত পাণি ।
 হেন সতে অজুমানি জপিয়া সে মন্ত্রখানি
 এতখানি কৈল সেই দানী ॥
 প্রণাম তাহার পায় তাই দিব যাহা চায়
 কৃপা করি পার করুক আনি ।
 যজুনাথ দাস বোলে তরী সাজি হেন বেলে
 দিল দেখা পোকুলের মণি ॥

অপ্রকাশিত পদস্বাবলী—২৯৩

টাকা—কানে কানে—কানায় কানায় । কুমারের চাক—মৃৎপাটনির্বাভার
 টাকা । বিকি—বিক্রয় করে ।

৮

মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
 ছুকুল বহিয়া যায় ঢেউ ।
 গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
 তরঙ্গী রাখিতে নাহি কেউ ॥
 দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্রামরায় ।
 কখন না জানে কান বাহিবর সন্ধান
 জানিয়া চাপিলু^১ কেনে নায় ॥
 নারায়ণ নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
 কুটিল নয়ানে চাহে মোরে ।

ভরেতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
 কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
 অকাজে দিবস গেল নোকা নাহি পার হৈল
 পরাণ হৈল পরমাদ ।
 জ্ঞানদাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি^৭
 এখন না ভাবিহ বিবাদ ॥

প. ক.—১৪১১

১ উত্তিনু ।

২ ভূমি ।

টীকা—মানসগঙ্গা—গোবর্ধন গ্রামের বিশাল দিঘি ; অর্থপ্রসারে যমুনা ।
 বাহিবাব সজ্জান—নোচালনার কোশল । দে—দেহ । কোরে—
 কোলে । পরমাদ—প্রমাদ বা বিপর্যস্ত ।

৯

ভুবন মোহন শ্রামচন্দ্র ।
 ভানুসুতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কর
 শুন শুন যুবতীর বৃন্দ ॥
 জলের ঘুরণি বড় তরলী আমার দড়
 অঞ্চ গজ কত নর নারী ।
 দেবতা গর্জ্ব যত পার করি শত শত
 যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥
 উমড়িয়া শ্রাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে
 পবনে কাঁপয়ে সব ডল্ল ।
 যন উছলিছে জল নোকা করে টলবল
 তরলী তরলী তার ছল্ল ॥
 আমার বচন ধর হাতে কেরোরাল কর
 বসন ভূষণ তার ছাড় ।

নাথিকের বেতন দাও সবনে ভরসী বাও

নছে সবে গোখিল গুণর ॥

গুনি সুখদনি কম আগে পার করি দাও

পাছে দিব যে হয় উচিত ।

জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি

পাছে হয় হিতে বিপরীত ॥

পদ্যান্তবাহুরী—৩/৩৮১

টীকা—দড়—দৃঢ় । কেরোয়াল—দাঁড় । গুণর—স্মরণ কর ।

১০

যবে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ ।

তবে হিঅ হিঅ বুলী কাহু বাহে নাএ ॥

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ।

অধ নদী গেলৈ পুণি বহে খর বাএ ॥

রাধাএ বুলিল কাহু ঝাঁট বাহি যা ।

টেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥

দুতরত পার কর একবার কাহু ।

পার হৈলৈ তোর বোল না করিবৈ আন ॥

নাঅ টালবলাএ আধিকে দামোদর ।

ছুপুণ বাড়িল রাধিকার মনে ডর ॥

কাহুর মনত ভৈল মদন বিকার ।

ছল করি টানিলেক রাধার পসার ॥

তখন ছাড়ায়িল হৃদ দধি বোল ।

ডর পান্নি রাধা কাহাঞিকে মাঞ্জে কোল ॥

কোলে কর কাহাঞি বড়ান্নি জুনী জানে ।

বড়ান্নি জানিলে জানে কংস আইহুণে ॥

এ কোল সুগিৰী কাছাঞি মনের হরিষে ।
 নাঅ ডুবান্দিয়া রাধা কোলে করি ভালে ॥
 আলিঙ্গন পাইল কাছাঞি রাধার তরাসে ।
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নোকাখণ্ড

টীকা—পাতল কৈল—দেহ আভরণাদি মুক্ত করলে । রাধাএ—রাধা+
 এন । হালে—শিথিল বা কম্পিত হয় । দূতরত—দুস্তর+ত ।
 টালিলেক—উলটে ফেললে । বাসলী—বিশালাক্ষী, বজ্রেশ্বরী ।

রাসলীলা

১

নাচত গৌর রাস-রস অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী ।
বরজ-সমাজ রমণীগণ বৈহন
তৈছন অভিনয়-রঙ্গী ॥
দেখ দেখ নবদীপ মাঝ ।
বাওত গাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর-বিজরাজ ॥
তা তা জিমি জিমি মাদল^১ সুবাজত
ঝুঝু ঝুঝু নুপুর রসাল ।
রবাব বীণা মৃদঙ্গ^২ মণ্ডল
সুমিলিত কর করতাল ॥
এ হেন আনন্দ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
নিরুপম প্রেম-বিলাস ।
ও সুখ-সিদ্ধ পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস ॥

প. ক.—১২৫৪

১ আর সব ।

২ অর ।

টীকা—রবাব (কা°)—সেতারজাতীয় (রুদ্রবীণা) । মৃদঙ্গ—ধোল ।

২

ললিতল বজলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে ।
মধুকরনিকর-করস্থিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবাস্তে ।
বৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহজনস্ত দুঃসন্তে ॥

উদ্‌মদমদমনোরথ-পথিকবধুজনজনিভ-বিলাপে ।
 অলিকুলসঙ্কলকুসুমসমুদ্রনিরীকুলবিকুলকলাপে ॥
 মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে ।
 যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনথরুচিকিংশুকজায়ে ॥
 মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে ।
 মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতুগবিলাসে ॥
 বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরণকৃতহাসে ।
 বিরহিনিকৃন্তনকুন্তুমুখাকৃতিকেতকিদম্বরিতাশে ॥
 মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ ।^১
 মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥
 ক্ষুরদতিমুক্তলতাপরিরন্তনপুলকিতমুকুলিতচূতে ।
 বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাঙ্গলপূতে ॥
 ত্রীজয়দেবভাগিতমিদমুদয়তি হরিচরণশ্রুতিসারম্ ।
 সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমুগতমদনবিকারম্ ॥

— গীতগোবিন্দ

১ নবমালতিজাতি-সুগন্ধৌ ।

টীকা—লবঙ্গলতা—যুঁইলতা । করস্থিত—গুপ্তিত । রভস—বেশ । কেশর
 —যকুল । শিলীমুখ—শ্রমর । করুণ—লেবুফুল । নিকৃন্তন—
 সংহারক । কুন্ত—বল্লম । আশা—দিক্ । নবমালিকা—নেমালি
 ফুল । অতিমুক্তলতা—মাধবী । চূত—আশ্রয় ।
 ভাগবতে শারদীয় রাগে গোপীসহ কৃষ্ণের নৃত্যাদি, এখানে বাসন্তরাস ।

৩

পীতবস্ত্র^১ পরিধান দেব বনমালী ।
 নুতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুলি ॥
 নীলমণি জিনি তাঁর মুখানি অঙ্গুগাম ।^২
 তার মাঝে শোভা করে বিষ্ণু বিষ্ণু দাম ॥

চিত্রগতি চলে যেন নাটুরা খঞ্জন ।
 দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন ॥
 কামেতে পীড়িত চিত্তে ককের চরণ ।
 কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন ॥
 মদন দগধে সব যুবতি সমাজ ।
 স্বামীরে ছাড়িলেক ভয় খণ্ডিলেক লাজ ॥
 রাত্রিদিনে গোপীর গোবিন্দে হৈল মতি ।^১
 গৃহকর্ম ছাড়িলেক সকল যুবতি ॥
 কোথা আছে গোবিন্দাই কোন তাঁর ঠাঞি ।
 কোন প্রকারে তাঁর দরশন পাই ॥
 হেন মতে গোবিন্দে চিত্তে গোপিগণ ।
 অন্তর্যামিনী গৌসাত্তি জানিলা তখন ॥^২
 জানিঞাত গৌসাত্তি পাতি যোগমায়া ।
 করিব ত রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া ॥
 লড়িলা যমুনাতীরে সুন্দর কানাই ।
 নানা পুষ্প বৃক্ষলতা আছয়ে তথাই ॥
 একচিত্তে শুন নর সংসার-তারণ ।
 গুণরাজখান বলে বন্দি নারায়ণ ॥

—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

- ১ পীড়খড়া ।
- ২ যুকুর জিনিয়া তাঁর মুখানি অনুগাম ।
- ৩ নীলমণি দর্পণ যেন মুখ নিরমাল ।
- ৪ রাত্রিদিনে যোগবধুর অন্য নাহি মতি ।
- ৫ সত্যাকার প্রাণ প্রভু জিনিয়া তখন ।

টীকা—লড়িলা—এলেন । লড়্ বাতু চলেন । গুণরাজ খান—মালধর
 কঙ্কর উপাধি ।

8

শরদ চন্দ্র পবন মন্দ

বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ

ফুল মল্লিকা মালাতি বুধি

মস্ত মধুকর ভোরণি ।

হেরত^১ রাতি ঐছন ভাতি

শ্রাম মোহন মদনে মাতি

মুরলি গান পঞ্চম তান

কুলবতি-চিত চোরণি ॥

শুনত গোপি প্রেম রোপি

মনহি^২ মনহি^৩ আপনা সৌপি

তাঁহি চলত বাঁহি বোলত

মুরলিক কল লোলনি^৪ ।

বিসরি গেছ নিজহ^৫ দেহ

এক নয়নে কাজর-রেহ

বাহে রঞ্জিত কখন একু^৬

একু কুণ্ডল ডোলনি^৭ ॥

শিখিল ছন্দ নিবিক^৮ বন্ধ

বেগে খাওত যুবতিবৃন্দ

খসত বসন রসন চোলি

গলিত বেণি লোলনি ।

ততহি বেলি সখিনি মেলি

কেছ কাছক পথ না হেরি

ঐছে^৯ মিলন গোকুলচন্দ্র

গোবিন্দদাস গাহনি^{১০} ॥

- ১ হেরিই ।
- ২ মুরলি কনক-দোলনি ।
- ৩ মজীর এক ।
- ৪ দোলনি ।
- ৫ নীবি নিবন্ধ ।
- ৬ ঐছনে ।
- ৭ গাওনি / গায়নি ।

টাকা—ভোরনি—বিহ্বল, মুছিত । ‘মনহি’ ‘মনহি’—মনে মনে । আপনা
সোঁপি—আত্মসমর্পণ করে । বিসরি—বিস্মৃত হয়ে । বাহে—
বাহতে । ডোলনি—দোলানো । নিবিব বন্ধ—কটিবন্ধন । রসন
চোলি—মেখলা ও ওড়না । লোননি—আলুনারিত ।

বর্তমান পদটি শ্রীমদভাগবতের দশম স্কন্ধের অন্তর্গত ২৯ অধ্যায়ের সপ্তম
শ্লোকের ব্যস্তবস্ত্রাভরণার ছায়াবলম্বনে রচিত ।

৫

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিদ্ধু-গাহনি ।
পুছত সবক^১ গমন-খেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহ^২ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥
হেরি ঐছন^৩ রজনি ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি^৪ কানন ওর
ঘোর নহত কাহিনী ।
গলিত ললিত কবরিবন্ধ
কাহে ধাতত যুবতিবৃন্দ

মন্দিরে কিরে পড়ল দম্প
 বেড়ল বিশিখ-বাহিনী ॥
 কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
 নিকুঞ্জ ভরল কুসুমপাঁতি
 হেরত গ্রাম ভ্রমর ভাতি
 বুঝি আওলি সাহনি° ।
 এতহুঁ কহত° না কহ কোই
 রাখত কাহে মনহি গোই
 ইহহি আন নহই কোই°
 গোবিন্দদাস গাহনি ॥

প. ক.—১২৫৬

- ১ সকল ।
- ২ হেরত ঐছে ।
- ৩ আওলি ।
- ৪ শোভনী ।
- ৫ এতহি কহি ।
- ৬ কোহি না হোই ।

টীকা—প্রেম সিদ্ধি গাহনি—গোপীদের প্রেমসমুদ্রে অবগাহনে ইচ্ছুক ।
 গমন প্রেম—আগমনের কুশল । কীয়ে করব প্রেম—কোন প্রীতি-
 পূর্ণ আচরণ করব । কানন ওর—উদ্যান প্রান্ত । ধোর নহত
 কাহিনী—সামান্য কথা নয় । বিশিখ বাহিনী—তীরন্দাজ দস্যুর
 দল । সাহনি—অভিলাষিনী (সাধনি) । গোই—গোপন ।

পদটিতে শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে কৃষ্ণের গোপী-পরীক্ষণ ব্যঞ্জিত ।
 তুলনীয়—

আগন্তুং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।
 ব্রজস্যানাময়ং কক্ষিদ ব্রতভাগবনকারণম্ ॥

১০/২৩/১৭

৬

হরি হে বুঝলো তুহ বর নিদরা ।
 নিকরুণ বাণী বাণে মরম ছানি
 দারল হামাকেরি ছন্দরা ॥
 পতি স্মৃত সব অব ছোড়ি পরল নাথ
 তবু পদপঙ্কজ আগ ।
 ভকত কাপাল গোপাল তেরি কৈসে
 টুটল নব অঙ্গুরাগ ॥
 তুহঁ যিনি মাধব দেহা নাহি রাখব
 বিরহিনী ছোড়ব প্রাণ ।
 ন করহ নৈরাশা তুহ জগতাবাসা
 কৃষ্ণ কিঙ্করে এহ ভাণ ॥

—কেলিগোপাল

টাকা—দারল—বিদারণ করলে । কাপাল—সর্বভাগী । কৃষ্ণ কিঙ্কর—
 কবি শঙ্কর দেব ।

৭

দেখ রে সখি	শ্রাম-চন্দ্র	ইন্দুবদনী-রাধিকা ।
বিবিধ ছন্দ ^১	যুবতীবৃন্দ	গাওয়ে রাগমালিকা ॥
মন্দ-পবন	কুঞ্জ-ভবন	কুসুম-গন্ধ-মাধুরী ।
মদনরাজ	রত্নস মাঝ ^২	ভ্রমরা ভ্রমরি চাতুরী ॥
ভরল ভাল	গতি জ্বলাল	নাচে নটিনী নটনধুর ।
প্রাণনাথ	করত হাত	রাই তাহে অধিক পূর ॥
অঙ্গে অঙ্গে	পরশে ভোর	কেহ রহত কাঙ্ক্ষ কোর ।
জ্ঞানদাস	কহত রাস	বৈছে ^৩ জলদে বিজুরি জোর ॥

১ যত্ন ।

২ নব সমাজ ।

৩ যৈহন ।

টীকা—বিবিধ ছন্দ—নানা চণ্ডে । রাগ বালিকা—বালিকা রাগ বা রাগ-
নানা । নটদশুর—নট দেবতা । অধিক পুর—বেশী আনন্দপূর্ণ ।
ঘোর—বৃদ্ধ ।

৮

সকল রমণীগণ ছোড়ি বর নাগর

রাইক কর ধরি গেল ।

বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল ভোড়ই

কেশবেশ করি মেল ॥

চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন

কান্দে চড়ব মন কেল ।

বুঝইতে ঐছে^১ বচন বহু-বল্লভ

নিজ তনু অলখিত ভেল ॥

না দেখিয়া নাহ তাহি^২ ধনি রোয়ত

হা প্রাণনাথ উত্তরোলে ।

ব্রজ রমণীগণ^৩ না দেখিয়া মন ছুখে

ভাসল বিরহ হিলোলে ॥

উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া

হেরল রোদতি রাধা ।

সখীগণ মেলি ধরনী পর লুঠই

উদ্ধবদাস চিতে বাধা ॥

প. ক.—১২৬২

১ ঐহন ।

২ ব্রজচন্দ্র রমণ ।

৩ টীকা—ভোড়ই—ছিঁড়ে । হিলোলে—তরঙ্গে ।

কুকের অর্পণে স্নান ও ব্রহ্মগোপীদের বিলাপাংগ ভাগবতের নিম্নলিখিত
শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয়—

অনুযাত্তো ভগবতো বার্গং গোপো বিব্রতঃ ।
দৃদতঃ প্রিবিশ্প্রোষান্নোহিতাং দুঃখিতাং সখীং ॥
হা নাথ রমণশ্চেষ্ট কাসি কাসি মহাত্মজ ।
দাস্যাশ্চে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিবিং ॥

৯

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি ।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমর জমরী ॥
রাই কান্না বিলম্বই রুদে ।
কিহ্নে ছুই^১ লাগনি বৈদগ্ধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়^২ গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায় ।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র করে স্নানীতল
মণিময় বেদীর উপরে ।
রাই কান্না কর ধরি^৩ বৃত্ত্য করে কিরি কিরি
পরশে গুলক অঙ্গ ভরে ॥
সুগমদ চন্দন বহুর করি সখীগণ
করিথয়ে ফুল গজরাশে ।
অমলল কিন্তু কিন্তু প্রাচীর রাই মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥

কুমুদিত কুন্দাধন কলপ-ভরস গণ
 পরাগে ভরল অলিকুল ।
 রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর ঘন
 নরোত্তম মনোরথ পুর ॥

প. ক.—১০৭৪

১ কিবা রূপ ।

২ পহ ।

৩ জোড়ি ।

টাকা—রতনে খচিত হেম—বনিখচিত স্বর্ণতুলা ।

১০

রাস আগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
 আলুয়া আলস-ভরে ।
 শুভলি কিশোরী আপনা পাসরি
 পরাণ নাথের কোরে ॥
 সখি হের দেখসিয়া বা ।
 নিন্দ যায় ধনি চাঁদ বদনী
 গ্রাম অঙ্গে দিয়া পা ॥
 নাগরের বাহ করিয়া শিখান
 বিধান বসন ভূষা ।
 নিখাসে হুগিছে রতন বেশর^১
 হাসিখানি তাহে কিশা^২ ॥
 পরিহাস^৩ করি নিতে চাহে হরি
 সাহস না হয় মনে ।
 ধীরি করি বোল না করিহ রোল
 দাস অঙ্গরাধ^৪ ভণে ॥

প. ক.—১০৮৩

১ নাকের নিখাসে বেশর দুগিছে ।

২ মুখে হাসি আছে মিশা ।

৩ অনুমান ।

টাকা—বা—বাহ, বাহা ।

পদটি কীর্তনানন্দে গোবিন্দদাসের ভণিতার ও পদরসসারে চণ্ডীদাসের ভণিতার আছে । কিন্তু পদানুতগমুদ্র ও পদকল্পভরর অধিকাংশ পুঁথিতে অগম্ভাষ দাসের ভণিতা আছে ।

বর্তমান পদটি স্বাধীনভর্তৃকা নারিকা-বর্ণন সমন্বিত ।

সম্ভোগ ও রসোদগার

১

আরে মোর গৌরকিশোর ।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর ॥
কহইতে গদগদ কহই না পার ।
নিরঞ্জে বসিয়া নয়নে জলধার ॥
প্রেমালসে^১ ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান ।
কহই সরস রস^২ বিরস বয়ান ॥
চকিত-নয়নে পছ চৌদিশে নেহারে ।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে ॥
কি আছে মনের কথা কহনে^৩ না যায় ।
এ রাধামোহন পছ গোরাকুণ গায় ॥

প. ক.—১০৯২

- ১ রসালসে ।
- ২ কহইতে রস রস ।
- ৩ বুঝন ।
- ৪ চকিত হৃদয় ।

টীকা—রজনী-বিলাস-রস-ভাবে—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৈশকেলির রস
ভাবনার ।

২

সখি হে কি কহব বচন না ফুর ।
সপন কি পরতেখ কহই^১ না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর ॥
তড়িত লতা তলে ডিমির সম্ভারল^২
আঁতরে শুরধুনি-ধারা ।

তরল কিম্বদন্তি শনি সূর পরাগল
 চৌদিকে খনি পঙ্ক^১ তরা ।
 অম্বর খসল বরাধর উলটল
 ধরণি ডগমগ ডোলে ।
 খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চর
 চকরিগণ কর রোলে ।
 প্রলয়-পয়োধি জলে জল কাপল
 ইহ নহ যুগ-অবসানে ।
 কো বিপরীত^২ কথা পাতিয়াব
 কবি বিভাপতি ভাণে ॥

প. ক.—১০৯৬

- ১ লখই ।
- ২ জলদ সজোজন ।
- ৩ সঞ্চর ।
- ৪ পরতীত ।

টীকা—বচন না ফুর—বাক্যস্ফুটি হয় না । পরতেক—প্রত্যেক ।
 স্তায়ল—প্রবেশ করল । আঁতরে—অন্তরে, মধ্যে । সূর পরাগল
 —সূর্যকে গ্রাস করল । অম্বর—আকাশ, বসন । বরাধর—
 পর্বত ; স্তননীৰ্ব । ডোলে—কম্পনে । চকরী—ঘুরী ।
 রোলে—শব্দে । কাঁপল—আকৃত করল । পাতিয়াব—প্রত্যয়
 করবে ।

পদটি প্রলয় বর্ণনার রূপকে বিপরীত সজোজের রসোদগার ।

৩

দেখিলো প্রথম সিনী সপন সুন তো বসী
 সব কথা কহিম্মরে^১ ডোয়ারে ।
 বসিল কদমতলে যে কক্ষ কবিল কোলে
 চুপিল রজন আঁকারে ॥

লেপিনী তবু চন্দনে বুলিনী তবৈ বচনে
আড়বঁশী বাঁধে মধুরে ।

চাহিল মোর সুরভী না দিলো মো আত্মমতী
দেখিলো মো দুঅঙ্গ পহরে ॥

তিঅঙ্গ পহর নিশী মোঞ কাছাঞির কোলে বসি
নেহালিলো তাহার বদনে ।

ঈষত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলো মদনে ॥

চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে ।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আশ্কার নিশ্চে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / রাধাবিরহ

চীকা—দেখিলো—দেখলাম । তোঁ—তুমি । কহিআরোঁ—বলছি ।

দুঅঙ্গ—দ্বিতীয় । তিঅঙ্গ—তৃতীয় । নেহালিলো—দেখলাম ।

ভয়িলো—হলাম । চউঠ—চতুর্থ । নিশ্চে—নিশ্চয় ।

পদটি স্বপ্ন-রসোদ্গারের ।

৪

পরশ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলু'
বসিয়া শিয়র পাশে ।

নাগার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে ॥

শিয়ল বরণ বসন খানিতে
হুখানি আবার মোছে ।

শিখান হইতে মাথাটি বাহকে
রাখিয়া ওড়ল কাছে ।

মুখে মুখ দিয়া। সমান^১ হইয়া
 বকুরা করল কোরে^২ ।
 চরণ উপরে চরণ পসারি
 পরাণ পাইলু^৩ বোলে ॥
 অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
 কুঙ্কুম কন্তুরী পারা ।
 পরশ করিতে রস উপজিল
 জাগিয়া^৪ হইলু^৫ হারা ।
 কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল
 বাজিলে যেমন হয় ।
 চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
 আর কি পরাণ রয় ॥

প. ক.—৬৯৬

- ১ শুভল আমার কাছে ।
- ২ সমুখ ।
- ৩ কোলে ।
- ৪ জাগিতে ।

টীকা—নাগার বেশর—নাকছাৰি । গিরল বরণ—পীতবৰ্ণ । শিখান—
 শিরঃস্থান । অঙ্গ পরিমল—দেহের সুগন্ধ । বাটুল—শুলভির
 গুলি ।

এটিও স্বপ্ন বসোদগারের পদ ।

৫

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল ।
 কত না চুখন সেই কত দেই কোল ।
 পদ আধ যায় গিয়া চাহে পালাটিয়া ।
 বরান নিরখে কত কাজ হইয়া ॥

করে কহ খসি গিয়া শপথি দেই মোরে ।
 পুন দরশন লাগি^১ কত কাটু কোলে^২ ॥
 নিগূঢ় গিরিজি পিয়ার আনতি করে বহ ।
 চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝে রহ ॥

প. ক.—৬৭১

১ মাগি ।
 ২ কত করে কোরে ।

৬

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক গিরীত ।
 পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত ॥
 হিয়ার উপর হৈতে গেজে না শোয়ায়^১ ।
 বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোড়ায় ॥
 নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে ।
 কি ভেল^২ কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে ॥
 হিয়ার হিয়ার এক বয়ানে বয়ানে ।
 নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে ॥
 ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ^৩ নিবাস ।
 আকুল হইয়া পিয়া উঠরে তরাস ॥
 এমতি বন্ধিয়ে নিশি দৌছে এক মেলি ।
 জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥

প. ক.—৬৬৮

১ হোয়ায় ।
 ২ হেল ।
 ৩ দীর্ঘ ।

টাকা—নিছনি—যদি । গেজে—শোয়ায় । গোড়ায়—কীটায় । নিবাস
 —নিবাস । তরাস—তরাস ॥

৭

রাতি দিন চোখে চোখে^১ বসাই সদাই দেখে

ঘন ঘন মুখখানি মাঝে ।

উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়

কত বা^২ আরতি হিয়া মাঝে ॥

সই ও দুখ^৩ লাগিয়া আছে মনে ।

যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়

মোর আগে কিছুই না জানে ॥

আলিয়া উজ্জল বাতি জাগিয়া পোহায়^৪ রাতি

নিদ নাহি যায় পিয়া যুমে ।

ঘন ঘন করে কোলে খেণে করে উত্তরোলে

ভিলে শতবার মুখ চুমে ॥

খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে

হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায় ।

দরিজের ঘন হেন রাখিতে না পায় স্থান

অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥

ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে

খেণে ধরে হিয়ার উপরে ।

খেণে পুলকিত হয় খেণে আঁখি মুদি রয়

বলরাম কি কহিতে পারে ॥

প. ক.—৬৮২

১ চোখে চোখে ।

২ না ।

৩ দুখ ।

৪ জাগি পোহাইল ।

টীকা—আরতি—আতি, ব্যাকুলতা । বিদগধ—রসিক । উত্তরোলে—
ব্যাকুল । শেজে—শয্যা ।

৮

কত লাস^১-বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী
সাথে সাথে সমুখে হাঁটায় ।

দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
ছুই বাছ পসারিয়া ধায় ॥

সই তেঞি সে হিম্মার মাঝে জাগে ।

কত কুলবতী ঘারে হেরিয়া খুরিয়া মরে^২
সেহ ঘোড় হাথে মোর আগে ॥

অভিরসে গরগরি কাঁপে পছ ধরখরি
আরতি করিয়া কোলে করে ।

ঘন ঘন চুখনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে ॥

চন্দন মাখায়^৩ গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাবুল খাওয়ায় ॥

বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মুছে
হেন বাসে^৪ দেখিতে হারায় ॥

তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাবে ।

বতেক পিরিতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে^৫ বলরাম দাসে ॥

প. ক.—৬৮৬.

১ না ।

২ দেখানে ভাবিয়া মরে ।

৩ জাগায় ।

৪ বা সে ।

৫ শুধ গায় ।

লিঙ্গা—লাগ—লাগ্য । ভেঞি—ভাই । খুরিয়া—কঁদে । তাবুল—পান ।

পুছে—জিজ্ঞাসা করে । হেন বাসে—একপ ভাবে । আন—অন্য ।

৯

চৌদিকে চকিত নয়নে ধনে হেরসি
 ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ ।
 বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
 কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
 সুন্দরি কি ফল^১ পরিভনে বাঁচি ।
 শ্রাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
 জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি ॥
 এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
 প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাধী ।
 গাঁঠিক হেম বদন মাহা বলকই
 এতদিনে পেখলুঁ আঁখি ॥
 গহন মনোরথে পছ না হেরসি
 জীতলি মনমথ রাজ ।
 গোবিন্দদাস কহই ধনি^২ বিরমহ
 মৌনহিঁ সমুঝল^৩ কাজ ॥

প. ক.—২২৭

১ কেল ।

২ সখি ।

৩ বুঝলু ।

টীকা—ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ—আবৃত দেহ পুনরাবৃত করছ । বচনক ভাঁতি—
 বচনভঙ্গী । বাঁচি—বন্ধি বা বন্ধনা করে । সাঁচি—সঞ্চিত ।
 সাধী—সাক্ষী । গাঁঠিক হেম—আঁচলের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ । জীতলি
 —জয় করলি । মৌনহিঁ—মৌনভাঙেই । বিরমহ—বিরত হও ।
 সমুঝল কাজ—কীতি বোঝা গেল ।

১০

মধি হে কি পুছসি অনুভব মোর ।
 সোই গিরিতি অনুরাগ বাধানিয়ে
 অনুখন নৌতুন^১ হোর ॥
 জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু
 নয়ন না তিরপিত ভেলা ।
 লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
 হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা^২ ॥
 বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলু
 ঋতিপথে পরশ না ভেলি ।
 কত মধুযামিনী রভসে গোড়ায়লু
 না বুঝলু কৈছন কেলি ॥
 কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
 অনুভব কাহ না পেখি^৩ ।
 কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
 মিলয়ে কোটিমে একি^৪ ॥

প. ক.—৯৩৭

১ ভিলে ভিলে নুতন ।

৩ অনুভব কাহে ন পেখ ।

২ সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু

৪ মাথে না মিলিয়ে এক ।

ঋতিপথে পরশ না গেলা । ইত্যাদি

টীকা—পুছসি—জিজ্ঞাসা করছ । বাধানিয়ে—ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ।
 তিরপিত—তৃপ্ত । রভসে—সন্তোষানন্দে । গোড়ায়লু—কাটালাম ।
 রস অনুমোদই—রসের পর্যালোচনা করে । কাছন পেখি—কারো
 মধ্যেই প্রত্যক্ষগম্য হয় না ।

উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপগোস্থায়ী প্রদত্ত অনুরাগ শ্লোকের ভাবার্থ বর্তমান
 পদে পাওয়া যায়—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যন্নবনবঃ প্রিয়ম্ ।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্ষ্যতে ॥ ১৪/১৪৬

ভিন্ন পাঠে পদটি বিদ্যাপতির ন্যাবেও পাওয়া যায় ।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পদটিকে বিদ্যাপতির ভণিতায়
এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

জনম অবধি হন রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধুসামিনী রতনে মৌর্যাইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
নাথ নাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥
যত যত রসিক জন রলে অনগমন
অনুভব কাহ না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
নাথে না মিলিল এক ॥

‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ গ্রন্থে পদটিকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির
নামেই উদ্ধৃত করেন। কিন্তু পদরসাবলী গচ্ছলনে রবীন্দ্রনাথ
কবিবল্লভের ভণিতায় পদকল্পতরুর ষাঠ অনুযায়ী পদটিকে গচ্ছলন
করেছেন।

পদটি ভাব-গভীরতায় ও বচনচাতুর্যে অসামান্য। বিশেষযোক্তির
সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেমের অনির্বচনীয় অতিমর্ত্য স্বভাব এতে বর্ণিত।

শ্রেমবৈচিত্র্য

১

হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে ।

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ^১

হেরই গোরা মুখ চাঁদে ॥

অরুণিত লোচন প্রেম-ভরে ভেল ছন

ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি ।

যেহন শিখিল গাঁথল মোতিফল^২

খসয়ে উপরি উপরি ॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশাসই পুন পুন

আপনার অঙ্গ নিরখিয়া ।

ছুই হাত বুকে ধরি রাই রাই^৩ করি

ধরনি পড়ল মুরছিয়া ॥

তহিঁ প্রিয় গদাধর ধরিয়া^৪ করল কোর

কহয়ে অবশে মুখ দিয়া ।

পুন^৫ অট্ট অট্ট হাসে জগজ্জন মন তোষে

বাস্থঘোষে মরয়ে বুরিয়া ॥

প. ক.—৭৬৪

১ না বুঝিলে কারণ ।

৪ বসিয়া ।

২ মুকুতা ফল ।

৫ গোর

৩ গোপি গোপি ।

দ্বিরস্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্তাবতঃ ।

বা বিদ্রোহখিন্নাভিত্তং প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥ উ.

টীকা—পুছই—জিজ্ঞাসা করে । অরুণিত—রক্তিম । সোঙরি—স্বরণ করে । মুর—দুটোই । নিশাসই—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে । তহিঁ—তখন । গদাধর—শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর ; পকতস্থানুযায়ী শ্রীচৈতন্যের রাধা-পতি ।

২

এমন গিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি ।
 পরাণে পরাণে বাঙ্কা আপনা আপনি ॥
 দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
 আখ তিল না দেখিলে যায় কি মরিয়া ॥
 জল বিহু মীন ঘেন কবহু না জিয়ে ।
 মানুষ্যে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
 ভানু কমল বলি সেহো হেন নয় ।
 হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
 চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা ।
 সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
 কুসুম মধুপ কহি সেহো নহে তুল ।
 না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
 কি ছার চকোর চান্দ দুহু সম নহে ।
 ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

প. ক.—১১২

১ বিনে ।

টীকা—মীন—মাছ । কবহু না জীয়ে—কখনও বাঁচে না । তুল—
 তুলনীয় । আপনা আপনি—স্বভাবতই, বহিরঙ্গ দোষাদির বশবর্তী
 হয়ে নয় ।
 ‘দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’—এর মধ্যেই আছে প্রেম-
 বৈচিত্র্যের বীজ । প্রেমবৈচিত্র্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের অনৌকিক
 স্বভাব পরিস্ফুট ।

৩

নাগর সজে রঙ্গে সব বিলসই
 কুঞ্জে শুভলি ভূজপাশে ।
 কান্থ কান্থ করি রোরই সুন্দরী
 দারুণ বিরহ-হৃদাশে ॥

এ সখি আরতি कहনে না বাই ।
 আঁচলক হেম আঁচলে রহ যৈছন
 ধোঁজি কিরত আন ঠাঞি° ॥
 কাঁহা গেও সো মবু, রসিক সুনাগর
 মোহে ভেজল কখি লাগি ।
 কাতর হোই মহীতলে লুঠই
 মদন দহনে² রহ জাগি ॥
 রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত³
 বয়ানে বাণী নাহি ফুর ।
 প্রিয় সহচরি লেই করে কর বাঙ্কই
 গোবিন্দদাস রহ দূর ॥

প. ক.—৭৭১

- ১ কানুক ।
 ২ বিরহ বেদনে ।
 ৩ চকিত ।

টীকা—বিলসই—বিলসিঅ, বিলাসক্রীড়া সমাপ্তির পর । শুভলি—সুখী
 হইলেন । আরতি—অনুরাগ । মোহে—আমাকে । ভেজন—ভ্যাগ
 করল । কখি লাগি—কাহার জন্য ।

8

আর কিয়ে কনক কষিত তনু সুন্দরী
 দরশ পরশ মবু হোয় ।
 উর পর পাণি হানি খিতি শূভল
 আকুল কণ্ঠে ঘন রোয় ॥
 সজনী না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ ।
 রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
 কবে হব তাকর সঙ্গ ॥

আর কিয়ে অবশে গুনব হাম তাকর
 সো প্রিয় মধুরিম ভাব ।
 নয়নহি বদনচান্দ কিয়ে হেরব
 কোয়ুদী হাস বিকাশ ॥
 রাইক কোরে কান্নু ঐছে বিলপই
 ব্রজবনিতাগণ হাস ।
 প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
 কহতহি গোবিন্দদাস ॥

প. ক.—৭৭৩

টীকা—কনক কথিত—নিকষিত স্বর্ণ । মধু—আমার । উরপর—বস্ত্রের
 উপর । বিতি—মাটিতে । ঘন রোয়—নিরন্তর কান্দে । কোয়ুদী
 —জ্যোৎস্না ! বুঝই সংশয় ভেল—রাধাকৃষ্ণ প্রেমের এই রীতি
 অন্যান্য ব্রজগোপী ধরতে পারলেন না ।
 পদটিতে কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যের বর্ণনা ।

৫

সজনী প্রেমক কো কহবি শেষ ।
 কান্নুক কোরে কলাবতী কান্নর
 কহত কান্নু পরদেশ ॥
 চান্দক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
 দিনহি রজনী করি মান ।
 বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
 বিরহ পিয়ক করি ভান ॥
 কব আওব হরি হরি লঞে গুহই
 হসই রোয়ই খেণে ভোরি ।
 সো গুণ গাই হাস খেণে কাড়ই
 খনই খনই তনু মোড়ি ॥

বিধুমুখি বদন কান্ন যব মোহল
 নিজ পরিচয় কত ভাতি ।
 অক্লুভবি মদন কান্ধ কিয়ে কামিনী
 বল্লভদাস সুখে মাতি ॥

প. ক.—৭৭০

টাকা—কো। কহবি শেষ—এর সীমা বর্ণনা করা যায় না। কোরে—
 কোলে। পরদেশ—প্রবাস। মান—মনে করে। ভান—কল্পনা।
 কাটাই—ত্যাগ করে। ভাতি—প্রকারে।

৬

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ ।
 তছু তছু সরস পরশ-রস পীবই
 কমলিনী মধুকর রাজ ॥
 সচকিতে নাগর কাঁপই থর থর
 শিখিল হোয়ল সব অঙ্গ ।
 গদ গদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ
 কবে হোয়ব তছু সঙ্গ ॥
 সো খনি চাঁদ বয়ন কিয়ে হেরব
 গুনব অমিয়াময় বোল ।
 ইহ মঝু হৃদয় তাপ কিয়ে মেটব
 সোই করব কিয়ে কোল ॥
 ঐছন কতহুঁ বিলাপই মাধব
 সহচরি দুরহি হাস ।
 অপরূপ প্রেমে বিবাদিত অন্তর
 কহতহি মাধবী দাস ॥

প. ক.—৭৭৫

টাকা—বিলগই—বিলাস করে । বয়ন—বদন । মেটব—মিটেবে বা দূর হবে ।

পদটি কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যের বর্ণনা । মাধবীদাস চৈতন্যভক্ত শিখী মাহিতীর সহোদরা বলে মনে হয় না । তাহলে মাধবীদাসী হত । চৈতন্যপরবর্তীকালের পুরুষ পদকর্তা হওয়াই সম্ভব ।

৭

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি ।
না জানি কি দিয়া তোমা^১ নিরমিল বিধি ॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ-ঐশি ।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥
তভু তিরপিও নহে এ ছুই নয়ান ।
আগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥
নীরস দরপণ^২ দূরে পরিহরি ।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ॥
ছি ছি কি শরভের চাঁদ ভিতরে কালিমা ।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা^৩ ॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী ।
অমিয়ার সাঁচে যদি^৪ গঢ়াই পুতলি ॥
রসের সায়রে যদি^৫ করাই সিনান ।
তভু ত না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতর ধুইতে নহে পরতীত ।
হারাও হারাও হেন সঙ্গ করে চিত ॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির ।
তেঞি বলরামের পছঁ চিত নহে খির ॥

১ না জানি কি সুখা দিরা ।

২ দাপনি ।

৩ তুজনা ।

৪ বিধি ।

৫ নিষ্ঠি ।

টিকা—নিধি—ঐশ্বর্য । অনিমিখ—অপনক । কলপ—যুগ । তিরসিত—

তৃপ্ত ; বটেক—কুদ্রতম পরিমাপ । সাঁচে—সিকনে । পরতীত—

প্রতীতি । চিত্ত—চিত্ত । তেঞি—তাই ।

পদটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল ।

প্রবাস

১

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায় ।
জাগিয়া রজনী পোহায় ॥
ধেনে ধেনে করয়ে বিলাপ ।
ধেনে রোয়ত ধেনে কাঁপ ॥
ধেনে ভীতে মুখ শির ঘসে ।
কেহ নাহি রহে পছঁ পাশে ॥
ঘন কাঁদে তুলি ছুই হাত ।
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥
নরহরি কহে মোর গোরা ।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥

প. ক.—১৬৪৩

টীকা—গম্ভীরা—নীলাচলে কাশ্মিরের আবাসে যে প্রকোষ্ঠে খ্রীষ্টচতন্যের
শেষ জীবন বিপ্রলম্ব ভাবাবস্থার অতিবাহিত হইয়াছিল । ভিত্তে
—দেওয়ালে । ভোরা—বিতোর বা বিহ্বল ।

পদটি কার্যতঃ দূর-প্রবাসের অন্তর্গত ভূত-বিরহের গৌরচন্দ্রিকা ।

২

যে কাছ লাগিয়া মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে ।
হেন মনে পড়িহাসে আত্মা উপেক্ষিয়া রোষে
আন লক্ষ্য বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥
বড়ায়ি গো কত ছুখ কহিব কাহিনী ।
দহ বুলি কাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥

নামের নন্দন কাহ্ন যশোদার গোআল
 তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলৌ ।
 গুপতৌ রাখিতৌ কাজ তাক মোঞ' বিকাশিলৌ
 তাহার উচিত ফল পাইলৌ ॥
 সামী মোর ছুরুবার গোআল বিশাল
 প্রতি বোল ননন্দ বাছে ।
 সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
 রাখিকা কাহ্নাঞি'র সঙ্গে আছে ॥
 এত সব সহিলৌ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি
 মোকে নেহ কাহ্নাঞি'র পাশে ।
 বাসলি চরণ শিরে বন্দিআঁ
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ

টীকা—পড়িহালে—প্রতিভাসিত বা প্রতীত হয় । উপেখিআঁ—উপেক্ষা
 করে । দহ বুলি—হৃদ বলে । সমে—সঙ্গে । নেহা—সুহ বা
 প্রেম । গুপতৌ—গুপ্ত—এ । বিকাশিলৌ—প্রকাশ করলান । সামী
 —স্বামী । বোল—কথা । বাছে—বিচার করে বা দোষ ধরে ।
 নেহাত লাগী—প্রেমের জন্য । মোকে নেহ—আমাকে নাও বা
 নিরে চল । বাসলী চরণ—চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বাসলী অর্থাৎ
 বিশালাক্ষী ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত রাধাবিরহের এই পদটি অদূর প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত ।

৩

বাহে লাগি গুরুগঞ্জে মন রত্নমুঁ
 ছরজন কিয়ে নাহি কেল ।
 বাহে লাগি কুলবতি-বরত সমাপনুঁ
 লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥

সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ ।
 ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি^১
 শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥
 ষো মবু সরস সমাগম^২ লালসে
 মণিময় মন্দির ছোড়ি ।
 কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
 পহু নেহারত মোরি ॥
 বাহে লাগি চলইতে চরণ বেড়ল ফণি
 মণি মঞ্জীর করি মানি ।
 গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
 বিছুরব ইহ অনুমানি ॥

প. ক.—১৬০৪

১ মধুপুরী ।

২ পরশ রস ।

টীকা—যাহে লাগি—যাঁর জন্য । দুরজন—দুর্জন । কিরে নাহি কেল—
 কি না করল । বরত—ব্রত । তিলাঞ্জলি—বিসর্জন । নাহি
 বাহিরাণ—(প্রাণ) বের হচ্ছে না । বিছুরব—বিস্মৃত হবেন ।
 ইহ অনুমানি—এমন অনুমান করছি ।

পদটি স্মদুর প্রবাসের অন্তগত ভাবী-বিরহ ভাবনায় রাধার খেদোক্তি ।

৪

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি বা সম
 সো আওল ব্রজমাঝ ।
 ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
 কালি কালিছ^১ সাজ^২ ॥
 সজনী রজনী পোহাইলে কালি ।
 রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
 মন্দিরে রহ বনযালী ॥

যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনী-নাথে ।

নখতর চান্দ বেকত রহ অস্থরে
যৈছে নহত পরভাতে ॥

কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ^১
সো রাখউ^৩ নিজ তাতে ।

কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে ॥

প. ক.—১৬০২

১ কালির কালিম সাঝ ।

২ ভাখব

৩ রাখব ।

টীকা—অক্রুর—শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের দূত ও সারথি । ক্রুর—নিষ্ঠুর ।
কালি কালিহ—কাল, কালই । প্রাতর—প্রাতঃকাল । যামিনী-
নাথ—নিশানাথ বা চন্দ্র । নখতর—নক্ষত্র । বেকত—ব্যস্ত ।
অস্থরে—আকাশে । নহত পরভাতে—প্রভাত না হয় । কালিন্দী
—বমুনা । ভাখহ—বল । রাখউ—ধরে রাখেন । তাতে—
পিতাকে অর্থাৎ সূর্যকে । কীয়ে—কিংবা । শমন—ঘন । তুরিতে
—দ্রুত ।

বর্তমান পদটিও ভাবী-বিরহের ।

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ ।

খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐহন
কান্ধ^১ সঞে জীবন বাহ ॥

সজনি ইহ ছুখ সাগর^২ মাঝ ।

কো নাহি ডুবল ঐহন হেরইতে
গোকুল গোপ সমাজ ॥

খেণে তুণ মুখে ধরি রথক^৩ আগুসরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে ।

খেণে পুন মুরছই খেণে পুন উঠাই
ডুবই বিরহ-তরঙ্গে ॥

রাখামোহন-পছ আগমন সঙ্কেত
করি অছু হরল গেয়ান ।

হেরি অক্রুর পুন সময়ছি ঐছন
রথ লেই করল পয়ান ॥

প. ক.—১৬২৭

১ নাহ ।

২ জলনিধি ।

৩ রামক ।

টাকা—সঙে—সঙ্গে । তুণ মুখে ধরি—মিনতির জন্য মুখে তুণ নিছর ।
হরল গেয়ান—জ্ঞান হরণ করলেন । পয়ান—প্রয়াণ বা প্রস্থান ।
পদটি ডবন্-বিরহের ।

৬

অব মথুরাপুর মাধব গেল ।

গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥

গোকুলে উছলল করুণাক রোল ।

নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী ।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী ॥

কৈছনে যায়ব যায়ন^১ তীর ।

কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর ॥

সহচরি সঞে^২ যাহাঁ করল ফুলখেরি^৩ ।

কৈছনে জীয়ব তাহি^৪ নেহারি ॥

বিজ্ঞাপতি কহে কর অবধান ।

কৌতুকে ছাপি^৫ তহি রহ^৬ কান ॥

প. ক.—১৬৩৯

১ যমুনা ।

২ সনে ।

৩ ফুল ধারি ।

৪ ভবহি ।

৫ ছাপিত ।

টাকা—করুণাক রোল—সকরুণ শ্বনি । হিলোল—তরঙ্গ । শুন—শূন্য ।

সগরি—সকলি । সঞ্চে—সঞ্চে । কর অবধান—শ্রবণ কর ।

ছাপি—লুকিয়ে ।

পদটি ডুত-বিরহের ।

৭

হরি গেও^১ মধুপুর হাম কুলবালা ।

বিপথে পড়ল যৈছে মালতি-মালা ॥

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি ।

কৈছনে বঞ্চব^২ ইহ দিন রজনী ॥

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস ।

মুখ গেও পিয়া সজ দুখ হাম পাশ ॥

ভগয়ে বিজ্ঞাপতি শুন বরনারী ।

মুজনক কুদিন^৩ দিবস দুই-চারি ॥

প. ক.—১৬৪১

১ গিয়া গেল ।

২ কৈছে বঞ্চব হাম ।

৩ দুখ ।

টাকা—গেও—(গতঃ) গেলেন । মধুপুর—মথুরা । বৈছে—বেধন ।

কৈছনে—কেমন করে । বঞ্চব—কাটাব । নিন্দ—নিদ্রা । বয়নক

—মুখের ।

৮

চিৰ চন্দন উৱে হাৱ না দেলা ।
 সো অব নদী গিৰি আঁতৰ ভেলা ॥
 পিন্ধাক গৱবে হাম কাছক না গগলা ।
 সো পিন্ধা বিনে মোহে কে কি না কহলা^১ ॥
 বড় ছুখ ৱহল^২ মৱমে ।
 পিন্ধা বিছুরল যদি কি আৱ জীৱনে ॥
 পুৱব জনমে বিহি লিখিল ভৱমে ।
 পিন্ধাক দোখ নাহি যে ছিল কৱমে ॥
 আন অতুৱাগে^৩ পিন্ধা আন দেশে গেলা ।
 পিন্ধা বিনে পাঁজৰ^৪ বাঁৱৰ ভেলা ॥
 ভগয়ে বিছাপতি শুন বৱনাৱী ।
 ধৈৱজ ধৱহ চিতে মিলব যুৱাৱি ॥

প. ক.—১৬৭০

- ১ পিন্ধা বিনে অব কোন কিলে নাহি কহলা ।
- ২ ইহ বড় শেল ।
- ৩ অভিজায়ে ।
- ৪ হিয়া মোৱ ।

টীকা—চিৰ—বসন্তকাল । উৱে—বন্ধে । আঁতৰ—ব্যবধান । <অন্তৰ ।
 কাছক—কাহাকে । মোহে—আমাকে । বিছুরল—বিস্মৃত হল ।
 বিহি—বিধি । ভৱমে—সম্ভৱতঃ । দোখ—দোষ । বাঁৱৰ—
 অৰ্জৱ ।

পদটিৰ প্ৰথম দুটি পংক্তিৰ সঙ্গে ‘মহানটক’ এৰ নিম্নলিখিত শ্লোকটি
 তুলনীয়—

হাৱো নাৱোপিতঃ কণ্ঠে বয়া বিশ্লেষভীৰুণা ।
 ইদানীমাবৰোৰ্হিষো সৱিৎ-সাগৱ-ভূধৱাঃ ॥

৯

সজনি কো' কহ আওব মাধাই ।
 বিরহ পয়োধি পার কিয়ৈ' পাওব
 মঝু মনে নাহি পাতিয়াই ॥
 এখন তখন করি দিবস গোড়ায়লু'
 দিবস দিবস করি মাসা ।
 মাস মাস করি বরিখ গোড়ায়লু'
 ছোড়লু' জীবনক আশা^২ ॥
 বরিখ বরিখ করি সময় গোড়ায়লু'
 খোয়লু' এ তনু-আশে ।
 হিম-কর কিরণে নলিনী যদি জারব
 কি করব মাধবী মাসে ॥
 অকুর তপন-তাপে যদি^৩ জারব
 কি করব বারিদ মেহে ।
 ইহ নব যৌবন বিরহে গোড়ায়লু'
 কি করব সো পিয়া-নেহে ॥
 ভণয়ে বিস্তাপতি গুন বরষুবতী
 অব নাহি হোত নিরাশ ।
 সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
 বাটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥

প. ক.—১৯৫৭

১ পুন ।

২ খোয়লু' এ তনুক আশা ।

৩ তনু ।

টীকা—পয়োধি—সমুদ্র । নাহি পতিয়াই—প্রত্যয় হয় না । গোঁয়াইলু'
 —কাটালাম । বরিখ—বৎসর । হিমকর—চন্দ্র । জারব—জরে
 বার । নেহে—গোহে । মাধবী মাস—বৈশাখ মাস । বারিদ
 নেহে—বর্ষার মেঘে ।

১০

প্রেমক অকুর জাত আত-জেল
 ন ভেল যুগল পলাশা ।
 প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে বামিনী
 সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥
 সখি হে^১ অব মোহে নিষ্ঠুর মাধাই ।
 অবধি^২ রহল বিছুরাই ॥
 কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
 মাধবী মধুপ স্জ্ঞান ।
 অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
 বিষটিত বিহি নিরমাণ^৩ ॥
 পাপ পরাণ আন নাহি জানত
 কানু কানু করি বুর ।
 বিজ্ঞাপতি কহ নিকরুণ মাধব
 গোবিন্দদাস রস পূর ॥

প. ক.—১৬৪০

১ সজ্জনী ।

২ অব হি ।

৩ পরমাণ ।

টীকা—আত—আতপ, রোদ্র । পলাশা—পাতা । প্রতিপদ—প্রবাস ।
 সুখ লব—আনন্দ লেশ । ভৈ গেল—হয়ে গেল । মোহে—
 আধাকে । অবধি—এখনও পর্যন্ত । বিছুরাই—বিস্মৃত হয়ে ।
 স্জ্ঞান—স্জ্ঞান । বিষটিত—বিপর্যস্ত । বুর—কাঁদে ।
 পদটি বিজ্ঞাপতির অসম্পূর্ণ রচনা ; পরে গোবিন্দদাস এর রসপূরণ করেন ।

১১

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল ।
 লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
 ভেল পরভাত কালি কহে সবহি^১ ।
 কহ কহ রে সখি কালি কবহি^২ ॥

কি কহব খেদ ভেদ জন্ম অন্তর
ঘন ঘন উত্তপত হাস ।
ভনয়ে বিজ্ঞাপতি সেই কলাবতী
জীবন বন্ধন-আশ-পাশ ॥

প. ক—১৮৭৭

- ১ উঠত ।
- ২ পুন উঠইতে ।
- ৩ সহজহি কমলিনী জগমনমোহিনী ।
- ৪ অবিরত মোচনে গলত জলধার ।
- ৫ ঘর সঞ্চে বাহির বাহির সঞ্চে ঘরু ।
- ৬ ভ্রমভাং উনমত্ত বেশা ।

টিকা—পরবোধব—প্রবোধ বা সাক্ষ্য দেব । বেরি বেরি—বার বার ।
জিউ—জীবন । সমাধা—শেষ । তিতল—গিল্ত হন । বিলুপ্তি
—বিলুপ্তিত । দীঘল—দীর্ঘ । মল্লির—গৃহ । শেখা—সমাপ্তি বা
অবগান । স্মৃতাওলি—শোয়াল । জীবন বন্ধন-আশ-পাশ—আশার
বাঁধনে জীবনটুকু বাঁধা আছে ।

পদটিতে বিরহিনী রাখার দশম দশা চিত্রিত ।

১৩

অনুখন মাধব মাধব সোড়রিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই ।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সিনেহ^১ ।
আপন বিরহে আপন তনু জরজর
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি ।
অনুখন রাখা রাখা রটতহি^২ ৭
আধা আধা কহ^৩ বাণী ॥

রাখা সঞে যব পুন তহিঁ মাধব

মাধব সঞে যব রাখা ।

দারুণ কোম তবহ নাহি টুটত

রাড়ত বিরহক বাধা ॥

ছুহ দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই

আকুল কীট পরাণ ।

এখন বল্লভ হেরি সুখামুখী

কবি বিভাপতি ভাণ ॥

প. ক.—১৬৮৭

১ সূনেহ ।

২ রটইত ।

৩ সব ।

টীকা—অনুখন—অনবরত । সোঙরিতে—স্মরণ করতে করতে । ভেলি

—হলেন । আপন গুণ লুবধাই—নিজের গুণে লুব্ধ হয়ে । ভোরহি

—বিহ্বল হয়ে । রটতহিঁ—উচ্চারণ করেন । গরোঁ—গড়ে ।

ছুহ দিশে—দূরিকে । দারু—কাঠখণ্ড ।

পদটিতে প্রীতীর বিরহোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা ।

১৪

কি ছার গিরিতি কৈলা জীয়েন্তে বধিয়া আইলা

বাঁচিতে সংশয় ভেল^১ রাই ।

সকরী সলিল বিন^২

গোড়াইব কতদিন^৩

শুন শুন নিষ্ঠুর মাধাই ।

মৃত দিয়া এক রতি

আলি আইলা মৃগ বাতি

সে কেমনে রাহে অযোগানে^৪ ।

তাহে সে পবনে পূম

নিভাইল বাঁচৌ হেন

কাটি আলি রাখহ পরাণে ।

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরিতি ভোবে^৩

স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয় ।

তার সাক্ষী পদ্ম ভান্ন জল ছাড়া তার তত্ত্ব

গুখাইলে পিরিতি না রয়^১ ।

যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা

করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি ।

গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে^৫

নিদানে হইল কুহরাতি ।

প. ক.—১৬৩৯

১ পরাণ মারিয়া আইলা ।

৫ বহরে যোগান ।

২ স্বজনী নরনী ধনি ।

৬ গোবে ।

৩ বিনে ।

৭ মারয় ।

৪ দিনে ।

৮ দুই পক্ষ অবশেষে ।

টিকা—সকরী—পুঁটি মাছ । অযোগানে—সরবরাহ ছাড়া । বানৌ—
মনে করি । বাট—ভ্রত । কুমুদবন্ধু ভাতি—চন্দ্রতুলা । গুপ্ত—
বুরারি গুপ্ত । দ্বিপক্ষ—দুইপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ । নিদান—অবশেষ
বা অন্তিম । কুহরাতি—অবাস্য্য ।

১৫

সখি হে হামারি ছুখের নাহি ওর ।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শুভ মন্দির মোর ।

ঝম্পি^১ ঘন গর- অস্তি সম্ভতি

ভুবন^২ ভরি বরিষস্তিরা ।

কান্ত পাছন কাম দারুণ

সঘনে খর শর হস্তিরা ।

কুলিশ কত শত^৩ পাত-মোদিত

মউর নাচত মাতিয়া ।

মন্ত দাহুরী ডাকে ডাহকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ।
তিমির দিগভরি ঘোরঃ ধামিনী
ন খির বিজুরিকঃ পঁতিয়া ।
ভগ্নয়ে শেখরঃ কৈছে নিরবহ
সো হরি বিম্ব ইহ রাতিয়া ।

প. ক.—১৭৩৫

- ১ বম্বা ।
- ২ গগন ।
- ৩ মন্ত মন্ত ।
- ৪ জোর ।
- ৫ দমকে দামিনী ।
- ৬ বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোড়ায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

সিকা—ওর—শেষ । বাহ—মাস । বাম্পি—বোঁপে, আবৃত করে ।
ঘন—মেঘ । সন্ততি—অনবরত । বরিখতিয়া—বর্ষণ করছে ।
পাছন—পাষণ । হস্তিয়া—হানছে । কুলিশ—বজ্র । দাদুরী—
ব্যাঙ । পঁতিয়া—পংক্তি ।

পদকল্পতরুতে ও অন্যান্য প্রাচীন সঙ্কলনে পদটি বিদ্যাপতির নামে
প্রচলিত । কিন্তু প্রাচীনতম সঙ্কলন রসকল্পবল্লীতে এবং পদরসলার
ও পদরসাকরে পদটি রায় শেখরের ভণিতাতে পাওয়া যায় ।

১৬

কহিও কান্থরে সই কহিও কান্থরে ।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ।
নিকুঞ্জে রাখিল মোর এই গলার' হার ।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ।
এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে ।
এই কশা পিয়া যেন গুনে ইহার মুখে ।

এই বনে রহিল মোর রঞ্জিনী হরিণী ।
 পিয়া যেন ইহায়ে পুছয়ে সব বাণী ॥
 শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা ।
 ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
 ভুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী ।
 আসিতে যাইতে তার নাহিক শক্তি ॥
 তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন ।
 কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
 শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর ।
 কি কহিব শেখর বচন না^১ ফুর ॥

পদরসসার—১০৪

১ হিয়ার ।

২ নাহি ।

টীকা—পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে । বচন না ফুর—বাক্যস্ফুটি হয় না ।
 শেষ দশায় মৃত্যুর উল্লেখ বর্ণিত ।

১৭

যাহাঁ পছঁ অরুণ-চরণে চলি যাত ।
 তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
 যো সরোবরে পছঁ নিতি নিতি নাই ।
 মঝু অঙ্গ^১ সলিল হোই তখি মাহ ॥
 এ সখি বিরহ মরণ নিরদম্ভ ।
 ঐহনে মিলই যব গোকুলচন্দ্র ॥
 যো দরপণে পছ নিজ-মুখ চাহ ।
 মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তখি মাহ ॥
 যো বীজনে পছ বীজই গাত ।
 মঝু অঙ্গ তাহি হোই যুহু বাত ॥

বাহাঁ পহঁ ভরমই জলধর জ্ঞান ।
 মবু অজ পগন হোই তছুঁ ঠাম ॥
 গোবিন্দকাম কহ কাকন-গোরি ।
 সো মরকত-তলু ভোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

প. ক.—১৯৫৩

১ হাম ভরি ।

২ সোই ।

টীকা—বাহাঁ—যেখানে । গাত—গাত্র । নাহ—স্নান করেন । তখি—
 বাহ—তার মধ্যে । নিরদন্দ—নিবিরোধ । বীজনে—পাখার ।
 ভরমই—স্বপ্ন করেন । ঠাম—স্থান ।

শেষ দশা অর্থাৎ মৃত্যুর উদ্যোগ বর্ণিত পদটি রূপগোবিন্দীর উজ্জ্বল-
 নীলমণিতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুষরণে রচিত—

পঞ্চমঃ তনুরেতু ভুতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্ত সফুটঃ
 ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্ ।
 তথাপীষু পরমুদীয়মুকুরে জ্যোতিষ্তদীয়াঙ্গনে
 ব্যোম্মি ব্যোম তদীয়বহ্নিনি ধরা তন্তালবৃৎসেনিলঃ ॥

১৮

ধৈর্য্য রহ ধৈর্য্য রাই°

গচ্ছং মথুরাওয়ে ।

চুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতকে°

বাঁহা দরশন পাওয়ে ॥

ভদ্রং অতি°

ভদ্রং অতি

শীঘ্রং কুরু গমনা ।

অবিলম্বনে

মথুরাপুর

আওল ব্রজরমণা° ॥

মথুরাবাসিনী

এক রমণী°

ভাকর দূতী পুছে ।°

নন্দ নন্দন^১

কৃষ্ণ খ্যাতি

কাহার ভবনে আছে ।

শুনি তার বাণী^২ কহয়ে সো ধনি^৩

সো কাছে ইহ আশ্রয় ।

দেবকীমুত

কৃষ্ণখ্যাতি

কংসঘাতী মাধব ।

সোই সোই

কোই কোই

দরশনে মোর আসা ।

যজ্ঞনন্দন^{১০}

দাসে কহে

ঐ যে উচ্চ বাসা ॥

—বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি সং)

ঐ (সাহিত্য অকাদেমী সং)

১ রহ ।

৬ নিজ প্রয়োজনে গৃহে ।

২ গতি-প্রতীকে ।

৭ নন্দ জাত ।

৩ অতি ভদ্রং ।

৮ সো ধনী ।

৪ প্রবেশ করিল ললনা ।

৯ কহয়ে বাণী ।

৫ এক রমণী অলপ বয়সী ।

১০ গোবিন্দচন্দ্র ।

টীকা—মথুরাওয়ে—মথুরার নিমিত্ত । চুঁড়ব—প্রবেশ পূর্বক অনুসন্ধান ।

প্রত্যক্ষ—প্রতি কক্ষ ।

বর্তমান পদটি সংস্কৃত বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রভাষার উদাহরণ ।

১২

মাধব ছবরী পেখলুঁ তাই ।

চৌদশী-চাঁদ জমু^১

অনুখন বীরত

ঐহন জীবরে রাই ।

নিরুড়ে সখীগণ

বচন বো গৃহত

উত্তর না দেয়ই রাধা ।

হা হরি হা হরি কহতহি^১ অনুখন
 তুয়া মুখ হেরইতে সাধা ॥
 সরসহি মলয়জ পঙ্কহি^৩ পঙ্কজ
 পরশে মানয়ে জন্ম আগি ।
 কবহি ধরণী শয়নে তনু চমকিত
 হৃদি মাহা মনমথ জাগি ॥
 মন্দ মলয়ানিল বিষ সম মানই
 মুরছই পিককুল-রাবে ।
 মালতী-মাল পরশে তনু কম্পিত
 ভূপতি কহ ইহ ভাবে ॥

প. ক.—১৮৭৮

১ জিনি ।

২ কহতহি ।

৩ সঙ্কহি ।

টীকা—দুবরী—দুর্বলা । নিয়ড়ে—নিকটে । উত্তর—উত্তর । সাধা—
 আকাঙ্ক্ষা । পিককুল রাবে—কোকিলের কলরবে ।
 বিরহে ব্যাধির বর্ণনা ।

২০

অভিশীতল মলয়ানিল
 মন্দমধুর-বহনা ।
 হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ
 মদনানলে দহনা ॥
 কোকিলকুল কুহ কুহরই
 অলি বন্ধক কুমুমে ।
 হরি লাগসে তনু তেজব
 পাণ্ডব আন জনমে ॥

ସବ ଲଜିନୀ ସିରି ବୈଠଳି

ଗାଉତ ହରି ନାୟେ ।

ସୈଧନେ ଶୁନେ ତୈଧନେ ଉଠେ

ନବରାଗିନୀ ଗାନେ ॥୧॥

ଲଳିତା କୋରେ କରି ବୈଠଳ

ବିଶାଧା ଧରେ ନାଟିଆ ।

ଅର୍ଦ୍ଧଶେଷରେ କହେ ଗୋଚରେ

ସାଉତ ଜିଉ କାଟିଆ ॥

ଅପ୍ରକାଶିତ ପଦସମ୍ଭାବଣୀ—୨୫୭

୧ ହରି ଲୀଳା ।

୨ ଶ୍ରୀହନ ବାପୀ ଶୁନେ ତୈଧନେ ରାଗିନୀ ଯୋହ ଗେଜା ।

ଟୀକା—ସଲୟାନିଲ—ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାମ । ବହନା—ବହମାନ । ହରି-ବୈଷ୍ଣବ—ବୃକ୍-
ବିଷ୍ଣୁ । ଦହନା—ଦହ ହଠେ । ଲଳିତା, ବିଶାଧା—ସର୍ବାଦର । ନାଟିଆ
—ନାଢ଼ୀ ।

ভাবোন্মাদ ও নিবেদন

১

নবদ্বীপ-চাঁদের আজি আনন্দ দেখিলা ।
চিরদিন পৰে মোর জুড়াইল হিয়া ॥
শচীশ্রুত উনমত প্রেম-সুখে কম্ব ।
মোর আজু যত সুখ কহিল না হয় ॥
চিরকাল বিরহ-জ্বলিত যত তাপ ।
সো মুখ-দরশনে ঘুচল আব ॥
ঐহন অমৃত কহত গোৱামণি ।
রাধামোহন তছু বাউক নিছনি ॥

প. ক.—১৯৬৯

টাকা—আব—এখন । নিছনি—নিবেদিত । কহিল না হয়—বলা
যায় না ।

২

পিয়া যব আওব এ মবু গেহে ।
মজল যতহঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয় কুস্ত ভরি কুচযুগ রাখি ।
দরপণ ধরব কাজর দেই^১ আখি ॥
বেদি বনাব^২ হাম আপন অকমে^৩ ।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব ।
আত্ম পল্লব^৪ তাহে কিঙ্কিনী সুবাস্প^৫ ॥
নিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট ।
চৌদিকে পসারব চাঁদকি হাট ॥

বিজ্ঞাপতি কহ পূরব আশ ।

দুয়-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥

প. ক.—১১৭৩

১ দুই ।

২ করব ।

৩ অলমে ।

৪ রোগব ।

৫ স্বাস্থ্য ।

টীক।—বতহঁ—যাবতীয় কনয় কুস্ত—স্বর্ণকনয় । অকনে—কোড়ে ।
চিকুর বিহানে—কেশ এলিয়ে । কিঙ্কিনী স্বৰূপ—স্বসজ্জিত
বেখলা ।

৩

আজু রজনী হাম ভাগে পোহারলু

পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দা ।

জীবন যৌবন সকল করি মানলু

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥

আজু মবু গেহ গেহ করি মানলু

আজু মবু দেহ ভেল দেহা ।

আজু বিহি মোহে অকুল হোরল

টুটল সবহঁ সন্দেহা ॥

সোই^১ কোকিল অব লাখ ডাকউ

লাখ^২ উদয় করু চন্দা ।

পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ

মলয় পবন^৩ বহু মন্দা ॥

অব হন যবহঁ মোহে পরি হোরত^৪

তবহঁ মানব^৫ নিজ দেহা ।

বিজ্ঞাপতি কহ অলপ ভাগি নহ

ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

প. ক.—১১৯৬

- ১ ওহি ।
- ২ গগনে ।
- ৩ সমীর ।
- ৪ আজু শুভদিন সখী যবু পরি হোরল ।
- ৫ আজু ধনি মানি ।

টীকা—ভাগে—ভাগ্যে । নিরদম্পা—নিবিরোধ । মোহে—আমার প্রতি ।
অবহন ইত্যাদি—পাঠবিকৃতি । সম্ভাব্য পাঠ হবে—“অব হোর
ববহ” মোহে পরিরস্তত” —অর্থাৎ এখন যদি আমি আনিজন পাই ।

8

কি কহব রে সখি^১ আনন্দ ওর ।
চিরদিনে মাখব মন্দিরে মোর ॥
পাপ^২ সুধাকর যত দুখ দেল ।
পিয়া মুখ দরশনে^৩ তত সুখ ভেল^৪ ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই ।
তব হাম পিন্না দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা^৫ ।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না^৬ ॥
ভগ্নয়ে বিছাপতি শুন বরনারী ।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥

প. ক.—১৯৯৫

- ১ আজুক ।
- ২ চিরদিনে ।
- ৩ হেরইতে ।
- ৪ সব দুখ গেল ।
- ৫ বারি ।
- ৬ তরী ।

টীকা—ওর—সীমা । চিরদিন—বহু বিলম্বে । আঁচর—আঁচল । মহানিধি
মহেশ্বর । ওড়নি—ওড়না । গিরিষের বা—গ্রীষ্মের বাতাস ।
দরিয়ার না—পারাবারের নৌকা ।

কলটি শান্তিপুত্র নিবাসে সমাগত সদাসন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে লক্ষ্য করে
অষ্টৈত আচার্য কতক গীত ।

৫

হাথক দরপণ মাথক ফুল ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখিক পাখ মীনক পানি ।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ॥
তুহঁ কৈছে মাধব কহ তুহঁ মোর ।
বিজ্ঞাপতি কহ তুহঁ দোহাঁ হোর ॥

প. ক.—১৪০৮

টিকা—দরপণ—আয়না । অঞ্জন—কাজল । তাম্বুল—পান । গীমক—
পলার । তুহঁ কৈছে মাধব—হে মাধব তুমি কেমন ?

৬

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে ।
ফাটিয়া যাইত পাষণ হলে ॥
ছুখিনীর দিন দুখেতে গেল ।
মধুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি ।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে ।
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥

কোকিল আসিয়া করুক গান ।

ভ্রমরা ধরুক তাহার ডান ।

মলয় পবন বহুক মন্দ ।

গগনে উদয় হউক চন্দ ।

বাস্তলী আদেশে কহে চণ্ডীদামে ।

দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥

বী. ম. সং—৭৩২

টীকা—কুশলে—মজলে । কোরে—কোলে ।

পদটির ভাষা আধুনিক । প্রচলিত সংকলনগুলিতে পদটি স্থান পায় নি ।

তা ছাড়া “কোকিল আসিয়া” প্রভৃতি চার চরণ বিদ্যাপতির অনুরূপ
বর্ণনের সার সংক্ষেপ । স্মরণঃ পদটি সন্দিক্ধ ।

৭

বঁধু কি আর বলিব আমি ।

জীবনে মরণে

জনমে জনমে

প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

তোমার^১ চরণে

আমার পরাণে

বাঁধিল প্রেমের কাঁসি ।

সব সমর্পিয়া

এক মন হৈয়া^২

নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥

ভাবিয়াছিলাম

এ তিন ভুবনে

আর মোর কেহ আছে ।

রাধা বলি কেহ

সুধাইতে নাই

দাঁড়াব^৩ কাহার কাছে ॥

একুলে ওকুলে

হুকুলে গোকুলে

আপনা বলিব কার ।

শীতল বলিয়া শরণ লইবু
 ও ছুটি কমল পায় ॥
 না ঠেলহ ছলে অবলা অথলে
 যে হয় উচিত তোর ।
 ভাবিয়া দেখিছু প্রাণনাথ বিনে
 গতি^১ যে নাহিক মোর ॥
 আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি^২
 তবে সে পরাণে মরি ॥
 চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
 গলায় গাঁথিয়া পরি^৩ ॥

নী. মূ. সং—৭৩৯

- ১ ও দুটি ।
- ২ কান্ন মন হিয়া ।
- ৩ কান্দিব ।
- ৪ তোমা শুধু বিনু ।
- ৫ আর ।
- ৬ তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি ।
- ৭ হিয়ার পরহ তুমি ।

টীকা—একুলে ওকুলে—পিতৃকুল ও পতিকুলে । নিমিখে—খলকে ।

৮

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ ।
 দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
 কুলশীল জাতি মান ॥
 অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
 যোগীর আরাধ্য ধন ।
 গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
 না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি রসেতে ঢালি উজ্জ্বল মন
 দিরাছি তোমার পায় ।
 তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
 মনে নাহি আন ভায় ॥
 কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
 তাহাতে নাহিক ছুখ ।
 তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
 গলায় পরিতে সুখ ॥
 সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
 ভাল মন্দ নাহি জানি ।
 কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
 তোহারি চরণখানি ॥

নী. মু. সং—৭৪৬

টীকা—তোহারে—তোমাকে । অখিলের—বিশ্বের । বিদিত—জ্ঞাত ।
 পাপ পুণ্য সম—পাপ ও পুণ্য সমান ।

৯

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
 রূপসী তোমার রূপে ।
 হেন মনে করি^১ ও ছুটি চরণ
 সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
 অতের আছয়ে অনেক জনা
 আমার কেবল তুমি ।
 পরাণ হৈতে শত শত গুণে
 প্রিয়তম করি মানি ॥^২
 নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
 তুমি সে কালিয়া চান্দা ।

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥

—জ্ঞানদাসের পদাবলী (রমণীমোহন সং)

পৃ:—২৫৪

১ নয় ।

২ কোনো কোনো পুঁথিতে অতিরিক্ত দুটি পংক্তি—
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি ।
সম্বীর্ণ গণে জীবন অধিক
পরায় বঁধুয়া তুমি ॥

টীকা—নয়নের অঙ্কন—চোখের কাজল । তু° নয়নক অঙ্কন—বিদ্যাশক্তি ।

১০

শুন শুন হে পরায় পিয়া ।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমার একই পরায়
ভালে সে জানিয়ে আমি ।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া
কি রূপে আছিল তুমি ॥
যে ছিল আমার করমের ছুখ
সকল করিঙ্গু ভোগ ।
আর না করিব আখির আড়
রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না বাইব ঘর ।

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
 আর কি কাহাকে ডর ॥
 এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
 পড়িল শ্রামের কোরে ।
 জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
 ভাসিল নয়ান লোরে ॥

প. ক.—২০০৬

টাকা—পাইরাছি লাগি—সদ পেয়েছি । আঁখির আড়—চোখের আড়াল

১১

শ্রাম বন্ধু চিত্ত-নিবারণ তুমি ।
 কোন্‌ শুভদিনে দেখা তোমা' সনে
 পাশরিতে নারি আমি ॥
 যখন দেখিয়ে ও' চাঁদ বদনে
 ধৈরজ ধরিতে নারি ।
 অভাগীর প্রাণ করে আনচান
 দণ্ডে দশবার মরি ॥
 মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
 গুনহ পরাণ কাহু ।
 কুলশীল সব ভাসাইলু জলে
 প্রাণ না রহে তোমা বিহু ॥
 সৈয়দ মর্ত্তজা ভণে কাহুর চরণে
 নিবেদন গুন হরি ।
 সকল ছাড়িয়া রহিলু' তুয়া পায়ে
 জীবন মরণ ভরি ॥

প. ক.—২১৫৭

১ ভোমার / ভোর ।

২ এ ।

৩ রহিল ।

টাকা—চিত্ত নিবারণ—চিন্তা নিবৃত্তি কারণ অথবা বাসনা-বারণ ।

পাশরিতে—ভুলতে ।

পদকর্তা সৈয়দ মর্জুজা ছিলেন মুশিদাবাদবাসী (মতান্তরে চট্টগ্রাম
নিবাসী) বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি । কবির রাগাঙ্গিক
ভাবিতাটি লক্ষণীয় ।

পরিশিষ্ট

বর্ণানুক্রমিক কবিপরিচয়

॥ অনন্ত ॥

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ‘অনন্ত’ নামে অন্ততঃ দুজন কবি ছিলেন । দুজনেই ছিলেন অষ্টম আচার্যের শিষ্য । একজন অনন্ত আচার্য । অন্যজন অনন্ত দাস । এঁদের মধ্যে অনন্ত দাসই খ্রেষ্ঠ । বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই অনন্ত দাসের রচনা সুখপাঠ্য । দাস ভণিতাহীন দানলীলার পদটি অনন্ত দাসের রচনা ।

॥ উদ্ধব দাস ॥

উদ্ধব দাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার । টেঙা বৈদ্যপুর তাঁর নিবাসস্থল । ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য । তিনি ছিলেন পদকল্পতরুর সংকলনকর্তা গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু । বহু বিষয়ে বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তাঁর পদরচনায় তুল্য দক্ষতা ছিল ।

॥ কবিশেখর ॥

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একজন পদকর্তা কবিশেখর, রায়শেখর, শেখর প্রভৃতি ভণিতা দিয়ে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন । এঁর প্রকৃত নাম দৈবকীন্দন সিংহ ; পিতার নাম চতুর্ভুজ ও মাতার নাম ইরাবতী । ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য । এঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ—গোপাল বিজয়, গোপাল চরিত প্রভৃতি কাব্য এবং গোপীনাথ বিজয় নাটক ।

॥ কবিরঞ্জন ॥

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন ব্রজবুলি ভাষায় বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করেন । এই কারণে এঁকে ‘ছোট বিদ্যাপতি’ বলে অভিহিত করা হয় (রসকল্পবন্দী) । অনেকে উধরিউক্ত কবিশেখরকেও ‘ছোট বিদ্যাপতি’ বলেন ।

॥ কবিরত্ন ॥

করতোয়া তীরবর্তী মহাস্থানের নিকট অরোড়া গ্রামে কবিরত্নের

জন্ম। পিতার নাম রাজবল্লভ। মাতার নাম বৈষ্ণবী। পদাধর পাণ্ডিত্যের শাখাভুক্ত উদ্ধবদাস ছিলেন কবিবল্লভের গুরু। গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে ‘শ্রীবল্লভ’ বলে এর উল্লেখ আছে। ‘রসকদম্ব’ নামক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ এর রচনা।

॥ কানুরাম দাস ॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে একাধিক কানুরাম দাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে পদাবলী খ্যাত কানুরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দ শাখা-ভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র এবং পদকর্তা পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানু ঠাকুর। যশোর জেলার পশ্চিমাংশে এর পাট। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। এছাড়া শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র ও জাহ্নবদেবীর অনুচর এক কানুরাম, অথৈত শিষ্য কানু পণ্ডিত এবং শ্যামানন্দশিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য নীলাচলবাসী এক কানুদাস বিদ্যমান ছিলেন।

॥ কৃষ্ণদাস ॥

উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে বাজালী সদগোপকলে কৃষ্ণদাসের জন্ম। পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। বহু সন্তানের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাসের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হয় দুঃখী। অধিকা কালনায় নিত্যানন্দ-চৈতন্য মন্দিরের সেবক ভক্ত হৃদয়চৈতন্য তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী তাঁর পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শ্যামানন্দ নাম রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে মিলিতভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। প্রধানতঃ কৃষ্ণদাস নামে এবং শ্যামানন্দ নামেও বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর পদ আছে।

॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ॥

সুবিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫২৭-১৬১৫) কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি গ্রামের কাছাকাছি ঝামটপুর নিবাসী ছিলেন। বলরামবেশী নিত্যানন্দের স্থপাদদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে সনাতন-রূপের আশ্রয় নেন। রূপের তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস রঘুনাথ দাসের আশ্রয়ে ছিলেন। বঙ্গভাষায় সুবিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, সংস্কৃতে গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য ও সারঙ্গরঙ্গদা টীকা রচনায় তিনি বিখ্যাত। পৃথকভাবে পদ রচনা

না করলেও চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর উৎকৃষ্ট পদ রচনার নিদর্শন আছে।

॥ গোবিন্দ আচার্য ॥

ঈশ্বর পুরীর শিষ্য বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোস্বামীর মস্তশিষ্য গোবিন্দ আচার্য বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। তাঁর কিছু ভাল পদ আছে।

॥ গোবিন্দ ঘোষ ॥

মুন্সিাবাদের অধিবাসী বল্লভ ঘোষের অন্যতম পুত্র গোবিন্দ ঘোষ প্রথমে শ্রীগৌরাজের নবদ্বীপ লীলার পরিকর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং পরে চৈতন্যের লীলাচললীলার সঙ্গী হন। তাঁর অন্য দুই ভাই মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। গোবিন্দের সমস্ত পদই গৌরাজ বিষয়ক। তিনি কীর্তন গানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

॥ গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বোরাগুলি গ্রামে নিবাস। পত্নীর নাম সূচরিতা, পুত্রের নাম মাধবেন্দ্র। কবিত্ব ও কীর্তনে বিশেষতঃ ভক্তিতে দশাপ্রাপ্তির জন্য তিনি 'ভাবক চক্রবর্তী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

চৈতন্য তিরোধানের চার বছর পর ১৫৩৭ খৃঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম; পিতা চৈতন্য-পরিকর চিরঞ্জীব। মাতার নাম সুনন্দা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ। প্রথম জীবনে মাতামহ দামোদরের আশ্রয়ে শাক্ত পরিবেশে প্রতিপালিত হন। চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপায় ব্যাধিমুক্ত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাসের কবিত্বে তুট্ট হয়ে জীব গোস্বামী 'কবীন্দ্র' উপাধি দেন। বহুসংখ্যক ভালো বৈষ্ণব পদ ছাড়াও 'সঙ্গীত মাধব' নাটক রচনা করেন। আনুমানিক ৭৬ বৎসর বয়সে ১৬১৩ খৃঃ আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে গোবিন্দদাস তিরোহিত হন।

॥ গোপাল দাস ॥

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে গোপাল দাস বা রামগোপাল দাস শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের বংশধর ও শিষ্য রতিপতি ছিলেন

গোপাল দাসের দীক্ষাগুরু । প্রথম বৈষ্ণব পদ সংকলন শ্রীশ্রীরাধা-
কৃষ্ণরসকল্পবল্লী গোপাল দাসের সংকলন । এখানে গোপাল দাসের
ভণিতায় কবির স্বরচিত পদ আছে । চণ্ডীদাসের কোন কোন
বিখ্যাত পদ এই সংকলনে গোপাল দাসের ভণিতায় পাওয়া যায় ।

। ঘনশ্যাম দাস ।

পদাবলী সাহিত্যে দুজন ঘনশ্যাম দাস । একজন গোবিন্দদাস কবি-
রাজের পৌত্র ঘনশ্যাম । ইনি সপ্তদশ শতকের । শ্রীনিবাস
আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য । সংস্কৃত ও ব্রজবুলি পদ
রচনায় ইনি প্রশংসার যোগ্য । ‘গোবিন্দরতিমঞ্জরী’ নামে ইনি রূপ-
গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির ভাষ্য রচনা করেন । অপর ঘনশ্যাম
দাস হলেন অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্তী । ‘ভক্তিরসাকর’ গ্রন্থে
ও ‘গীতচন্দ্রোদয়’ সংকলনে নরহরি ঘনশ্যাম দাস ভণিতায় স্বরচিত
পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।

। চণ্ডীদাস ।

চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস দুজনেই ছিলেন
ব্রাহ্মণ এবং বাসুদেব-উপাসক বলে উভয়েরই পরিচয় আছে । বাঁকুড়ার
ছাতনা ও বীরভূমের নাম্নুর গ্রাম এক এক চণ্ডীদাসকে নিজেদের বলে
দাবী করে । চৈতন্যদেব কোন একজন চণ্ডীদাসের পদ আশ্বাদন
করতেন বলে জানা যায় । চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের নিকট
মুকুন্দ কর্তৃক গীত চণ্ডীদাসের যে পদটি উদ্ধৃত তা পদাবলীর
চণ্ডীদাসের । রঙ্গকিনী রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমমূলক আখ্যান
নিম্নে উল্লেখ ও কিংবদন্তী বর্তমান ।

। চন্দ্রশেখর ।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের বৈষ্ণব পদকর্তা । জন্মভূমি কাঁদড়া ।
পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর । ভ্রাতা শশিশেখরও ছিলেন পদ-
কর্তা । দুজনেই ব্রজবুলি পদের ছন্দোনিপুণ কবি । ‘নারিক-
রসমালা’ সংকলনে চন্দ্রশেখরের স্বরচিত ৪৫টি পদ বর্তমান ।
পদাবলীতে আর একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন চৈতন্যের অন্তরঙ্গ
পরিকর চন্দ্রশেখর আচার্য ; ইনি কোমল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায়
গৌরান্বিত বিষয়ক পদের রচয়িতা ।

। ঠাকু কাকি ।

পরিচয় অজ্ঞাত ।

। জয়দেব ।

বীরভূমের অজয় নদের তীরে কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী । পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, স্ত্রী পদ্মাবতী । দ্বাদশ শতকের শেষভাগে লক্ষণ সেনের রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন । জয়দেবের রচিত সংস্কৃত কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ ।

। জগন্নাথ দাস ।

ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত । জগন্নাথ দাসের নৌকাবিলাস ও রাসের পদগুলি প্রসিদ্ধ ।

। জগদানন্দ ।

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর জগদানন্দ ছিলেন অষ্টাদশ শতকের কবি । পিতার নাম নিত্যানন্দ বা মদন ঠাকুর । দুবরাজপুরের জোফলাই গ্রামে কবি জগদানন্দ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ ও গৌরাজ মূর্তি বর্তমান । ১৭৮২/৮৩ খৃঃ জগদানন্দের তিরোধান । পদাবলী ছাড়া জগদানন্দের 'ভাষা শব্দার্থব' নামে একখানি সম-ধ্বন্যাত্মক শব্দকোষের খসড়া গ্রন্থ পাওয়া যায় । কবি ছিলেন ছন্দোনিপুণ ।

। জ্ঞানদাস ।

বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম । কবি ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও অনুচর । খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে সমসাময়িক কবি বলরাম দাস ও গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ।

। নরহরি ।

(সরকার)—পদাবলী সাহিত্যে নরহরি প্রধানতঃ দুজন । একজন ষোড়শ শতকের নরহরি সরকার । শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে এর জন্ম । পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ; মাতার নাম গৌরীদেবী । বয়সে গৌরাজের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় ছিলেন । ছাত্রাবস্থা থেকে নিমাইএর

সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরে গৌরাজের একান্ত ভক্ত হন এবং নবদ্বীপ লীলার অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন। পুরীতে রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তী সপ্ত কীর্তন সম্প্রদায়ের অন্যতম দলের নেতা হতেন নরহরি। সর্বপ্রথম তিনিই শ্রীধণ্ডে গৌরাজ পূজার প্রবর্তক। চৈতন্য বিষয়ক প্রথম বাংলা পদের রচয়িতা। রঘুনন্দন, লোচনদাস তাঁর শিষ্য। গৌরনাগরবাদের প্রবর্তক নরহরি সমসাময়িক নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজে কিছুটা উপেক্ষিত ছিলেন।

(চক্রবর্তী)—অপর নরহরি হলেন অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্তী। পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী। কবি প্রথম জীবনে নবদ্বীপে থাকলেও পরে গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বাস করেন। ভক্তিরসাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর সংস্কৃত সাহিত্যে ও ছন্দ-সঙ্গীতে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ঘনশ্যাম ও নরহরি উভয় ভণিতাতেই তিনি পদ রচনা করেছেন।

॥ নরোত্তম ॥

রাজশাহী জেলার গোপালপুর পরগণার অধিপতি রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। মাতা নারায়ণী। পিতার মৃত্যুর পর বিষয়-বিরাগী নরোত্তম পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্যভার দিয়ে বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হন। পিতৃরাজধানী খেতুরীতে আনুমানিক ১৫৮১ খৃঃ নরোত্তমের চেষ্টায় এক ঐতিহাসিক বৈষ্ণব মহোৎসব হয়েছিল। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত। নরোত্তম ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়ক। তাঁর প্রার্থনা পদগুলি সুবিখ্যাত।

॥ নৃসিংহ ॥

অষ্ট কবিরাজের অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা নৃসিংহ ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এঁর উপাধি কবিরাজ। ভক্তিরসাকরের দশম তরঙ্গে খেতুরীর মহোৎসব বর্ণনা প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের যে শিষ্যসঙ্গীবর্গের বর্ণনা আছে সেখানে নৃসিংহ কবিরাজ ও তাঁর স্নাতা নারায়ণের নাম আছে।

॥ বলির মাঝু ॥

পরিচয় অজ্ঞাত।

॥ বলরাম দাস ॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের অস্তিত্ব বর্তমান। তার মধ্যে প্রেমবিলাস কাব্য রচয়িতা শ্রীধরবাসী নিত্যানন্দ বলরাম নামে যেমন পদ লিখেছেন তেমনি ‘কৃষ্ণলীলামৃত’ কাব্য রচয়িতা দীন বলরামের পদ আছে। কিন্তু পদাবলী খ্যাত বলরাম মুখ্যতঃ দুজন। ভাব মধ্যে একজন দোগাছিয়া গ্রামের বলরাম দাস। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে এর জন্ম। নিত্যানন্দের নিকট ইনি দীক্ষিত হন। কবি ছিলেন কৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তির উপাসক। বাৎসল্যের পদে তিনি শ্রেষ্ঠ। প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় পদ রচনায় তিনি বিখ্যাত। ব্রজবুলি পদে খ্যাতি অর্জন করেছেন একজন পরবর্তীকালের বলরাম দাস (কবিরাজ) ইনি গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলে প্রসিদ্ধ। মতান্তরে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামই বলরাম।

॥ বল্লভ দাস ॥

বল্লভদাস নামে দুজন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন হলেন নরোত্তম দাসের শিষ্য বল্লভ। ইনিই পদাবলী প্রসিদ্ধ বল্লভদাস।

এ ছাড়া ‘বংশীলীলা’ গ্রন্থের রচয়িতা বল্লভদাস ছিলেন বংশীবদনের পৌত্র এবং শচীনন্দনের পুত্র। পূর্বোক্ত বল্লভদাসের সঙ্গে এর কিছু রচনা মিশে যাওয়া সম্ভব।

॥ বসন্ত রায় ও রায় বসন্ত ॥

বসন্ত রায় ছিলেন নরোত্তম শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বৈষ্ণব পদকার। গোবিন্দদাসের পদে এঁর উল্লেখ থাকায় মনে হয় পরম্পর বন্ধু ছিলেন। গোবিন্দদাসের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন বলে প্রসিদ্ধি। এই বসন্ত রায় বশোরের প্রতাপাদিত্যের খুলতাত কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

॥ বংশীবদন ও বংশীদাস ॥

নবদ্বীপে গৌরাজের বয়ঃকনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলেন বংশীবদন। পিতার নাম ছ কড়ি ও মাতার নাম চন্দ্রকলা। চৈতন্যের নীলা-ছলে গমনের পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় দেখাওনা করতেন

বংশীবদন। তিনি পদাবলী রচনায় বংশীবদন ও বংশীদাস দুইজন ভণিতা ব্যবহার করতেন। ষোড়শ শতকে সম্ভবতঃ আর একজন বংশীদাস ছিলেন যিনি একখানি রাগরাগিনী চিহ্নিত গীতিপ্রধান কৃষ্ণায়ন কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে শ্রীনিবাস আচার্যের এক শিষ্যের নাম ছিল বংশীদাস ; তিনিও পদকর্তা ছিলেন।

৷ বাসুদেব ঘোষ ॥

বল্লভ ঘোষের পুত্র বাসুদেব অপর দুই ভ্রাতা মাধব ও গোবিন্দ অপেক্ষা পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চৈতন্যপ্রসূত কবি বাসুদেব নিমাই সন্ন্যাস পালাগান রচনা করে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করে-ছিলেন।

৷ বিদ্যাপতি ॥

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। বিহারের হারভাঙ্গা জেলার বিস্কা গ্রামে আনুমানিক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম। পিতা গণপতি। কবি মিথিলার ওইনিবার রাজবংশের সাতজন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। শিবসিংহ রূপনারায়ণের সভাকবি রূপে তিনি অনেকগুলি রাজনামাঙ্কিত পদ রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ পদ ছাড়া শিববিষয়ক পদ এবং কীতিলতা, ভূপরিক্রমা, পুরুষ-পরীক্ষা শৈব-সর্বস্বহার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, লিখনাবলী, দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিদ্যাপতি স্বদেশে বিখ্যাত। শেষজীবনে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন বলে জানা যায়। বিদ্যাপতির উপাধি ছিল ‘অভিনব জয়দেব’।

৷ বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীচৈতন্যের অনুচর শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন-দাসের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। আনুমানিক ১৫২০-২২ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম। নবদ্বীপের নিকটবর্তী মামগাছি গ্রামে তাঁর প্রথম জীবন কাটে। শেষ জীবনে তিনি বর্ধমানের দেনুড় গ্রামে থাকেন। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলেও কবি নিত্যানন্দের বনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। আঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। খেতুরি উৎসবকালে তিনি জীবিত ছিলেন। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ তত্ত্ববিলাস বৈষ্ণববন্দনা, ভক্তিচিন্তামণি।

১৭১৮ খৃঃ জয়পুর থেকে আগত স্বকীয়বাদী কৃষ্ণদেবকে বিতর্কে পরাজিত করে রাধামোহন পরকীরামতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য তিনি সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য।

১। রামানন্দ বসু ॥

বর্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর বংশজ (পৌত্র ?) রামানন্দ বসু গৌরাজ পরিজন ছিলেন। প্রতি ব্রথযাত্রার সময় কুলীন গ্রামের ভক্তদের নিয়ে রামানন্দ নীলাচলে যেতেন ও মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতেন। বসু রামানন্দের ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি উৎকৃষ্ট। চৈতন্যপ্রসাদবঞ্চিত রামানন্দ দাস নামে আর একজন পদকর্তার পদ রামানন্দ ভণিতায় পাওয়া যায়। ইনি চৈতন্যোত্তর যুগের কবি।

২। রায় রামানন্দ ॥

উড়িষ্যার নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫৪০) অধীনস্থ বিদ্যানগরের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন রায় রামানন্দ। পিতার নাম ভবানন্দ রায়। গোদাবরী তীরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। রাজবৈভব ছেড়ে রামানন্দ চৈতন্য চরণে আত্মসমর্পণ করেন। চৈতন্যদেবের অন্তরীলার অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন রায় রামানন্দ। রামানন্দের সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকটির নাম 'জগন্নাথ বল্লভ'। ব্রজবুলি পদটি চৈতন্যের সঙ্গে গোদাবরী তীরে সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার শেষে রামানন্দ শুনিয়েছিলেন বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

৩। রূপ গোস্বামী ॥

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের দরবারে খাস বা একান্ত সচিব রূপ রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভের পর সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যপদাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চৈতন্য-নির্দেশে অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। হংসদূত ও উদ্ধবসংশ্লিষ্ট কাব্য রূপ গৌড়ে থেকেই রচনা করেন। বৃন্দাবনে রচনা করেন বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক, ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধ ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র ও গীতাবলীর অনেক গান। জয়দেবানুসারী গীতগুলিতে তাঁর ষোড়শ বাত্ম সমান্তনের

ভগিতা থাকলেও গানগুলি যে আসলে রূপেরই রচনা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন গানগুলির টাকার রূপের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীজীব ।

॥ লোচন দাস ॥

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কোথামে লোচন দাস বা ত্রিলোচন দাসের জন্ম । পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী । লোচনের বৈদ্যবংশে জন্ম । নরহরি সরকার ছিলেন লোচনের দীক্ষাগুরু । নরহরির গৌরনাগর-বাদের প্রচারক ছিলেন লোচন দাস । ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচিত হয় । ছড়ার ছন্দে খামালি-জাতীয় পদরচনা লোচন দাসের পদাবলীর বিশিষ্টতা ।

॥ শঙ্করদেব ॥

আনুমানিক ১৪৬১ খৃঃ ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত নওগাঁ জেলার বড়দোয়া গ্রামে কায়স্থ ভুস্বামীর গৃহে জন্ম । শঙ্করদেবের পিতার নাম কুসুমবর । আগামে বৈষ্ণব ভক্তি আলোচনের নেতা শঙ্করদেবের সঙ্গে সম্ভবতঃ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় । শেষজীবনে (১৫৬০-১৫৬৮ খৃঃ) শঙ্করদেব কামতার রাজা নরনারায়ণের আশ্রয়ে ছিলেন । শঙ্করের পদাবলীর সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি ব্রজবুলির পদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান ।

॥ শশিশেখর ॥

কাঁদড়া গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র শশিশেখর অষ্টাদশ শতকের পদকর্তা । এঁর ভাইএর নাম চন্দ্রশেখর । মতান্তরে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর এক ব্যক্তি । ‘নায়িকা রত্নমালা’ মঙ্গলনে ১৪টি পদ শশিশেখরের রচনা । ব্রজবুলি রচনায় চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর উভয়েই স্ননিপুণ । তবে চন্দ্রশেখরে গাঙ্গৌর্য বৈশিষ্ট্য কিন্তু শশিশেখরে তারল্য অধিক ।

॥ শ্রীনিবাস আচার্য ॥

ষোড়শ শতকের শেষদিকে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন নদীয়ার চাঞ্চলী গ্রামের অধিবাসী । পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাতার নাম লক্ষ্মী । পিতৃবিয়োগের পর বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের

কাছে শ্রীনিবাসের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও জীবের কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্রে শিক্ষা হয়। পরে বাংলাদেশে গিয়ে তিনি বৈষ্ণব সমাজের প্রধান আচার্য হয়েছিলেন। রচনাকার্য অপেক্ষা প্রচার কার্যে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নামে কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া যায়।

॥ সাহ আকবর ॥

পরিচয় অজ্ঞাত।

॥ সৈয়দ মজুজা ॥

মুশিদাবাদ জেলার অঙ্গীপুরের নিকটবর্তী বালিয়াখাটা নামক পল্লীতে কবির জন্ম। পিতা হাসান কাদেরী। কোন কোন মতে ইনি চট্টগ্রামের কবি। কবির নামে ২৮টি রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ পাওয়া গেছে।

॥ হাছীর ॥

বিষ্ণুপুরের মল্লভূমির অধিপতি বীর হাছীর শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্যদাস। কালচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে ইনি নিজ রাজ্যে বৈষ্ণব ভক্তির প্রসার ঘটান। এর নামে দ'একটি ভাল পদ পাওয়া যায়।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি	বলরাম দাস	94
অতিশীতল মলয়ানিল মল মল বহনা	শশিশেখর	218
অনুখন মাধব মাধব সোঙরিভে	বিদ্যাপতি	211
অনুনয় করি হরি পাণি পগারই	রাধামোহন	161
অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ	বলরাম দাস	153
অপঘন ঘটিত যুগ্ম ঘনসার	রূপগোস্বামী	2
অপক্লপ পেখলু রামা	বিদ্যাপতি	81
অব মথুরাপুর মাধব গেল	বিদ্যাপতি	205
অবনত আনন কএ হম রহলিহঁ	বিদ্যাপতি	58
অবরে ডব্বর ডরু নব সেহ	গোবিন্দদাস	115
অক্লপ নয়নে ধারা বহে	বাসু বোধ	134
অক্লপিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর	গোবিন্দদাস	53

আ

আওত শ্রীদামচন্দ্র রজিয়া পাগড়ী মাথে	শেখর	36
আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক	গোবিন্দদাস	146
আজ বমুনা গিছিলাম সজনী	লোচনদাস	90
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ	বিদ্যাপতি	221
আকুল প্রেমে পহিলে নাহি জানলুঁ	গোবিন্দদাস	15
আক্কার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী	বলরাম দাস	10
আবার শপতি মাগে	বলরাম দাস	39
আমি বাই বাই বলি বোলে তিন বোল	চণ্ডীদাস	187
আর কিরে কনক কথিত তনু সুল্লরী	গোবিন্দদাস	196
আর শুন্যাছ আলো সই	লোচন দাস	21
আরে বোর গোরা বিজয়নি	বাসু বোধ	57
আরে বোর গৌরকিশোর	রামানন্দ বসু	33
আরে বোর গৌরকিশোর	রাধামোহন	184
আলো ধনি সুল্লরী কি আর বলিব	বসন্ত রায়	153

আলো মুক্তি কেন গেলুঁ যমুনার জলে	জ্ঞানদাস	110
আহির রমণী যত	অনন্ত দাস	164

এ

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই	চণ্ডীদাস	102
এ যোর রজনী মেঘের ঘটা	চণ্ডীদাস	137
এই মনে বনে দানী হইয়াছ	জ্ঞানদাস	166
এমন পিরিতি কত নাহি দেখি শুনি	চণ্ডীদাস	195

ও

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে	জ্ঞানদাস	108
---------------------------	----------	-----

ক

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল	গোবিন্দদাস	114
কত কত অনুনয় করু বরনাহ	বিদ্যাপতি	151
কত লাস বেশ করি	বলরাম দাস	190
কতিহঁ মদন তনু দহসি হামারি	বিদ্যাপতি	104
কদম্ব তরুর ডাল	নরোত্তম	181
কদম্বের বন হৈতে	যদুনন্দন	72
কপট চাতুরী চিতে	চন্দ্রশেখর	16
কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে	শেখর	214
কাঁচা কাঞ্চন মণি	বাসুদেব	19
কানড় কুস্তুর জিনি	চণ্ডীদাস	88
কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর	জ্ঞানদাস	120
কানুর লাগিয়া আগি পোহাইলুঁ	অনন্তদাস	140
কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল	বিদ্যাপতি	209
কাহঁ নখচিহ্ন চিহ্নি তুহঁ সুলসরি	গোবিন্দদাস	149
কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর	বিদ্যাপতি	103
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর	বিদ্যাপতি	222
কি ছার পিরিতি কৈলা	মুরারি গুপ্ত	212
কি পেখলুঁ যমুনার তীরে	জ্ঞানদাস	67
কি বুকে দাক্ষণ ব্যাধা	চণ্ডীদাস	100
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান	চণ্ডীদাস	99
কি লাগিয়া দণ্ড ধরে	বাসুদেব	31

কিশোর বয়স কত বৈদগ্ধি ঠায়	বলরাম দাস	69
কুল কুসুমের ডরু কবরিক ভার	গোবিন্দদাস	131
কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই	গোবিন্দদাস	160
কুল মরিষাদ কপাট উদ্ঘাটনু	গোবিন্দদাস	117
কে না বাঁশি বাএ বড়ারি	চণ্ডীদাস	59
কৈছে চরণ কর-পন্নব ঠৈনলি	বৃন্দাবনদাস	157
কোন বনে গিয়াছিল। ওরে রাম কানু	বলরাম দাস	42

খ

খেনে খেনে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে	রাধামোহন	204
খেনে খেনে নয়ন কোণ অনুসরই	বিদ্যাপতি	47
খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ	বিদ্যাপতি	48

গ

গগনহি নিমগন দিনমণি কঁাতি	গোবিন্দদাস	129
গগনে অবধন মেহ দারুণ	রায় শেখর	118
গজীরা ভিতরে গৌরা রায়	নরহরি	201
গুরুজনার আলায় প্রাণ করয়ে বিকলি	জ্ঞানদাস	111
গেলি কামিনী গজহঁ গামিনী	বিদ্যাপতি	80
গোধন সঙ্গে সঙ্গে যদুনন্দন	গোবিন্দদাস	41
গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব	বলরাম দাস	37
গৌরা রূপে কি দিব তুলনা	বাসু বোধ	46
গৌরাজচালের ভাব কহনে না যায়	নরহরি	97
গৌরাজ নহিত কি মেনে হইত	নরহরি	17

ঘ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার	চণ্ডীদাস	62
-------------------------	----------	----

চ

চন্দ্রক শোন কুসুম কনকাজল	গোবিন্দদাস	25
চন্দ্রক হেম দলিত নব কুসুম	নরহরি	27
চরণ নখর যণি রঞ্জন ছাঁদ	বিদ্যাপতি	156
চলত রাম স্মরণ শ্যাম	নগীর বাসুদ	40
চাহ মুখ জুলি রাই চাহ মুখ তুলি	জ্ঞানদাস	152

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া	বলরাম দাস	42
চিকণ কান্না গলার মালা	গোবিন্দদাস	70
চিকণ কান্নায়া রূপ	জ্ঞানদাস	92
চির চন্দন উরে হার না দেলা	বিদ্যাপতি	207
চুড়াটি বাড়িয়া উচ্চ	জ্ঞানদাস	53
চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি	গোবিন্দদাস	171

জ

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়	বৈকবদাস	4
জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়	নরহরি	7
জীউ জীউ রে মেয়ে বনচোরা গোরা	সাহ আকবর	30

চ

চল চল কাঁচা অঙ্কের লাবণি	গোবিন্দদাস	71
--------------------------	------------	----

ড

ডকুমূলে মেঘ বরপিয়া কে	নরহরি	89
ডাতল সৈকত বাড়িবিদ্যু সন	বিদ্যাপতি	11
তুরি যোর নিধি রাই তুরি যোর নিধি	বলরাম দাস	199
তীনভুবনজনমোহিনী	চণ্ডীদাস	49
ভেজ সখি কানু আগমন-আশ	বলরাম দাস	141
ভোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী	রাধানন্দ বসু	64
ভোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি	চণ্ডীদাস	77
ভোহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম	গোবিন্দদাস	167

ধ

ধির বিজুরী বরণ গৌরী	চণ্ডীদাস	84
---------------------	----------	----

দ

দুখিনীর ব্যথিত বহু শুন দুখের কথা	বলরাম দাস	107
দেখ রে সখি শ্যামচন্দ্র	জ্ঞানদাস	179
দেখ সখি গৌর মরম অনুপাম	রাধামোহন	45
দেখিলোঁ প্রথম নিধি	চণ্ডীদাস	185
দেখ্যা আইলাম তারে সই	জ্ঞানদাস	68
দেব-আরাধন-হলে চলু গৌরী	কবিশেখর	132

ধরন করন গেল গুরু গরবিত	চণ্ডীদাস	98
ধৈর্যঃ রহ ধৈর্যঃ রাই গচ্ছঃ মধুরাওয়ে	যদুনন্দন	216

জ

নখপদ হৃদয়ে তোহারি	গোবিন্দদাস	148
নন্দনন্দন গোপীজ্ঞনবল্লভ	গোবিন্দদাস	3
নব অনুরাগিনী রাধা	বিদ্যাপতি	123
নবদীপ চাঁদের আঁজি আনন্দ দেখিয়া	রাধামোহন	220
নাগর সঙ্গে সঙ্গে যবে বিলসই	গোবিন্দদাস	195
নাচত গৌর রাস রস অন্তর	রাধামোহন	173
নাচত গৌর স্ননাগরমণিয়া	গোবিন্দদাস	26
না পুছ না পুছ গথি	জ্ঞানদাস	188
নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম	গোবিন্দদাস	203
নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে	বল্লভদাস	32
নিরবধি মোর মনে গোৱাক্রপ লাগিয়াছে	বাসু ঘোষ	88
নিরুপম হেম হেম জিনি বরণা	গোবিন্দদাস	24
নীরদ নয়ন নীর ঘন সিক্তন	গোবিন্দদাস	23
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন	গোবিন্দদাস	119

প

পতিত হেরিয়া কাঁদে	গোবিন্দদাস	22
পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব	কানুরাম দাস	138
পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলুঁ	চণ্ডীদাস	186
পশ্যাতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তুম	জয়দেব	135
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল	রায় রামানন্দ	155
পায়ে পরি হরি করুহো কাতরি	শঙ্করদেব	13
পিয়া বব আওব এ মবু গেহে	বিদ্যাপতি	220
পীতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালী	গুণরাজ খান	174
পৌখনি রজনী পবন বহে মন্দ	গোবিন্দদাস	130
প্রলয়পরোষিকলে শ্রুতবানসিবেদঃ	জয়দেব	1
প্রীতির অরুণ কিরণ জিনি তনুরুচি	জগদানন্দ	28

ধেম আঙনি মনহি গুনি গুনি	গোবিন্দদাস	154
ধেমক অধুর জাত আত ভেল	বিদ্যাপতি	209

ব

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো	শ্রীনিবাস আচার্য	95
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী	জয়দেব	144
বধুর লাগিয়া শেখ বিছাইলুঁ	চণ্ডীদাস	136
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে	চণ্ডীদাস	224
বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান	কঙ্কলাস কবিরাজ	34
বঁধু কি আর বলিব আমি	চণ্ডীদাস	224
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ	চণ্ডীদাস	225
বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম	জ্ঞানদাস	226
বাঁশি বাজানো জানো না	চাঁদ কাজি	112
বিকচ সরোজ ভাল মুখবঙল	অনন্ত দাস	52
বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ	গোবিন্দদাস	5
বিপিনে মিলল গোপনারী	গোবিন্দদাস	177
বিকলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ	জ্ঞানদাস	141
বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে	বৃন্দাবন দাস	19
বিরলে বসিয়া গৌরা রায়	মোহন দাস	113
বেণু রবাকুলি উনমত পাংগলি	চন্দ্রশেখর	132
ব্রজ অভিসারিনী ভাব বিভাবিত	রাধামোহন	122
ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি	নৃসিংহ	55

ভ

ভজহঁ রে মন নন্দ নন্দন	গোবিন্দদাস	13
ভাল হৈল আরে বধু আইলা সকালে	চণ্ডীদাস	145
ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত কত	গোবিন্দদাস	139
ভুবনমোহন শ্যামচন্দ্র	জ্ঞানদাস	170

ম

মধুরার হাট হৈতে	বদনাথ দাস	168
মধুকর রঞ্জিত মালতি মণ্ডিত	রাধামোহন	29
মনের মরম কথা তোমারে कहিহে	জ্ঞানদাস	65
মনের মরম কথা শুনলো সজনী	জ্ঞানদাস	106

বন্দির বাহির কঠিন কপাট	গোবিন্দদাস	116
বাথহি' তপন তপত পথ বালুক	গোবিন্দদাস	128
বাধব কত পরবোধব রাধা	বিদ্যাপতি	210
বাধব করিম সুমুখী সমধানে	বিদ্যাপতি	126
বাধব কাছে কান্দারসি হানে	রাধামোহন	151
বাধব কি কহব দৈববিপাক	গোবিন্দদাস	127
বাধব দুবরী পেখনু' রাই	ভূপতি	217
বাধব বহুত মিনতি করি ভোর	বিদ্যাপতি	12
মান বিরহ ভাবে পহ' ভেল ভোর	রাধামোহন	143
মানস গজার জন	জ্ঞানদাস	169

য

যত নিবারিয়ে পায়	চণ্ডীদাস	98
যতনে যতেক ধন পাণে বটোরল	বিদ্যাপতি	10
যব গোধূলি সময় বেলি	বিদ্যাপতি	79
যবেঁ রাধা গোয়ালিনী	চণ্ডীদাস	171
যাকর চরণ নখররুচি হেরইতে	গোবিন্দদাস	160
যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে	গোবিন্দদাস	85
যাহাঁ পহ' অরুণ চরণে চলি যাত	গোবিন্দদাস	215
যাহে লাগি গুরুগঞ্জে মন রঞ্জনু	গোবিন্দদাস	202
যে কাহ লাগিআ মো	চণ্ডীদাস	201

র

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গ	বিদ্যাপতি	123
রয়নি ছোট অতি ভীকু রমণী	বিদ্যাপতি	125
রাই কি কব কানুর লেহা	নরহরি	87
রাণী ভালে আনন্দ সাগরে	বলরাম দাস	43
রাতি দিন চোখে চোখে	বলরাম দাস	189
রাধা মাধব বিলসই কুঙ্কর মাখ	মাধবী দাস	198
রাধার কি হইল অস্তরে ব্যাধা	চণ্ডীদাস	63
রাস আগরণে নিকুঞ্জ ভবনে	জগন্নাথ দাস	182
রূপ লাগি আঁখি যুরে গুণে মন ভোর	জ্ঞানদাস	93
রূপে স্তরল দিটি সোঙরি পরশ মিটি	গোবিন্দদাস	96

ল

ললিতলবঙ্গলতাপরিণীলন	অন্নকেন	173
লুঠই ধরণী ধরি সোয়	গোপাল দাস	16

শ

শচীর আঙ্গিনা মাঝে	মুরারি গুপ্ত	18
শচীর নন্দন গোরা	বংশীবদন	36
শরদ চন্দ্র ধ্বন বন্দ	গোবিন্দদাস	176
শরদ সুধাকর মণ্ডল বণ্ডন	গোবিন্দদাস	49
শুনইতে কানহি আনহি শুনত	বলরাম দাস	74
শুন গো মরম সখি	বীর হাখীর	112
শুন শুন হে পরাণ পিয়া	জ্ঞানদাস	227
শৈশব যৌবন দরশন ভেল	বিদ্যাপতি	46
শ্যাম বহু চিত্ত নিবারণ তুমি	সৈয়দ মর্তুজা	228
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ	বল্লভদাস	9
শ্রীদাম সুদাম দাম	বলরাম দাস	38

স

সই কেনে গেলান যমুনার জলে	অগদানন্দ	75
সই কে বা শুনাইলে শ্যাম নাম	চণ্ডীদাস	60
সই ডাকিয়া সুধাইতে নাই	চণ্ডীদাস	102
সকল রমণীগণ ছোড়ি বর নাগর	উদ্ধবদাস	180
সখি হে কি কহব বচন না ফুর	বিদ্যাপতি	184
সখি হে কি পুছলি অনুভব মোর	কবিবল্লভ	192
সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও	মুরারি গুপ্ত	105
সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর	শেখর	213
সজনি ও ধনি কে কহ বটে	চণ্ডীদাস	82
সজনি কো কহ আওব মাধাই	বিদ্যাপতি	208
সজনি প্রেমক কো কহবি শেষ	বল্লভদাস	197
সজনি ভাল করি পেখন না গেল	বিদ্যাপতি	78
সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া	জ্ঞানদাস	22
সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিনী	গোবিন্দদাস	86
সহজই গোরি রোখে তিন লোচন	গোবিন্দদাস	147

গহজই বিষন অরুণদিটি তাকর	মনশ্যান	73
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	জানদাগ	109
সুখা ছানিয়া কেবা ও সুখা ঢেলেছে গো	চণ্ডীদাস	50
সুন্দরি রাধা স্নান সমুখে	চণ্ডীদাস	163

হ

হরি গোও বধুপুর হান কুলবালা	বিদ্যাপতি	206
হরি হরি আর কি এমন দশা হব	নরোত্তম	15
হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে	বাসু বোষ	194
হরি হে বুঝলোঁ তুহ বর নিদয়া	শঙ্করদেব	179
হাধক দরপণ মাধক ফুল	বিদ্যাপতি	223
হান সে অবলা হৃদয়ে অখলা	চণ্ডীদাস	61
হা হা প্রাণ প্রিয়গণি কিনা হৈল মোরে	চণ্ডীদাস	101
হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও	গোবিন্দ বোষ	31
হেদে লো বিনোদিনী এপথে কেনে	বংশীবদন	165
হেন রুখ কবছ না দেখি	বংশীদাস	91
হের দেখ নব নব গৌরাজ মাধুরী	রাধানোহন	162